

যাদবপুরে
গোয়েন্দা ব্যর্থতা
নিয়ে প্রশ্ন হাই
কোর্টের, ‘না
হলে প্রতিবেশী
দেশের মতো
পরিস্থিতি হবে’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ মার্চঃ অবশেষে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় হস্তক্ষেপ করল কলকাতা হাইকোর্ট। জনস্বার্থ মামলার প্রেক্ষিতে রাজ্যের রিপোর্ট তলব করার পাশাপাশি গোয়েন্দা বিভাগের ভূমিকা নিয়েও তীব্র ভরসনা করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থধর ঘোষা। মামলার শুনানিতে এদিন রাজ্যকে তীব্র ভরসনা করে বিচারপতির প্রশ্ন, “আহত ছাত্র (ইন্দ্রাজয় রায়) বয়ান দেওয়ার পরও কেন রাজ্য এফআইআর দায়ের করল না?” এরপরই বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, যাদবপুরের ঘটনায় পুলিশ একপেশে তদন্ত করছে। অথচ রাজ্যের উচিত ছিল অভিভাবকের মতো আচরণ করা। গত শনিবার যাদবপুরে ওয়েবকুপার সম্মেলনে গিয়েছিলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। মন্ত্রীকে ঘিরে বিস্ফোভ দেখানোকে কেন্দ্র করে বিশ্বস্থলার সূত্রপাত। অভিযোগ, সেই সময়ে উপাচার্য আহত হন এবং দুই ছাত্রও গুরুতর চোট পান। এক পড়ুয়ার অভিযোগ, শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ি তাঁকে চাপা দিয়েছে, অন্য পড়ুয়ার পায়ের উপর দিয়ে গাড়ির চাকা চলে গিয়েছে। এরপর থেকেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বিশ্ববিদ্যালয় চক্র। এ বিষয়েই হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। ওই মামলার রাজ্যের ভূমিকার তীব্র নিন্দা করার পাশাপাশি মন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন বিচারপতি। কেন মন্ত্রীর সঙ্গে সাদা পোশাকের পুলিশ ছিল না, রাজ্যের কাছে সেই রিপোর্ট তলব করেছেন বিচারপতি। বাংলাদেশের প্রসঙ্গ মনে করিয়ে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, “না হলে প্রতিবেশী দেশের মতো পরিস্থিতি হবে।” আদালতের পর্যবেক্ষণ, মন্ত্রীদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটা বিধি থাকা জরুরি। তা না হলে ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা আশুনের মত ছড়িয়ে পড়বে। গোটা ঘটনায় গোয়েন্দা বিভাগের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে আদালত। কেন গোয়েন্দাদের কাছে আগাম খবর ছিল না, তাও জানতে চান বিচারপতি। এরপরই আহত ছাত্রের বয়ান অনুযায়ী, রাজ্যকে এফআইআর রুজু করার নির্দেশ দেন বিচারপতি। ১২ মার্চ মামলার পরবর্তী শুনানি।

রাজ্য সভাপতি
বদল নিয়ে
আলোচনার
মাঝে শাহর
দরবারে সুকান্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ মার্চঃ বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনের আর বছরখানেক বাকি। এখন থেকেই খুঁটি খুঁটিতে শুরু করেছে রাজনৈতিক দলগুলি। এই পরিস্থিতিতে দিল্লিতে অমিত শাহর সঙ্গে দেখা করলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। মঙ্গলবার দিল্লিতে অমিত শাহর বাসভবনে বেশ কিছুক্ষণ তাঁদের বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালবা-৬। জানা গিয়েছে, রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে অমিত শাহর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে সুকান্তর। রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কথা শাহর কাছে তুলে ধরেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি ছাষিশের নির্বাচন নিয়েও দু’জনের মধ্যে কথা হয়। নির্বাচনী রণকৌশল নিয়ে আলোচনা হয়। রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির রাজ্য সভাপতি বদল নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। রাজ্য সভাপতির পাশাপাশি সুকান্ত মজুমদার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও তাই, বিজেপির অন্দরেই নতুন রাজ্য সভাপতি নিয়োগের দাবি উঠেছে। রাজ্য বিজেপির বিভিন্ন স্তরে নির্বাচন হচ্ছে। এবার সুকান্তই রাজ্য সভাপতি থাকবেন, না অন্য কেউ রাজ্য সভাপতি হবেন, তা স্থির হবে। রাজনীতির কারবারিরা বলেন, এই পরিস্থিতিতে দিল্লিতে শাহর সঙ্গে ছাষিশের নির্বাচন নিয়ে সুকান্তর আলোচনা যথেষ্ট তৃপ্তিপূর্ণ। ছাষিশের নির্বাচন পর্যন্ত সুকান্তই রাজ্য সভাপতি থাকবেন কি না, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। চলতি মাসে বাংলা সফর আসার কথা শাহর। গতকাল তা নিয়েও শাহর সঙ্গে সুকান্তর আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর মামলায়
আইনজীবী বদল,
মমতার পক্ষে কল্যাণ



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ মার্চঃ রাজ্যপাল সি ডি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দায়ের করা মামলায় এবার আইনজীবী বদলানো হয়েছে। আগে সঞ্জয় বসু মুখ্যমন্ত্রীর হয়ে মামলাটি পর্যালোচনা করছিলেন। তবে এবার সেই দায়িত্ব নিচ্ছেন তৃণমূল সাংসদ এবং বর্ধমান আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা হাই কোর্টে বৃথবার এই পরিবর্তনের খবর জানানো হয়েছে। তবে এদিন মামলার শুনানি হয়নি এবং পরবর্তী শুনানির তারিখ পরে জানানো হবে। মামলার পটভূমি অনেকটাই জটিল। গত বছর বিধানসভা উপনির্বাচনের পর দুই নবনির্বাচিত বিধায়ক সাযন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (বরানগর) এবং বৈয়াত হোসেন (ভগবানগোলা) শপথ নেওয়ার বিষয়টি রাজ্য এবং রাজভবনের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে। রাজ্যপাল সি ডি আনন্দ বোসের দাবি ছিল, রাজভবনে গিয়ে শপথ নিতে হবে এই দুই বিধায়ককে। বিধায়কদের দাবি ছিল, রাজ্যপাল বিধানসভার দক্ষিণে গিয়ে শপথ নিতে হবে। এই বিষয়টি নিয়ে সংঘাত চরম আকার নেয় এবং রাজ্যপাল এর বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর এবং তার দলীয় সদস্যদের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করেন। এই মামলার শুনানি চলাকালীন, রাজ্য এবং রাজভবনের মধ্যে নানা মতবিরোধ উঠে আসে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যথেষ্ট চেষ্টা করা হয় বিষয়টি মীমাংসা করার জন্য, কিন্তু রাজ্যপাল সি ডি আনন্দ বোসের সিদ্ধান্তে কোনো পরিবর্তন হয়নি। রাজ্যপাল নিজের মতের প্রতি অটল ছিলেন, এবং বিধায়কদের শপথ গ্রহণের বিষয়ে তার দাবি ছিল সম্পূর্ণ। এরপর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মামলার পরিচালনায় সঞ্জয় বসুর পরিবর্তে কল্যাণ

বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়োগ দেন। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন অভিজ্ঞ আইনজীবী এবং দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতি ও আইনসভায় তার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মামলাটি পরিচালনা করবেন। এই পরিবর্তনের সাথে সাথে, ফজল অ্যাড মণ্ডল সলিসিটার সংস্থাও আদালতে একটি আনুষ্ঠানিক আবেদন করেছে, যাতে হাই কোর্ট রাজ্যপাল বনাম মুখ্যমন্ত্রী মামলার শুনানি শুরুর আগে কোনো পদক্ষেপ না নেয়। এছাড়া, রাজ্যপাল সি ডি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানহানির মামলা আরও জটিল হয়ে ওঠে। রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী এবং তৃণমূল কংগ্রেসের বেশ কিছু সদস্যের বিরুদ্ধে এই পরিবর্তনের খবর মানহানির মামলা দায়ের করেন। রাজ্যপাল এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিরোধ এবং এই মামলা দায়ের হওয়ার পর কলকাতা হাই কোর্টে পরিস্থিতি আরো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। রাজ্যপাল সি ডি আনন্দ বোস এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে সংঘাত শুধু এই মামলা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং বিভিন্ন নীতিগত এবং প্রশাসনিক বিষয়েও মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছিল। এই বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম ছিল বিধায়কদের শপথ নেওয়ার স্থান এবং সময় নিয়ে বিরোধ। রাজ্যপাল রাজভবনে শপথ নেওয়ার সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন, তবে বিধায়কদের এই প্রক্রিয়া মেনে নেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার দৃঢ় ছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস এবং রাজ্য সরকার নানা মাধ্যমে রাজ্যপালের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু রাজ্যপাল তার সিদ্ধান্তে অনা থাকেন। এর ফলস্বরূপ, বিষয়টি আদালতের কাছে পৌঁছেছে এবং এখন সেই মামলার পরবর্তী শুনানির জন্য দিনসম্মতি নির্ধারণ করা হবে। এই মামলা এবং রাজ্যপাল ও রাজ্য সরকারের মধ্যে চলমান বিরোধের কারণে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এক নতুন মোড় এসেছে। এ ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, তা ভবিষ্যতে ওপর নির্ভর করছে।

‘ইভটিজিং বলে সম্পূর্ণ অন্য
গল্প চালিয়েছে’, সূতন্ত্রার
ঘটনায় কোর্টে বলল রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ মার্চঃ পানাগড়ের ঘটনা ইভটিজিং নয়। আদালতে দাবি রাজ্যের। তাদের দাবি দুর্ঘটনাতে মৃত্যু হয়েছিল চন্দননগরের সূতন্ত্রা চট্টোপাধ্যায়ের। বৃথবার কলকাতা হাইকোর্টে একটি মিডিয়া হাউসের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলায় রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত সওয়াল করে জানান, এই ঘটনায় আক্রান্ত একজন ইভেট

সূতন্ত্রা একটি মানসিক ভাবে অস্থির হয়ে পড়েন। চেইজ করতে বলে ফ্রেটা কারাটিকে। এইভাবে চলতে চলতে একটা বাম্পারের জয়গায় দু’টি গাড়ির সামান্য চোকটুকু হয়। এর জেরে একে অপরকে চেইজ করার প্রবণতা আরও বাড়ে।” রাজ্যের এজি-র বক্তব্য, “পানাগড়ের একটা জায়গায় এসে ফ্রেটা গাড়িটি কার সার্ভিস রোডে ঢুকে যায়। আর সূতন্ত্রার গাড়ি

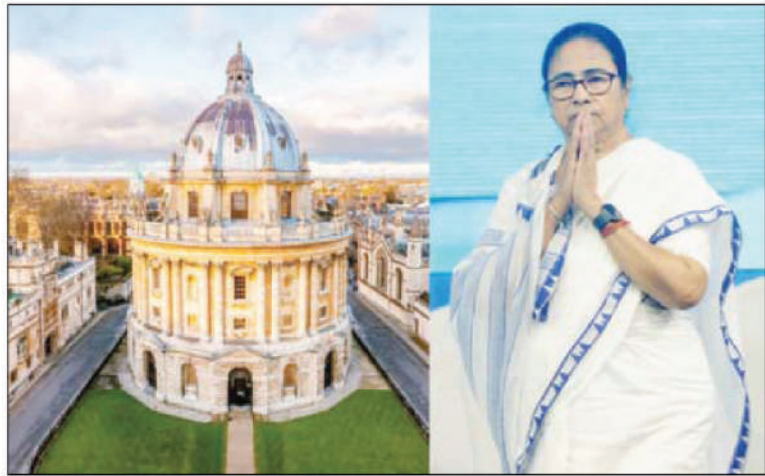


ম্যানেজার। তিনি বুদ্ধগয়া যাচ্ছিলেন অনুষ্ঠান করতে। গাড়িটি পানাগড়ের স্ট্রোলের পাশে পড়ে যায়। সেখান থেকে পেট্রোল ভরে বুদ্ধগয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। তিনি আরও বলেন, “আর একটি ফ্রেটা গাড়িও পানাগড়ের। সেই গাড়ির মালিক তাঁর ছেলে বিষ খেয়ে বর্ধমান হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। পরিবারের বাকি সদস্যদের আশঙ্কা ছিল ছেলের বঁচা বা বিষ খেতে পারে। সেই আশঙ্কায় জোরে গাড়ি চালিয়ে তার হাসপাতাল থেকে ফিরেছিল। এখনই ফ্রেটা গাড়িটি প্রথমে ওভারটেক করে সূতন্ত্রাদের গাড়িকে। সেই সময় সূতন্ত্রার অন্য একটা গ্রুপ যারা ট্রেনে যাচ্ছিল তাদের হেটেলে খাবারের আলুভাজা দেওয়ায় কেন্দ্র করে একটা কামেলার সৃষ্টি হয়েছিল। বিষয়টি কোনো তারা জানাছিল। সূতন্ত্রাকে। কারণ সূতন্ত্রা ছিলেন ইভেট ম্যানেজার। এই পরিস্থিতিতে

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের একটা নির্মিয়মাণ টয়লেটে গিয়ে আঘাত করে। এটা কোনও ভাবেই ইভটিজিংয়ের বিষয় নয়। সেই ঘটনাকে মিডিয়া ইভটিজিং বলে সম্পূর্ণ অন্য গল্প বানিয়ে চালিয়েছে।” রাজ্যের এজি কিশোর দত্ত আরো বলেন, “আমাদের কাছে অন্তত ৭০টি সিসিটিভি ফুটেজ রয়েছে। পুলিশ কমিশনার খতিয়ে দেখেন। তারপর সেদিন বিকেলে ৬টা ৪৫-এ সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান এটা ইভটিজিং-এর ঘটনা নয়। কিন্তু বিভিন্ন মিডিয়া হাউস পর্দাদিন সাক্ষাৎ করে ইভটিজিং বলে চালাতে থাকে। এজির বক্তব্য, যে যে নিউজ চ্যানেল এবং সংবাদপত্র সূতন্ত্রা সাক্ষাৎে খবর করেছে, তাঁদের প্রত্যেককে অভিযুক্ত হিসাবে যোগ করতে হবে।” আগামী ১৮ ই মার্চ শুনানি হবে বিচারপতি তীর্থধর ঘোষের এজলাসে।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ
দিতে লন্ডন যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ মার্চঃ আমন্ত্রণের কথা গত বছরই জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার সেই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে সাদা দিয়ে লন্ডন সফরে যাচ্ছেন মমতা। আগামী ২১ মার্চ তিনি বিদেশ সফরে যাচ্ছেন বলে সূত্রের খবর। বিশ্বের অন্যতম প্রখ্যাতশা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দেবেন তিনি। সূত্রের খবর, আগামী ২১ মার্চ কলকাতা থেকে বিমানে দুবাইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখান থেকে যাবেন লন্ডন। অক্সফোর্ডে ভাষণ দেওয়ার মতো বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানহানির মামলা আরও কয়েকটি কর্মসূচি রয়েছে। সেখানে কয়েকজন শিল্পপতির সঙ্গেও কথা বলবেন তিনি। কী বিষয়ে তিনি ভাষণ দেবেন, তা জানা যায়নি। এর আগে ২০২০ সালে অক্সফোর্ড ইউনিবের্সের আমন্ত্রণে মমতার ভাষণ দেওয়ার কথা ছিল। শেষ মুহূর্তে অক্সফোর্ড কর্তৃপক্ষের তরফে ইমাইল করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে আপাতত স্থগিত থাকছে ওই অনুষ্ঠান। শেষ মুহূর্তে অনুষ্ঠানটি পিছিয়ে দিতে



হয়েছে বলে জানিয়েছিল অক্সফোর্ড ইউনিব। আর সেই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১৫ সালে লন্ডন সফরে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর

সফরসঙ্গী হয়েছিলেন রাজ্যের তৎকালীন কয়েকজন মন্ত্রীও। সেই সময় বাকিংহাম প্যালেসে গিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৎকালীন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র, কলকাতার

তৎকালীন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় ছাড়াও সঙ্গী ছিলেন সুগত বসু, ভেরেক ও’ব্রায়েন ও দেব। এর আগে ২০২৩ সালে শিল্পে বিনিয়োগ আনতে মুখ্যমন্ত্রী স্টেশন সফরে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে দুবাইয়েও শিল্পবৈঠক করেন। বাংলার শিল্পমহলের অনেকেই মনে করেন, সেই সফরের সুফল পরবর্তী দু’টি বিশ্ব বন্ধ বাণিজ্য সম্মেলনে রাজ্য পেয়েছে। গত মাসেই দু’দিনের বাণিজ্য সম্মেলন হয়েছে নিউ টাউনে। শিল্পমহলের মতে, সম্মেলন দারুণ ভাবেই সফল। তার মাসখানেকের মধ্যেই মমতার লন্ডন সফর। শুধু বিনিয়োগ আনার জন্যই নয়, পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে ব্রিটেনের সম্বন্ধের মাধ্যমে ঐতিহাসিক সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করাও লন্ডন সফরের অন্যতম উদ্দেশ্য। অতীতে কলকাতা ও লন্ডনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল, যা মুখ্যমন্ত্রীর সফরের মাধ্যমে নতুন মাত্রা পেতে পারে বলে মনে করছেন রাজ্যের একাধিক দফতরের অধিকারিকেরা। ২৯ মার্চ কলকাতায় ফিরবেন মুখ্যমন্ত্রী।

যাদবপুর নির্লজ্জের দুর্গ! ভরৎসনা ব্রাত্যর,
উপাচার্যকে দেখতে গেলেন হাসপাতালে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ মার্চঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, অসুস্থ ও চিকিৎসাধীন ভাস্কর গুপ্তকে দেখতে হাসপাতালে গেলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। বৃথবার (৫ মার্চ, ২০২৫) সকালেই ভাস্করকে বাহিপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আর, এদিনই তাঁর শরীর, স্বাস্থ্যের খবর

যায়া যা ওষুধ দেওয়ার পরও নিয়ন্ত্রণে আসছিল না। ফলত, তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এবং চিকিৎসকরা তাঁকে ভর্তি করে নেন। সংবাদমাধ্যমে সম্প্রচারিত প্রতিবেদন অনুসারে, আপাতত একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ এবং একজন স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে রয়েছে ভাস্কর। তাঁর চিকিৎসার

হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত শনিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বস্থলার ঘটনায় দুই ছাত্র গুরুতর জখম হন। ওই দিনই রাতে আহতদের দেখতে হাসপাতালে যান উপাচার্য। সেই সময় তাঁকে ঘিরে বিস্ফোভ দেখান বিশ্বস্থলার তৈরি হয়। ধস্তাধস্তিতে উপাচার্যের পোশাকও ছিঁড়ে যায় বলে অভিযোগ করা হয়। উপাচার্যের পরিবারের সদস্যদের দাবি, ওই ঘটনার পর থেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন ভাস্কর। বৃথবার তা বাতাবাড়ির পর্যায়ে চলে যায়। এদিকে, বৃথবার বিকেল ৪টো পর্যন্ত তাঁকে ডেডলাইন বেঁধে দিয়েছিলেন আদেলনগর পড়ুয়ার। তাঁদের দাবি ছিল, ওই সময়ের মধ্যেই উপাচার্যকে নির্শর্ত ক্ষমা চাইতে হবে। এবং আলোচনায় আসতে হবে। সেই ডেডলাইন ইতিমধ্যেই পেরিয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে, এই ঘটনায় আদেলনগরী ছাত্রদের মানসিকতা নিয়েই কার্যত প্রশ্ন তুলেছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তাঁর প্রশ্ন, আজ যদি তাঁদের (আদেলনগরীদের) বাড়ির কোনও সদস্য মরণাপন্ন থাকতেন, তাহলে? উপাচার্য অসুস্থ। এই অবস্থায় তাঁকে বৈঠকে যেতে বলা হচ্ছে। এটিই যদি আদেলনগরীদের মূল বক্তব্য হয়, তাহলে বুঝতে হবে তাঁরা কতটা নির্লজ্জ! যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নির্লজ্জের দুর্গে পরিণত হয়েছে বলে তীব্র ভরৎসনা করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।



নিতে হাসপাতালে পৌঁছে যান ব্রাত্য। তবে, যেটা সংবাদমাধ্যমের নজর কেড়েছে, তা হল - এদিন শিক্ষামন্ত্রীকে ঘিরে নিরাপত্তাব্যবস্থা ছিল যথেষ্ট অটোম্যাটিক। সংশ্লিষ্ট মহলের দাবি, গত শনিবারের (১ মার্চ, ২০২৫) ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়েই ব্রাত্যর নিরাপত্তা এদিন জোরদার করা হয়। যাদবপুরের অসুস্থ উপাচার্যের পরিবারের তরফে দাবি করা হয়েছে, গত শনিবার রাত থেকেই শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। উপাচার্যের। কিন্তু, বৃথবার সকালে অবস্থার আরও অবনতি হয়। উপাচার্যের রক্তচাপ মারাত্মক বেড়ে

দায়িত্বে থাকা হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ, ডা. সুরিন্দ্র বিশ্বাসকে উদ্ধৃত করে সংবাদমাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে, “ওঁর রক্তচাপ ওঠানো করছে। ওষুধ দিয়েও তা নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছিল না। যেহেতু বছর কয়েক আগে একবার ওঁর সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়ে গিয়েছে, তাই আমরা দ্রুত ওঁকে ভর্তি করে নিয়েছি।” শেষ পাওয়া খবর অনুসারে, ভাস্করের রক্তচাপ ১৭০-৯০ এর মধ্যে রয়েছে। তাঁর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হতে পারে, এমন একটা আশঙ্কাও করছেন চিকিৎসকরা। তাই, আপাতত তাঁকে হাসপাতালেই পর্যবেক্ষণে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া

চাকরি বিক্রিতে ৭৮ কোটির লেনদেনে বিজেপি নেতা! চার্জশিটে দাবি সিবিআইয়ের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ মার্চঃ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আগেই জড়িয়েছিল বিজেপি নেতা অরুণ হাজারার নাম। এবার চাকরি বিক্রি কাণ্ডে উত্তর কলকাতার এই বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এল। সূত্রের দাবি, নিয়োগ মামলায় আদালতে জমা দেওয়া চার্জশিটে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে দাবি করা হয়েছে, চাকরি বিক্রির ক্ষেত্রে কালীঘাটের কাকু ওরফে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রর সঙ্গে ২০২২ সালে একটি চুক্তিপত্র করেছিলেন অরুণ হাজার। দফায় দফায় কালীঘাটের

কাকুকে মোট ৭৮ কোটি টাকা দেন অরুণ। বিনিময়ে ৪৫ কোটি টাকার চাকরির ব্যবস্থাও নাকি করে দিয়েছিলেন কালীঘাটের কাকু। সিবিআই সূত্রের দাবি, ১০ টাকার স্ট্যাম্পপেপারে নিজেই ওই চুক্তিপত্র লিখেছিলেন অরুণ। ইতিমধ্যে সেই চুক্তিপত্র গোয়েন্দাদের হাতে পৌঁছেছে। কেন্দ্রীয় এজেন্সির দাবি, কালীঘাটের কাকুকে গ্রুপ ডির জন্য ১৫ কোটি, গ্রুপ সির জন্য ৯ কোটি প্রাইমারিতে নিয়োগের জন্য ১১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন অরুণ। জানা যাচ্ছে, চুক্তি পত্রে অরুণ,

কালীঘাটের কাকু ছাড়াও আর দু’জনের নাম রয়েছে। এ বিষয়ে আরও জানতে বাকি দু’জনকে জেরা করছেন তদন্তকারীরা। সিবিআই সূত্রের দাবি, ২০১৫ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে অভিযুক্ত বিজেপি নেতা প্রাথমিকের চাকরিতে ৫০ জনের নাম সুপারিশ করেছিলেন কালীঘাটের কাকু ওরফে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রর কাছে। প্রসঙ্গত, অরুণ হাজার আগে তৃণমূলে ছিলেন। পরে দল বদলে বিজেপিতে যান। অভিযোগ, শাসকদলে থাকাকালীনই প্রাথমিক চাকরির সুপারিশ করেছিলেন তিনি।

‘লিখে নিন, ভুল প্রমাণ হলে রাজনীতি ছেড়ে দেব’
ভোটের আগেই ফের বড় ভবিষ্যদ্বাণী পিকে-র

পটনা, ৫ মার্চঃ রাজনীতিবিদ থেকে ভোটকুশলী, সেখান থেকে আবার রাজনীতিবিদ। এত অভিজ্ঞতা রাজনীতি নিয়ে, তাই তার ভবিষ্যদ্বাণী নাকি অক্ষরে অক্ষরে ফলে। কথা হচ্ছে প্রশান্ত কিশোরের। বিভিন্ন সময়ে নির্বাচন নিয়ে তিনি যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, তা সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। তবে লোকসভা নির্বাচনের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হওয়ার পর তিনি শপথ নিয়েছিলেন যে আর কখনও ভবিষ্যদ্বাণী করবেন না। তবে নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। সেই ভবিষ্যদ্বাণী করেই ফেললেন। এবার কাকে নিয়ে বললেন তিনি? বৃথবারই বিহারের জন সুরজ পাট্টির বিহার প্রশান্ত কিশোর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। তিনি বলেন যে বিজেপির সঙ্গে জোট বিহার



ফের শিবির বদল করবেন। পশ্চিম চম্পারণে একটি সাংবাদিক বৈঠকে নীতীশ কুমারকে বিধে প্রশান্ত কিশোর বলেন, “নভেম্বরের পর নীতীশ কুমার বাদে যে কেউ মুখ্যমন্ত্রী

উচ্চবাচ্যও করছে না বিজেপি। তবে কি নীতীশ কুমার ফের শিবির বদল করতে পারেন? এই প্রশ্নের জবাবেই ভোটকুশলী পিকে বলেন, “তিনি বিজেপির সঙ্গেই জোট নির্বাচন লড়বেন। বরবরই তাই করে এসেছেন, শুধু ২০১৫ সালের নির্বাচন বাদে যখন আমি ওনার প্রচার সামলেছিলাম।” পিকে দাবি করেন, নীতীশ কুমারের জনপ্রিয়তা কমে যাওয়াতেই বিজেপি তাঁকে মুখ্যমন্ত্রীর মুখ ঘোষণা করতে বিধা করেছিল। তিনি বলেন, “আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ করছি। নীতীশ কুমারকে ঘোষণা করতে যে নীতীশ কুমারই ৫ বছরের জন্য মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন। যদি তা করেন, তবে বিজেপির ভোটে জিততে সমস্যা হবে।” বিহার নির্বাচনের ফলাফলের ভবিষ্যদ্বাণী করে প্রশান্ত কিশোর

জন্মবার্ষিকীতে বিজু পট্টনায়ককে স্মরণ নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ : ওড়িশার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজু পট্টনায়কের জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি জানান, বিজু বাবুর জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে স্মরণ করি। ওড়িশার উন্নয়ন এবং জনগণের ক্ষমতায়নে তাঁর অবদানকে আন্তরিকভাবে স্মরণ করি। তিনি গণতান্ত্রিক আন্দর্শের প্রতিও দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। তিনি জরুরি অবস্থার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন।

শিবরাজ সিং চৌহানের জন্মদিনে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর



নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ ঃশিবরাজ সিং চৌহানের জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানানলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার তিনি শুভেচ্ছা জানান তাঁর মন্ত্রিসভার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীকে। তিনি জানান, বিজেগণের কর্মঠ নেতা এবং সরকারে আমার সহকর্মী শিবরাজ সিং চৌহানকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। উনি দেশের কৃষিব্যবস্থা ও কৃষক ভাই-বোনদের কল্যাণের পাশাপাশি গ্রামের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। ঈশ্বরের কাছে তাঁর দীর্ঘায়ু ও সুস্থ জীবন প্রার্থনা করি।

লঙ্গাই এসএ ফায়ারিং রেঞ্জে গুলি চালনার অভ্যাস:সতর্কতা জারি

শ্রীভূমি (অসম) ৫ ফেব্রুয়ারি : শ্রীভূমি জেলা আয়ুক্ত কার্খালয়ের ম্যাজিস্ট্রেসি শাখার দায়িত্ব প্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলা আয়ুক্ত জানিয়েছেন যে, ৪ তম আসাম ব্যাটেলিয়ান এনসিসি কাড্যাটে জওয়ানদের লঙ্গাই এসএ ফায়ারিং রেঞ্জে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ২২টি রাইফেল যোগে গুলি চালনার অভ্যাস চলছে। আগামী ২০ মার্চ পর্যন্ত এই গুলি চালনার অভ্যাস চলবে। ওই গুলি চালনার অভ্যাসের সময় যাতে কোন ধরণের অবজ্ঞািত দৃষ্টীনা সংঘটিত না হয় তার জন্য ফায়ারিং রেঞ্জ সংলগ্ন এলাকার জনগণকে সাবধানতা অবলম্বন করে লচাচল করতে শ্রীভূমি জেলা প্রশাসন থেকে সতর্ক করা হয়েছে।

মেয়ের মৃত্যুর উপযুক্ত তদন্ত চেয়ে কলকাতা হাই কোর্টে সূতন্দ্রার মা

কলকাতা, ৫ মাি ঃ ঠিক কী কারণে পানাগড়ে জাতীয় সড়কে মৃত্যু হয়েছে নৃত্যশিল্পী সূতন্দ্রা চট্টোপাধ্যায়ে, তা নিয়ে জল্পনা সঞ্চারিত। এই পরিস্থিতিতে মেয়ের মৃত্যুর উপযুক্ত তদন্ত চেয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হলেন মৃতার মা তনুশ্রী চট্টোপাধ্যায়। চলতি সপ্তাহেই শুনানির সম্ভাবনা।রাতে কী ঘটেছিল তা নিয়ে বড় প্রশ্ন রয়েছে।গিয়েছে। সেই উত্তর খুঁজে পেতেই বুধবার কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন সূতন্দ্রার মা। মেয়েকে খুন করা হয়েছে বলে দাবি করেন। ইতিমধ্যেই বিচারপতি তাঁকে মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন। চলতি সপ্তাহেই শুনানির সম্ভাবনা।প্রসঙ্গত, গত ২৩ ফেব্রুয়ারি রাতে পানাগড়ে গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান দশননগরের বাসিন্দা বছর সাতাশের সূতন্দ্রা চট্টোপাধ্যায়। নৃত্যশিল্পীর পাশাপাশি তিনি ছিলেন ইন্ডেট ম্যানেজমেন্ট সংস্থার কর্ধারা। জানা যায়, অভিযুক্ত রাতে পানাগড়ে জাতীয় সড়ক ধরে গাড়ি করে ফিরছিলেন সুন্দ্রা। অভিযোগ, সেই সময় কয়েকজন মত্ত যুবক তাঁর গাড়ি ধাওয়া করে কটুটি করে। তরুণীকে ইভিডিজি করা হয়। তাঁদের হাত থেকে বাঁচতে দ্রুতগতিতে গাড়ি চালাছিলেন সূতন্দ্রার চালিকা। তার ফলে নিয়ন্ত্রণ হারায় গাড়ি। প্রাণ হারান সুত্দ্রা।

নিরাপত্তা নিয়ে নিশানা স্বাতী মালিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ ঃ ফের কেজরিওয়ালকে তোপ দাপলেন স্বাতী মালিওয়াল। গঞ্জবে গিয়েছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আর সেখানে তার কনফ্রে দেখে স্বাতী নিশানা করলেন কেজরিওয়ালকে। স্বাতী মালিওয়াল বলেন, যে পঞ্জাবের মানুষ এত ভালোবাসল তাঁদের এত ভয় কেন কেজরিওয়াল? গোটা পৃথিবীকে ভিআইপি কালার সারিয়ে দিতে সরব কেজরিওয়াল আজ নিচ্ছেই ডোনাভুট ট্রান্সপের থেকে বেশি নিরাপত্তা নিয়ে ঘুরছেন!

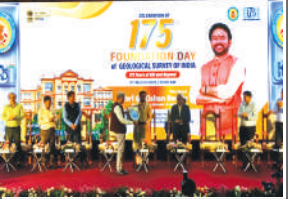
বসন্তে রোগের প্রাদুর্ভাব, ত্রিপুরার গ্রামেগঞ্জে স্বাস্থ্য দপ্তরের বিশেষ কর্মসূচি

তেলিয়ামুড়া (ত্রিপুরা), ৫ মার্চঃ বসন্ত ঋতুতে বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা মেয়ে গ্রাম পাহাড়ে। আর এদিকে লক্ষ্য রয়েছে ত্রিপুরার স্বাস্থ্য দপ্তর এর উদ্যোগে বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকায় স্বাস্থ্য সচেতনতার নানা কর্মসূচি চলছে।গত মঙ্গলবার খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া মহকুমা স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে মহারানীস্থিত লক্ষ্মীপুর গ্রাম

পঞ্চায়েতের লক্ষ্মীপুর আয়ুস্মান আরোগ্য মন্দিরের ব্যবস্থাপনায় শিশুদের সেনিটাইজারের আওতায় আনার জন্য বিভিন্ন সামগ্রী প্রদান করা হয়।জানা গিয়েছে, লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন লক্ষ্মীপুর আয়ুস্মান আরোগ্য মন্দিরে সাতটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মীদের হাতে বিভিন্ন ঔষধি সামগ্রী তুলে দেওয়া

জিএসআই-এর ১৭৫ বছর পূর্তি, জি কিষাণ রেডিডর হাত ধরেই অনুষ্ঠানের সূচনা

কলকাতা, ৫মার্চ : কলকাতায় জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (জিএসআই)-র ১৭৫ তম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে মূল অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছে। মঙ্গলবার কলকাতাস্থিত সদর দফতরে মূল এই অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেছেন কেন্দ্রীয় খনি ও কয়লা মন্ত্রী জি কিষাণ রেডিড। ডাক বিভাগের উদ্যোগে ও জিএসআই-এর ১৭৫ বছর উপলক্ষ্যে ২৫ টাকা মূল্যের



বিশেষ কভার প্রকাশ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে বিশেষ স্মারক ডাকটিকিট ও প্রকাশিত হয়েছে। মন্ত্রী রিমোটের সাহায্যে দু’টি অ্যাপ - ফিস্ট ডাটা

আ্যকুইজেশন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন এবং জিও হেরিটেজ রিয়েল টাইম অ্যাপ উদ্বোধন করেন।ভারতীয় ভূবৈজ্ঞানিক সর্বেক্ষণ সংস্থার চিহ্নিত খনিজ সম্পদের সাতটি ব্লক বিতরণের জন্য বেসরকারি সংস্থাকে সংশ্লিষ্ট চুক্তিপত্র তুলে দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।উল্লেখ্য, জিএসআই-এর পক্ষ থেকে বছরভর নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। দেশজুড়েই তা চলবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জি কিষাণ

রেডিডর হাতে এদিন তার সূচনা হয়েছে। উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নেওয়া হয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে। এরপর পুষ্পপত্ৰক প্রদান ও স্মারক অর্পণ করা হয়। অনুষ্ঠানে চিফ পোস্ট মাস্টার জেনারেল সূপ্রিয় ঘোষ, হিন্দুস্তান কর্পার লিমিটেড এর ঘনশ্যাম শর্মা, কেমাল ইন্ডিয়ায় চেয়ারম্যান পি এম প্রসাদ, জি এস আই এর অধিকর্তা অসিত সাহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।



আগরতলা স্টেশন পর্যন্ত একটি উইংডো ট্রেইলিং পরিদর্শন সম্পন্ন করেন। জেনারেল ম্যানেজার বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী তথা সবচেয়ে দক্ষিণের স্টেশন সাত্রম ও পরিদর্শন করেন। তিনি সাত্রম ল্যান্ড পোর্ট পরিদর্শন করেন যা উভয়

প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেন।এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, মিজোরামের আইজলকে দেশের অন্যান্য অংশের সাথে সংযুক্ত করা ৫১.৬৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ভৈরবী-সাইরাং নিউ রেল লাইন প্রকল্পটি প্রায় সমাপ্তির পর্যায়ে রয়েছে। এই নিউ লাইন প্রকল্পটি চারটি সেকশনে বিভক্ত, যেনম ভৈরবী-হত'কি, হত'কি-কাউনপুই, কাউনপুই-মুয়ালখাং এবং মুয়ালখাং-সাইরাং। ভৈরবী-হত'কি নিউ লাইন সেকশনটি জুলাই, ২০২৪-এ চালু করা হয়েছে।উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে প্রকল্পটি অতিশীঘ্র চালু করার প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলে প্রেস বার্তায় জানান উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিল্ল কিশোর শর্মা।

পনেরো তম বর্ষে কুমুদ সাহিত্য মেলা যেন ‘চাঁদের হাট’

দুরন্তবার্তা,গুসকরা ঃ’বাড়ি আমার ভাঙন ধরা অঙ্গন নদের বাকি, জল যেখানে সোহাগ করে স্থল কে ঘিরে রাখে’, হ্যাঁ পল্লি ও প্রকৃতি প্রেমিক কে কি কুদুরঞ্জন মল্লিকের এই কবিতার লাইন আট থেকে আশি প্রত্যেকেই জানে। সোমবার পূর্ব বর্ধমা জেলার মঙ্গলকোটের কোথ্রামে পল্লিকবি কুঁমদরঞ্জন মল্লিকের বসতিভিটে ‘মধুর’ প্রাক্তনে মহাসমারোহে পালিত হলো কুমুদ সাহিত্য মেলা। এবার পনেরো বছরে পালাে দক্ষিণবঙ্গের বৃহত্তর এই সাহিত্য মেলা টিকুমুদ সাহিত্য মেলা কমিটির সম্পাদক মোল্লা জসিমউদ্দিন ২০১০ সালে এই সাহিত্য মেলা শুরু করেন। এদিন সকাল ৯ টা থেকে বিকেল ৪ টে অবধি চলে সাহিত্য - সংস্কৃতি বিষয়ক সভাটি।এবার যুগ্ম উদ্বোধক হিসাবে ছিলেন জনাব আনসার মন্ডল (এক্সপি - কলকাতা হাইকোর্ট) এবং শ্রী সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় (সাধারণ সম্পাদক - রবীন্দ্র ভারতী সোসাইটি)। যুগ্ম প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন পদ্মশ্রী প্রাপক লোকসংগীত শিল্পী শ্রী রতন



কাহার যুগ্ম অনুষ্ঠান সভাপতি হিসাবে ছিলেন শ্রী দীলীপ বিশ্বাস (ডেপুটি সেক্রেটারি - রাজ্য যুব কল্যাণ ও ক্রীা দপ্তর) এবং জনাব শফিকুল ইসলাম দুলাল (সাংবাদিক ও সঞ্চালক)। বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে ছিলেন শ্রী সমরেন্দ্র চক্রবর্তী (মুখ্য আইন প্রশিক্ষক - আরক্ষা প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় কলকাতা পুলিশ), শ্রী মধুসূদন ঘোষ (আইসি - মঙ্গলকোট), শ্রী সঞ্জয় ঘোষ (ভাইস চেয়ারম্যান - বর্ধমান জেলা বার এসোসিয়েশন), শ্রী সমীর মজুমদার (অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক -

বর্ষীয়ান সাংবাদিক), শ্রী সত্যকাম বাগচী(নজরুল গবেষক), শ্রী বিশ্বরূপ সিনহা (সাংস্কৃতিক উদ্যোগী), শ্রী তীর্থঙ্কর দে (শিক্ষাবর্তী), জনাব আব্দুল জব্বার (ক বি ও সমাজসেবী), প্রসেনজি সামন্ত (সাংবাদিক), সাহানা খাতুন (আদালত কর্মী), ঋষিগোপাল মন্ডল (সাংবাদিক), সৈখ আনসার আলী (ক বি),শ্রী রাধামাধব মুখার্জি(ক বি) শ্রী শান্তিয়া যোষ (গীতিকার) শ্রী জয়ন্ত কুমার ধারা (প্রাক্তন বনাঞ্চল আধিকারিক), জনাব রেজাউল হক (ব্যবসায়ী)।আন্তর্জাতিক চিত্রশিল্পী দীপঙ্কর সন্দাদার এর অনুষ্ঠানে কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক কে নিয়ে লাইভ স্টেগিথি ছবিটি পদ্মশ্রী রতন কাহারের হাতে তুলে দিলেন মেলা কমিটির পক্ষে মোল্লা জসিমউদ্দিন।কুমুদ সাহিত্য মেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোল্লা জসিমউদ্দিন জানান - পল্লিকবির চিন্তাধারা কে সামনে রেখে সাহিত্য - সাংস্কৃতিক জগতের মানুষজনদের এক ছাতার তলায় আনার চেষ্টা করি।

সাতগেছিয়ায় পুকুর থেকে পাওয়া বিষুজ্মূর্তি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহশালায় শোভাবর্ধন করবে

বর্ধনঞ্জ বন্দ্যোপাধ্যায়, গুসকরাঃপূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি থানার অন্তর্গত সাতগেছিয়া দে পাড়ার মনসা তলায় কাছে পোখার পুকুর সংস্কারের চলছে। মাটিচাটা যন্ত্রে হঠাৎ শক্ত পাথরের আঘাত লাগে বুঝতে পারে তলায় কিছু আছে পাক কাটার পরিবর্তে শক্ত কিছু লাগায়। ভূইভার বুঝতে পারে এবং একটু দূরে গিয়ে যন্ত্র সহকারে তুললে দেখা যায় একটি বিষ্ণু মূর্তি পাওয়া যায়। সাথে সাথেই গ্রামবাসীরা তাকে বয় সহকারে ফুলজ্বর পরিচ্ছন্ন করে প্রতিষ্ঠিত করে পরে মন্দির দিয়ে পূজো শুরু করে দেয় এবং তারা মনস্থ করে ওই পুকুরে গাভে মন্দির করে প্রতিষ্ঠা করা হবে। গ্রামবাসীরা এক মত হয়ে সিদ্ধান্ত নেয় ।সাতগাছিয়া পুলিশ ফাঁড়ির আইসি সামাউর রহমান মূর্তিটি উদ্ধার করে সাতগাছিয়া ফাঁড়িতে নিয়ে আসেন সাথে সাথে গ্রামবাসীরা ও সাতগাছিয়া পুলিশ ফাঁড়িতে আসে। তারা দাবি জানাতে থাকে এই মূর্তি তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হোক যেহেতু তাদের পুকুরে তাদের গ্রামের পুকুরে পাওয়া গিয়েছে তাই গ্রামের সম্পত্তি দামি প্রতিষ্ঠা করেই গ্রামবাসীরা পুজো করা হবে। গ্রামবাসীদের সঙ্গে দফায় দফায় ঠেঁক করে সিদ্ধান্ত হয় দেশীয় আইন অনুযায়ী প্রতিটি সংরক্ষণ করা হবে। সেইমতো বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কে এই মূর্তিটি সংগ্রহ করার জন্য তা হয়। সাতগেছিয়ায় উদ্ধার হওয়া বিষ্ণুমূর্তি এল বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহশালায়। গত রবিবার উদ্ধার হয় একটি বিষ্ণুমূর্তি। জেসিবি যন্ত্র

দিয়ে মাটি সরানো সময় সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ মূর্তিটি চোখে পড়ে। যন্ত্রে আঘাত লেগে মূর্তিটির মুখমণ্ডল ও হাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেবল ওপরের ডান হাতটি অক্ষত আছে এবং এই হাতে আছে গদা। মূর্তিটি সম্ভবত ত্রিবিক্রম ফর্মের। বিষ্ণুর এই মূর্তিই বেশি দেখা যায়। কালো পাথরে নির্মিত মূর্তিটির উচ্চতা ৪৪ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ২১ ইঞ্চি। গঠনশৈলী দেখে অনুমান করা যায় যে মূর্তিটি একাদশ-দ্বাদশ শতকের। অর্থা মূর্তিটি আনুমানিক ১০০০ বছরের প্রাচীন।আইকনোগ্রাফি বা মূর্তিতত্ত্বের দিক থেকে বললে, মূর্তিটি পূর্ণ প্রস্থমূর্তিত পদ্মের ওপর সমপদ স্থানক ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে। দুপাশে আছে এবং এই হাতে আছে গদা। মূর্তিটি সম্ভবত ত্রিবিক্রম ফর্মের। বিষ্ণুর এই মূর্তিই বেশি দেখা যায়। কালো পাথরে নির্মিত মূর্তিটির উচ্চতা ৪৪ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ২১ ইঞ্চি। গঠনশৈলী দেখে অনুমান করা যায় যে মূর্তিটি একাদশ-দ্বাদশ শতকের। অর্থা মূর্তিটি আনুমানিক ১০০০ বছরের প্রাচীন।আইকনোগ্রাফি বা মূর্তিতত্ত্বের দিক থেকে বললে, মূর্তিটি পূর্ণ প্রস্থমূর্তিত পদ্মের ওপর সমপদ

বিষয়টির গুরুত্ব বুঝিয়ে পুলিশ মূর্তিটিকে ফাঁড়িতে নিয়ে আসেন এবং তাঁদের হেফাজতে রাখেন। মেমারি থানার অধীনে এই সাতগেছিয়া ফাঁডি। দুই কর্তৃপক্ষই যোগাযোগ করেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহশালা ও চিত্রবীধি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে।সাতগেছিয়া পুলিশ ফাঁির পক্ষ থেকে মূর্তিটি বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহশালা ও চিত্রবীথিতে সরক্ষণের জন্য হস্তান্তর করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহশালার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন শ্যামসুন্দর বেরা ও সৈখ কেয়ামুদ্দিন। মাটি কাটার যন্ত্র পাক কাটার বদলে শক্ত কিছু লাগে। যন্ত্র করে একটু দূরে যন্ত্র বসিয়ে টান দিতেই উঠে এলো তিন ফুটের বিষ্ণু মূর্তি ।তার আগেই মূর্তি মুখ হাত ভেঙ্গে যায়।সময় গতকাল (২৩.০২.২০২৫) উদ্ধার হয় একটি বিষ্ণুমূর্তি। জেসিবি যন্ত্র দিয়ে মাটি সরানোর সময় সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ মূর্তিটি চোখে পড়ে। যন্ত্রে আঘাত লেগে মূর্তিটির মুখমণ্ডল ও হাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেবল ওপরের ডান হাতটি অক্ষত আছে এবং এই হাতে আছে গদা। মূর্তিটি সম্ভবত ত্রিবিক্রম ফর্মের। বিষ্ণুর এই মূর্তিই বেশি দেখা যায়। কালো পাথরে নির্মিত মূর্তিটির উচ্চতা ৪৪ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ২১ ইঞ্চি। গঠনশৈলী দেখে অনুমান করা যায় যে মূর্তিটি একাদশ-দ্বাদশ শতকের। অর্থা মূর্তিটি আনুমানিক ১০০০ বছরের প্রাচীন।আইকনোগ্রাফি বা মূর্তিতত্ত্বের দিক থেকে বললে, মূর্তিটি পূর্ণ প্রস্থমূর্তিত পদ্মের ওপর সমপদ

স্থানক ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে। দুপাশে আছে লক্ষ্মী এবং সরস্বতী (শ্রী এবং পুষ্টি)। তাদের পাশে আছে শঙ্খপুরুষ এবং চক্রপুরুষ। এই মূর্তি দুটি আয়ুধপুরুষ হিসেবে পরিচিত। এদের মাথার ওপরে আছে ভায়ালা মোটিক। স্টেলার শীর্ষ দেশে আছে কীর্তিমুখ এবং দুপাশে উভ বিদ্যাদ্যর-বিদ্যাধারী।মূর্তি উদ্ধারের খবর পেয়ে সাতগেছিয়া ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে যান এবং দেখেন যে স্থানীয় মানুষজন খোঁজা শুরু করে দিয়েছেন। পুলিশ স্থানীয় মানুষজনকে বোঝান যে এই সমস্ত প্রাচীন মূর্তি আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বস্তুচরিত্রের নিদর্শন। এ গুলি গবেষণায় বিষয় এবং সংরক্ষণ করা দরকার। সে জন্য সংগ্রহশালায় দেওয়া উচিত। তাতে ছাত্রছাত্রী, গবেষক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষও আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারবেন। বিষয়টির গুরুত্ব বুঝিয়ে পুলিশ মূর্তিটিকে ফাঁটিতে নিয়ে আসেন এবং তাঁদের হেফাজতে রাখেন। মেমারি থানার অধীনে এই সাতগেছিয়া ফাঁা। দুই কর্তৃপক্ষই যোগাযোগ করেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহশালা ও চিত্রবীথি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে।সাতগেছিয়া পুলিশ ফাঁরি ও মেমোরি থানার পক্ষ থেকে মূর্তিট বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহশালা ও চিত্রবীথিতে সরক্ষণের জন্য হস্তান্তর করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহশালার পক্ষে উপস্থিতছিলেন শ্যামদু্দর বেরা ও সৈখ কেয়ামুদ্দিন। মাটি কাটার যন্ত্র পাক কাটার বদলে শক্ত কিছু লাগে। যন্ত্র করে একটু দূরে যন্ত্র বসিয়ে টান দিতেই উঠে এলো তিন ফুটের বিষ্ণু মূর্তি ।তার আগেই মূর্তি মুখ হাত ভেঙ্গে যায়।সময় গতকাল (২৩.০২.২০২৫) উদ্ধার হয় একটি বিষ্ণুমূর্তি। জেসিবি যন্ত্র দিয়ে মাটি সরানোর সময় সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ মূর্তিটি চোখে পড়ে। যন্ত্রে আঘাত লেগে মূর্তিটির মুখমণ্ডল ও হাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেবল ওপরের ডান হাতটি অক্ষত আছে এবং এই হাতে আছে গদা। মূর্তিটি সম্ভবত ত্রিবিক্রম ফর্মের। বিষ্ণুর এই মূর্তিই বেশি দেখা যায়। কালো পাথরে নির্মিত মূর্তিটির উচ্চতা ৪৪ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ২১ ইঞ্চি। গঠনশৈলী দেখে অনুমান করা যায় যে মূর্তিটি একাদশ-দ্বাদশ শতকের। অর্থা মূর্তিটি আনুমানিক ১০০০ বছরের প্রাচীন।আইকনোগ্রাফি বা মূর্তিতত্ত্বের দিক থেকে বললে, মূর্তিটি পূর্ণ প্রস্থমূর্তিত পদ্মের ওপর সমপদ

মহাকুন্ত বিশ্বের সামনে দেশের ক্ষমতা প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছেঃযোগী আদিত্যনাথ



লখনউ, ৫মার্চ : মহাকুন্ত বিশ্বের সামনে দেশের ক্ষমতা প্রাশর্ন করতে সক্ষম হয়েছে। গত মঙ্গলবার উত্তর প্রদেশ বিধানসভায় এই মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। বিরোধীদের সমালোচনা করে যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, মহাকুন্তের ৪৫ দিনে দেশ ও বিশ্বের ৬৬ কোটিরও বেশি মানুষ মেলা পরিদর্শন করেছেন। মহাকুন্ত পরিদর্শনকারী ৬৬

কোটি মানুষের মধ্যে, অর্ধেক অবশ্যই মহিলা। তীর্থযাত্রী ছিলেন, মেলায় হযরানি, লুট, অণহরণ অথবা হত্যার একটি ঘটনাও ঘটেনি। প্রতাপ্যার থেকেও বেশি সংখ্যক মানুষ মহাকুন্ত পরিদর্শন করেছিলেন এবং যারা এসেছিলেন এবং আস্থার ডুব দিয়েছিলেন তারা অভিভূত হয়ে ফিরে যান। আন্তর্জাতিক মিডিয়াও প্রয়াগরাজ মহাকুন্তের প্রশংসা করেছে।যোগী আদিত্যনাথ আরও বলেছেন, মহাকুন্ত দেশের সামনে এত বড় অনুষ্ঠান আয়োজনে রাজ্যের সামর্থ্য এবং দেশের সামর্থ্য বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। আপনারা যে ভুল তথ্য ছড়ানোর চেষ্টা করেছেন তা দেশের মানুষের বিশ্বাসকে প্রভাবিত করতে পারেনি। দেশের কেউ আপনাদের কথায় বিশ্বাস করেনি। শীঘ্রই, জনসাধারণ আপনাদের কথা শোনা বন্ধ করে দেবে। সম্ভলে আমরা যা কচ্ছি তাও আস্থার কারণে।

আজ উত্তরাখণ্ড সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার উত্তরাখণ্ড সফরে যাচ্ছেন। ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো জানিয়েছে এই বিষয়ে।তাদের তরফে জানানো হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ৬ মার্চ উত্তরাখণ্ড সফরে যাচ্ছেন। তিনি সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ মুখোয়া-য় মা গঙ্গার শীতকালীন বাসস্থান পরিদর্শন করবেন ও সেখানে বাগচী করবেন। সকাল ১০.৪০ মিনিট নাগাদ তিনি একটি পদ্মাত্রা ও বাইক র্যালির সূচনা করবেন। হর্শিলে একটি জনসভায় ভাষণও দেনেন তিনি।উত্তরাখণ্ড সরকার এ বছর একটি শীতকালীন পর্যটন কর্মসূচি শুরু করেছে। হাজার হাজার ভক্ত ইতিমধ্যেই গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদারনাথ ও বদ্রীনাথের শীতকালীন বাসস্থান পরিদর্শন করেছেন। ধর্মীয় পর্যটনের প্রসারে এবং স্থানীয় অর্থনীতি, হোম-স্টে, পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত বাণিজ্য সহ অন্যান্য বিষয়কে উজ্জীবিত করতেই এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের



নয়াদিল্লি ও লন্ডন, ৫ মার্চ : ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। জানা গেছে, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর লন্ডনে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমারের সঙ্গে তাঁর বাসভবনে সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং দু-দেশের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ আরও প্রসারিত করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।এই বৈঠকের পর এস জয়শঙ্কর সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমারের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের বিষয়ে উল্লেখ করে জানান।

গুরুত্বপূর্ণ মামলায় আইনজীবী বদল মুখ্যমন্ত্রীর, প্রশ্ন নানা মহলে

কলকাতা, ৫ মার্চ : দুই বিধায়কের শপথগ্রহণ নিয়ে টানাপানে পৌঁছেছিল কলকাতা হাই কোর্টে। সেই মামলায় আইনজীবী বদল করলেন মুখ্যমন্ত্রী মেলাত বন্দ্যোপাধ্যায়। যে বদলকে শুধু আইনি বা প্রশাসনিক দিকের বাইরে তৃণমূলের সর্বোচ্চ স্তরের সমীকরণের নিরিখেও দেখছেন অনেকে।গত বছর জুন মাসে সাযন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রায়াত হোসেন সরকারের শপথ-জমত নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ চার জনের বিরুদ্ধে হাই কোর্টে মামলা করেছিলেন রাজ্যপাল সিডি আনন্দ বোস।মুখ্যমন্ত্রীর আইনজীবী হিসাবে হাই কোর্টে নথিভুক্ত ছিল সঞ্জয় বসুর নাম। কিন্তু বুধবার প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমেসে এজলাসে ফক্স আন্ড মণ্ডল নামের সলিসিটর হস্তা জ্ঞানিয়েছে, মমতার বিরুদ্ধে করা রাজ্যপালের মামলায় তারা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সওয়াল করবেন।আইনজীবী সঞ্জয় বসুর বদলে মুখ্যমন্ত্রীর হয়ে মামলা লড়বেন বরীয়ান আইনজীবী তথা তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার কলকাতা হাই কোর্টে বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমেসে এজলাসে এমনটাই জানিয়েছে ফক্স আন্ড মণ্ডল সলিসিটর সংস্থা। এদিন কল্যাণ এজলাসে উপস্থিতও ছিলেন। তবে মামলার শুনানি হয়নি।নিখিপত্র দিয়ে সলিসিটর সংস্থার তরফে আদালতকে বলা হয়েছে, তাদের মোটিস না দিয়ে (অর্থাৎ, তাদের না জানিয়ে) আদালত যেন কোনও পদক্ষেপ না করলোকিনসভা ডোরেটর সঙ্গেই বাংলায় দু’টি আসনে বিধানসভা উপনির্বাচন হয়েছিল। সেই ভোটে বরাহনগর এবং ভগবানগোলা থেকে জিতেছিলেন যথাক্রমে তৃণমূলের সায়ন্তিকা এবং রায়াত। শপথ-জমতলা নিয়ে রাজ্যপালের সমালোচনা করেছিলেন মমতা, সায়ন্তিকা, রায়াত এবং তৃণমূল মুসলিম কল্যাণ যোষ। ওই চার জনের নামেই মামলা করেছিলেন রাজ্যপাল বেরা।হাই কোর্ট সূত্রের খবর, সেই মামলায় সপ্তাহ দেড়েক আগে রাজ্যপালের তরফে পুরক একটি লফফনামা দাখিল করা হয়েছে। যদিও রাজ্যবনের তরফে মামলার ভাবে এ নিয়ে কিছু বলা হয়নি।সূত্রের খবর, রাজ্যবনের সেই দৌত্যের পরেই নির্দিষ্ট এই মামলায় আইনজীবী বদলের পথে হাটলেন মমতা।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ



নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ ঃ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই)-র চেয়ারম্যান। জানা গেছে, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় চেয়ারম্যান চান্না শ্রীনিবাসুলু শেট্টি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎপর্বে তিনি অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করেন বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, চান্না শ্রীনিবাসুলু শেট্টি ২৮ আগস্ট, ২০২৪-এ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। এর আগে তিনি ২০২০-তে এসবিআই-এর এমডি পদে ছিলেন।

ব্যাডখণ্ডে পাওয়ার টিলারের চাপ পড়ে কৃষকের মৃত্যু রাঁচি, ৫ মার্চ ঃ ঝাড়খণ্ডে তোরপা থানার অর্ঘাওতে বড়চা টোলির বাসিন্দা টাই টোপানে (৫২) জমিতে চাষ করার সময় পাওয়ার টিলারে চাপা পড়ে গিয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। জানা গেছে, বধবার সকলে

দুরন্ত বার্তা



নয়াদিল্লি, ৫মার্চ : বিশ্বের ক্ষুধার চাহিদা পূরণের সম্ভাবনা রয়েছে ভারতের। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসওয়ান। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসওয়ান বলেছেন, ভারতের বিশ্বব্যাপী ক্ষুধার চাহিদা পূরণের সম্ভাবনা রয়েছে এবং সরকার দেশে একটি বাস্তবতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য এই লক্ষ্যে কাজ করছে। গত মঙ্গলবার নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপে আন্তর্জাতিক খাদ্য ও আতিথেয়তা মেলা- আহার-এর ৩৯-তম সংস্করণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চিরাগ পাসওয়ান বলেছেন, সমস্ত অংশীদাররা ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি পূরণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ চাবিকাঠি।

অবহাওয়া

বসন্তেই গরম বৃদ্ধি পাচ্ছে, পাল্লা দিয়ে বাড়ছে রোগের তেজও বৃষ্টির দেখা নেই, আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও শুষ্ক থাকবে আবহাওয়া। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দক্ষিণবঙ্গের জেলা গুলিতে আগামী দুই থেকে তিন দিন সর্বনিম্ন অথবা সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় তেনন হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তার পরের দু’দিনে তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি কমতে পারে। উত্তরবঙ্গেও আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।মহানগরী কলকাতায় ফের মালুম ন্যূনতম তাপমাত্রা, মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২২.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ১.৭ ডিগ্রি বেশি। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বসন্তের আমেজ অনুভূত হলেও, মহানগরীতে গরম অনুভূত হচ্ছে। দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতেও গরম বেশ ভালোই টের পাওয়া যাচ্ছে। আপাতত কোথাও বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।জোয়ার-সকাল৮ টা ৫২ মিনিট এবং রাত ১১টা ৫২ মিনিট। ভাটা-সকাল৮ টা ৫২মিনিট এবং রাত ২ টা ৫২মিনিট। সূর্যোদয় সকাল ৬টা ১০মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৩৫মিনিট।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

২১ ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার, ইংরেজীঃ৬ মার্চ ২০২৫, ৫৬৮ চৈতন্যাদ, কলিঃ৫২২৫, সৌরঃ ২০ ফাল্গুন, চান্দ্রঃ৫ বিষ্ণু মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাহু, ৫২৬৮ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ১৯ ফাল্গুন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৮ ফাল্গুন ১৯৪৬, মৈতৈঃ লমলা, আসামঃ১৭ কাশ্যন, মঙ্গলবারঃ৪-রমজান-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ৫৫ঃ১৪২ এবং অস্তঃ বিকাল ০৫ঃ৬৮ঃ৪৫চন্দ্র উদয়ঃ সকাল ০৮ঃ৪২ঃ৫২(৪) এবং অস্তঃ রাত্রি ১০ঃ২০ঃ৪৬(৪)।শুক্ল পক্ষ [তিথিঃপঞ্চমী (পূর্ণা) রাত্রিঃ০৭ঃ৫৯ঃ৫৩ দং ৩৫ঃ১০ পর্যন্তনক্ষত্রঃ ভরণী কাল ঘ ০৭ঃ১৭ঃ৪৬ দং ৩২২৭.৫ পর্যন্ত পরে কৃত্তিকাকরণঃ বালব রাত্রিঃ০৭ঃ৫৯ঃ৫৩ দং ৩৫ঃ৫১৫ পর্যন্ত পরে কৌলবাযোঃ ইন্দ্র। অমৃতযোগদিন ০৮ঃ১৮ঃ০০ থেকে - ১০ঃ৬৮ঃ১৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৮ঃ২৬ থেকে - ০২ঃ ৬১ঃ৪৪ পর্যন্ত, তারপর ০৬ঃ১৪ঃ ৬৮ থেকে - ০৪ঃ৫২ঃ০৭ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ৬৮ঃ৫১ থেকে -

যাদবপুরঃ বৈঠকের চরম সময় যত এগিয়েছে, স্নায়ুক্ষের তীব্রতা যেন বেড়েছে

আই এস আই এর তিন দিনের একটি ওয়ার্কশপের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন



ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউটের লিঙ্গুইস্টিক রিসার্চ ইউনিটের পরিচালনায় আজ থেকে ৭ মার্চ পর্যন্ত তিন দিনের একটি ওয়ার্কশপের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন আই এস আই এর ডিরেক্টর অধ্যাপিকা সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন ডঃ স্বর্ণ লতা, প্রাক্তন ডিরেক্টর, ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং ভাষিনী প্রজেক্টের উপদেষ্টা, ভারত সরকার, অধ্যাপক দীপ্তি পদ্মনা মুখাঙ্গী, ডেপুটি ডিরেক্টর আই এস আই, অধ্যাপক বিপ্লব্রত প্রধান, ডিন অফ স্টাডিজ, আইএসআই , অধ্যাপক নীলাদ্রি শেখর দাস, হেড লিঙ্গুইস্টিক রিসার্চ ইউনিট, আইএসআই ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ট্রান্সলেশন এবং এনোটেশন অফ সাহিগ্টিফিক টেকনিক্যাল এবং নলেজ টেস্ট এর বিষয়বস্তুর ওপর প্রায় ৮০ জনের অধিক ছাত্রছাত্রী, গবেষকরা অংশগ্রহণ করেন। কিভাবে ভারতীয়রা একটি আঞ্চলিক ভাষা থেকে অপর একটি আঞ্চলিক ভাষায় মেশিনের দ্বারা ও বর্তমান প্রযুক্তির সাহায্যে ভাষান্তরকরণ করবে, সেই বিষয়টি আগামী দিনে ভবিষ্যতে কতটা প্রয়োজনীয়, সেই বিষয়গুলিই ওয়ার্কশপটিতে তিন দিন ধরে তা আলোচিত হবে। ছবি সুবল সাহা।

থিয়েটার ফর ইউ বড়িশা নাট্যদলের মনমিলন নাটোৎসব



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ মার্চ : সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতার মুক্তাঙ্গন রঙ্গালায়ে থিয়েটার ফর ইউ নাট্যদলের এক দুই দিনের নাটোৎসব অনুষ্ঠিত হলো।অনুষ্ঠানের শুরুতে সংস্থার কর্ণধার ও পরিচালক সুদীপ ঘোষাল জানান, যে বিগত ৩ বছর ধরে কোন রকম সরকারী সাহায্য কিংবা অনুদান ছাড়াই তারা এই নাটোৎসব এর আয়োজন করে আসছেন। এই দুই দিনে দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের নাটকের দল নিয়ে মোট পাঁচটি ভিন্ন স্বাদের ছোট নাটকের সম্ভারে সাজানো ছিল এই নাটোৎসবের মঞ্চ। প্রথমদিন, প্রথমার্ধে, উল্লেখনী অনুষ্ঠানের পর সংস্থার তরফ থেকে স্বর্থধনা জ্ঞাপন করা হয় বিশিষ্ট নাট্যকার, পরিচালক, অভিনেতা, সৌমিত্র চ্যাট্টাঙ্গী এবং বধীয়ান নাট্যকার ধ্বজ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কে। স্বর্থধনা জ্ঞাপন করেন পরিচালক সুদীপ ঘোষাল, এদিনের অতিথি ছিলেন রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় এরপর নাটকের গান পরিবেশিত হয়, পরিবেশন করেন অরিন্দম রায়। দ্বীতয়ার্ধে পরিবেশিত হয় উত্তরপাড়া উত্তরায়নের নাটক খেলাঘর, এবং অশনি নাট্যবনে মাননীয় বাবুদার। উৎসবের দ্বিতীয় দিনে পরিবেশিত হয় প্রথম নাটক কলকাতা প্রেক্ষাগটের নাটক খন্ডিতা, এরপর দ্বিতীয় নাটক শিলিগুড়ি ইঙ্গিতের নাটক সন্ধেবেলা, এবং এই উৎসবের শেষ নাটক, অনীক নাট্যদলের নাটক সৌহমান্য। প্রসঙ্গত এই দুই দিনে দর্শক উপস্থিতি ছিল বেশ লক্ষনীয় এবং আশাব্যঞ্জক।

বেআইনি উত্তোলন বন্ধ করতে বালি খাদান নীলামের প্রক্রিয়া শুরু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ মার্চ : বেআইনি বালি উত্তোলন বন্ধ করতে রাজ্য সরকারের নতুন নীতি অনুযায়ী বালি খাদান নীলামের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এপর্যন্ত ১৭০ টির কাছাকাছি বালি খাদানের নীলামের প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে বলে রাজ্য খনিজ উন্নয়ন নিগম সূত্রে জানা গেছে। চলতি মাসে রাজ্যে আরও ৫০টি বালি খাদান নীলামের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। তার আনুমানিক এলাকা প্রায় ৭০০ হেক্টর। গত মাসে প্রায় ১৫০টি খাদানের নীলাম প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে বলে খবর। এই মাসের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়ে গেলে প্রায় সমস্ত জেলায় চিহ্নিত বালি খাদানের নীলাম প্রক্রিয়া শেষ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে তারপরও যদি কোনও জেলায় এমন খাদান পাওয়া যায়, তাহলে তা নিগমকে জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হাওড়ার বেলগাছিয়া ভাগাড় এলাকায় ধারালো অস্ত্রের কোপে জখম যুবক

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া,৫ মার্চ : ধারালো অস্ত্রের কোপে জখম যুবক, হাওড়ার বেলগাছিয়া ভাগাড় এলাকায় উত্তেজনা চাপারের কোপে আক্রান্ত হলেন এক যুবক। স্থানীয় বাসিন্দা ওই যুবককে বেলগাছিয়া ভাগাড়ে চপার দিয়ে আক্রমণ করে ওই ভাগাড়েরই একদল যুবক। এই নিয়ে মঙ্গলবার রাতে ভাগাড় এলাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ঘটনার পর হামলাকারীরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। ঘটনাটি ঘটে লিঙ্গুয়া থানার অন্তর্গত বেলগাছিয়া ভাগাড়ে। পুলিশ খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায়। আহতের হাসপাতালে পাঠানো হয় বলে পুলিশ সূত্রের খবর। থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এই ঘটনা সম্পর্কে সঞ্জীব পােসায়ান বলেন, আমি বেলগাছিয়ায় দাঁড়িয়েছিলাম। এরপর শিবা নামের একজন আমার সঙ্গে কথা বলছিল। এরই মধ্যে কয়েকজন ছেলে এসে শিবােকে মারধর করতে শুরু করে। শিবার সঙ্গে আমাকে দেখে আমাকেও মারধর করে। ওই অবস্থায় দু’জনেই সেখান থেকে কেন্দ্রগরকম দু’দিকে পালাই। আমাদের মারার পরিকল্পনা ছিল। আমাদের দৃষ্টতরীা খুনের হুমকিও দিয়েছে।

উপাচার্যের মতো মনে হচ্ছে না! উনি যদি উপাচার্যের মতন আচরণ করেন, তা হলে আমাদের কাছ



থেকেও ছাত্রসুলভ আচরণ পাবেন।’’ ক্ষু্ধ উপাচার্যের প্রশ্ন, ‘ সর্বদা ছাত্রদের পাশে রয়েছি। অথচ আমি যখন হাসপাতালে ছাত্রদের দেখতে গেলাম, তখন যে আচরণ তাঁরা করেছিলেন, ইমেন্লে সেই বিষয়ের উল্লেখ নেই কেন? আলোচনার

জন্য সঠ্ঠ পরিবেশ প্রয়োজন। তা ছাত্রদেরই কিরিয়ে আনতে হবে।’’ মঙ্গলবারের পর বুধবারও থমথমে



যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চক্ৰ। রাতভর অরবিদ্য ভবনের সামনে অবস্থানে বসেছিলেন পড়ুয়ারা। রাত পেরিয়ে সকাল হলেও অবস্থান ওঠেনি। সঙ্গে চলছে ‘পেন ভাউন’ কর্মসূচি। বুধবারও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দিয়েছে

নৃশংস ঘটনা দক্ষিণ দমদমের প্রমোদনগরে, মদ্যপের চোখ উপড়ে প্রতিবেশীর মারে মৃত্যু এক

দুরন্ত বার্তা, বিধাননগর, ৫ মার্চ : নৃশংস ঘটনার সাক্ষী রইল দক্ষিণ দমদমের প্রমোদনগর। মদ্যপ এক ব্যক্তিকে মেরে তার চোখ খুবলে নেওয়ার হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সেই রাগে পাড়ার সকলে মিলে ওই ব্যক্তিকে মারধর করে। ফলে তারা মৃত্যু হয়েছে বলে ডাক্তাররা জানান। অভিযোগ, মদ্যপ লোকটি মৃত্যু ব্যক্তির বাড়ির দরজায় ঢাল খেয়ে পড়ে যান। শুধু তাই নয়, ওই বাড়ির মহিলার প্রতি কুনজর ছিল বলে অভিযোগ তোলা হয়। তাই তাকে ‘শান্তি’ দিতে দুই চোখ উপরে নিল সেই বাড়ির মালিক। সেই ঘটনার প্রতিবাদে স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ওই মদ্যপ ব্যক্তি আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি বলে খবর। রাস কলকাতায় এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বুধবার ভােরে ওই ঘটনা ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৩ নম্বর ওয়ার্ডে। ওই এলাকার বাসিন্দা প্রদীপ সরকার



যাচ্ছিলেন। সেসময় গোকুল মণ্ডলের বাড়ির দরজায় তিনি শাঞ্চা খেয়ে ঢাল খেয়ে পড়ে যান। সেই ঘটনাতেই রেগে বেরিয়ে এসেছিলেন ওই বাড়ির মালিক গোকুল মণ্ডল। কেন তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকানো হয়েছে, কেনা বাড়ির দরজায় এসে প্রদীপ পড়লেন? সেই কথা নিয়ে শুরু হয় দু’জনের

খেলতে এসে গঙ্গায় তলিয়ে গেল দুই কিশোর, চার ঘন্টা পরে দেহ উদ্ধার। এলাকায় শোকের ছায়া

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৫ মার্চ : খেলতে এসে গঙ্গায় তলিয়ে গেল দুই কিশোর, চার ঘন্টা পরে দেহ উদ্ধার। এলাকায় শোকের ছায়া।



সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসা এক রোগীর মৃতদেহ পাওয়া গেলো হাসপাতালের সামনের রাস্তায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৫ মার্চ : হাওড়ার সাঁকরাইলের এক সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসা এক রোগীর মৃতদেহ পাওয়া গেলো হাসপাতালের সামনের রাস্তায়। বুধবার সকালে ওই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয়রা জানান, মঙ্গলবার রাতে এক মহিলা রাস্তায় বসে পেটের যন্ত্রনায় কাতরাছিলেন। তখন তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসার জন্য তাঁকে হাসপাতালে রাতে রাখা হয়েছিল। কিন্তু বুধবার সকালে তাঁর মৃতদেহ দেখতে পাওয়া যায় রাস্তায়। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। মৃতার স্বাক্ষীয়রা জানান, ওনাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু কিভাবে রাস্তায় ওনার মৃতদেহ পাওয়া গেল তা কেউই বুঝে উঠতে পারছেন না। বুধবার ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত শুরু করে সাঁকরাইল থানার পুলিশ। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। হাসপাতালে পক্ষ থেকে বানির লোকজনকে জানানো হয়েছে চিকিৎসার জন্য এলেও ওই মহিলাকে ভর্তি নেওয়া হয়নি। তবে হাসপাতালের নিরাপত্তা কর্মীদের নজর এড়িয়ে কিভাবে এই ঘটনা ঘটলো তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। রিপোর্ট পাবার পর বলা যাবে কি ঘটনা ঘটেছে। হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান সাঁকরাইলের বিধায়ক প্রিয়া পাল জানান বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। কারও গাফিলতি থাকলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মৃতার ছেলে জিতেন্দ্র পাতি

সঙ্গে কথা বলতে হবে। পাশাপাশি, আহত ছাত্রদের চিকিৎসার খরচও বহন করতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়কেই। যে সমস্ত পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের হয়েছে, তা উপাচার্যকে সরকারের সঙ্গে কথা বলে তুলে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। উল্টো দিকে, বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে ছাত্রছাত্রীদের উপর দিয়ে বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানোর অভিযোগে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাতা বসুর বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টা-সহ সংশ্লিষ্ট ধারায় অভিযোগ দায়ের করার ব্যবস্থাও করতে হবে কর্তৃপক্ষকেই। বুধবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের মন্তব্য, ‘এত বড় ঘটনা স্পেশ্যাল ব্রাধের শিক্ষা নেওয়ার জন্য যথেষ্ট।’’ বিচারপতির প্রশ্ন, ‘ ভাবে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর কাছে এত জমায়েত হল? গোয়েঃ দারা ব্যর্থ হলে আগামী দিনে প্রতিবেশী দেশের তোতে পরিস্থিতি তৈরি হবে। দোশে তা হতে দেওয়া যায় না। ওই ভিড সম্পর্কে পুলিশের গোয়েন্দারা যদি জানতে না পারে, আরও খারাপ পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে ভবিষ্যতে।’’

দুরন্ত বার্তা, বিধাননগর, ৫ মার্চ : রাজ্য সরকার ঝাড়খণের বিধায়ক দুলাল মূর্মুকে আদিবাসী উন্নয়ন বোর্ডের নতুন চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেছে। সাংসদ প্রকাশ চিক বড়াইক ভাইস চেয়ারপার্সন এর দায়িত্ব পেয়েছেন। সরকারি আধিকারিক জনপ্রতিনিধি মিলিয়ে নতুন বোর্ডে মোট ২৭ জনকে রাখা হয়েছে। নতুন বোর্ড আগামী সপ্তাহে বৈঠকে বসে আদিবাসী অধ্যুষিত জঙ্গলমহল, তরাই ডুয়াসের আদিবাসী জনজাতি উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি হবে বলে জানা গিয়েছে। জনজাতি উন্নয়নে এই বোর্ডকে রাজ্য সরকার বছরে পাঁচ কোটি টাকা দেবে। উল্লেখ্য এর আগে বোর্ডের চেয়ারপারসন ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।

শিল্পের স্বার্থে কোন দপ্তরের হাতে কত জমি আছে জানতে চায় সরকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ মার্চ : শিল্পের স্বার্থে কোন দপ্তরের হাতে কত জমি আছে রাজ্য সরকার আগামী সাত দিনের মধ্যে মুখ্য সচিব মনোজ পন্থের কাছে তার বিস্তারিত জানতে চেয়েছে। এর প্রেক্ষিতে মুখ্য সচিব বিভিন্ন দপ্তরের কাছে তাদের হাতে থাকা জমির পরিমাণ ক্রত জানানোর নির্দেশ দিয়েছেন বলে নবাম সূত্রে জানা গিয়েছে। এই সংক্রান্ত রিপোর্ট হাতে আসার পরে তা পর্যালোচনা করে পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন নিগমের হাতে সেই রিপোর্ট তুলে দেওয়া হবে। এরপরে জমি সংক্রান্ত ব্যবতীয় তথ্য সংশ্লিষ্ট পোটালে আপলোড করা হবে। মূলত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং তথ্য প্রযুক্তি সংস্থাকে এই জমি দেওয়া হবে বলে ঠিক হয়েছে।

দিল্লী রওনা দিলেন সাংসদ শমিক ভট্টাচার্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ মার্চ : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রতিক শিক্ষামন্ত্রীর উপর আক্রমণের ঘটনার প্রতিক্রিয়া দিলেন শমিক ভট্টাচার্য। কলকাতা বিমান বন্দরে তিনি বলেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষা মন্ত্রী জেলে, বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী হাসপাতালে-ছাড়া ব্যবস্থা পদ্ম। মুখ্যমন্ত্রী হিন্দু ওবিসি তালিকার পাশাপাশি মুসলিম ওবিসি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের জাতি গণনার প্রেক্ষিতে তৃণমূল বিভাজনের রাজনীতি করে তারা ভাষাগত, জাতিগত সংখ্যালঘুদের সম্মান করে না মুসলমানদের মানুষ হিসেবে নয়, কেবলমাত্র ভোটার হিসেবে গণ্য করে।

যাত্রীদের অনলাইনে স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করার সুবিধা প্রদান এবং ইউপিআই পেমেন্ট সিস্টেমের প্রচারের জন্য ক্যাম্প

কলকাতা, ৫ মার্চ : মেট্রো রেলওয়েতে চালু করা বিভিন্ন ডিজিটাল পেমেন্ট পদ্ধতি যাত্রীদের কাছে পরিচিত করার জন্য এবং টিকিটিংয়ে ডিজিটাল লেনদেনের অংশ বাড়ানোর জন্য, আজ ০৫.০৩.২০২৫ তারিখে ব্লু লাইন, অরেন্জ লাইন, পার্পল লাইন, গ্রিন লাইন-১ এবং গ্রিন লাইন-২ এর সমস্ত স্টেশনে মেট্রো কর্মীদের দ্বারা বিশেষ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছিল। এই ক্যাম্পগুলিতে, মেট্রো ব্যবহারকারীরা ‘মেট্রো রাইড কলকাতা’ অ্যাপ এবং গুগল প্লে স্টোর (অ্যান্ড্রয়েড) এবং অ্যাপ স্টোর থেকে এটি কীভাবে ডাউনলোড করবেন সে সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছিল। মেট্রো কর্মীরা তাদের এটি ব্যবহারের পদ্ধতিও দেখিয়েছিলেন। মেট্রো যাত্রীদের ইউপিআই পেমেন্ট ডিভিক টিকিটিং সিস্টেমের সাহায্যে ASCRM মেশিনের মাধ্যমে ট্যাকেন করতে এবং তাদের স্মার্ট কার্ড রিচার্জ কিনতেও সহায়তা করা হয়েছিল। তারা ডিজিটাল সিস্টেমে

ফলতায় খড়ের গাদা থেকে উদ্ধার এক মহিলার দেহ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর,মার্চ৪ঃ এবার খড়ের গাদায় মিললো এক মহিলার অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ।আর এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো ফলতায়। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে তদন্ত শুরু করেছে।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, ফলতার গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বুধবার সকালে এই ঘটনা দেখা যায়। জনবসতি এলাকার অদূরে একটি নির্জন জায়গা আছে। সেখানেই এদিন সকালে ছাই চাপা আগুন দেখা যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা সেখানে পৌঁছান। দেখা যায়, ওই নিচু নিচু আগুনে এক মহিলার জলন্ত মৃতদেহ পড়ে আছে। ঘটনা দেখেই এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। পুলিশে খবর দেন স্থানীয়রা।ফলতা থানার পুলিশ অকুস্থলে গিয়ে ওই জ্বলে যাওয়া মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। প্রাথমিকভাবে এটিকে খুন বলেই মনে করছে পুলিশ। খড়ের গাদায় আগুন দিয়ে ওই মৃতদেহ পোড়ানো হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এই কাজ একার পক্ষে করা সম্ভব নয়। একাধিক ব্যক্তি এই কাজের সঙ্গে যুক্ত। দেহটি সম্পূর্ণভাবে জ্বলে যাওয়ায় কোনওভাবেই তাঁকে চেনা যাচ্ছে না। আশপাশের এলাকায় কোনও মহিলা, তরুণী নিখোঁজ কিনা, সেই তথ্য জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। ওই নির্জন জায়গায় গ্রামের লোকজন খুব একটা যায় না। সেই সুযোগকেই কি কাজে লাগিয়েছে দুষ্কৃতীরা ? গোটা ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। আরও তথ্য সংগ্রহে র জন্য অকুস্থল ঘিরে রাখা হয়েছে। সেখান থেকে নমুনা সংগ্রহের কাজও চলছে।পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিহার টার্মিনাল-মুজাফফরপুর-আনন্দ বিহার টার্মিনাল হোলি স্পেশাল ট্রেন

গোরক্ষপুর, ৫ মার্চ : হোলি উৎসব উপলক্ষে যাত্রীদের সুবিধার্থে, রেলওয়ে প্রশান ০৪০৩০০৪০২৯ আনন্দ বিহার টার্মিনাল-মুজাফফরপুর-আনন্দ বিহার টার্মিনাল হোলি স্পেশাল ট্রেনটি আনন্দ বিহার টার্মিনাল থেকে প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবার ৮, ১১, ১৫ ও ১৮ মার্চ, ২০২৫ তারিখে এবং প্রতি বুধবার ও রবিবার ৯, ১২, ১৬ ও ১৯ মার্চ, ২০২৫ তারিখে মুজাফফরপুর থেকে ৪টি ট্রিপের জন্য পরিচালনা করবে।০৪০৩০ আনন্দ বিহার টার্মিনাল-মুজাফফরপুর হোলি স্পেশাল ট্রেনটি ০৮, ১১, ১৫ এবং ১৮ মার্চ, ২০২৫ তারিখে আনন্দ বিহার টার্মিনাল থেকে সকাল ৮.০০ টায় ছেড়ে যাবে এবং মোরাদাবাদ থেকে দুপুর ১২.০০ টায়, বেরলি জংশন থেকে দুপুর ১.৩২ টায়, শাহজাহানপুর থেকে দুপুর ২.৩৫ টায়, সীতাপুর জংশন থেকে বিকেল ৪.৪০ টায়, গোড়া থেকে বিকেল ৫.৪৫ টায়, গোরখপুর থেকে রাত ৯.৫০ টায়, কান্তানগঞ্জ থেকে রাত ১২.৫০ টায়, পরের দিন নারকটিয়াগঞ্জ থেকে দুপুর ১.২২ টায়, সাতৌলি থেকে দুপুর ২.২৫ টায় এবং বাপুধাম মতিহার থেকে রাত ৩.০০ টায় মুজাফফরপুরে পৌঁছাবে। ০৪০২৯ মুজাফফরপুর-আনন্দ বিহার টার্মিনাল হোলি স্পেশাল ট্রেনটি ০৯, ১২, ১৬ এবং ১৯ মার্চ, ২০২৫ তারিখে মুজাফফরপুর থেকে সকাল ৭.৩০ মিনিটে ছেড়ে যাবে, বাপুধাম মতিহার থেকে সকাল ৯.০৫ মিনিটে, সাতৌলি থেকে সকাল ৯.৩৭ মিনিটে, নারকটিয়াগঞ্জ থেকে সকাল ১০.৫৫ মিনিটে, কান্তাগঞ্জ থেকে দুপুর ২.৪৫ মিনিটে, গোরক্ষপুর থেকে বিকেল ৪.১০ মিনিটে, গোড়া থেকে বিকেল ৫.৪৫ মিনিটে, সীতাপুর থেকে রাত ২২.১০ মিনিটে, শাহজাহানপুর থেকে পরের দিন রাত ০০.১১ মিনিটে, বেরলি থেকে রাত ১.১৭ মিনিটে এবং মোরাদাবাদ থেকে রাত ৩.৩৩ মিনিটে আনন্দ বিহার টার্মিনালে পৌঁছাবে। এই ট্রেনে ০৮টি সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী, ১১টি স্লিপি়ার শ্রেণী এবং এসএলএর রয়েছে। মোট ২১টি কোচ স্থাপন করা হবে যার মধ্যে ০২টি কোচ কে।

শুক্রবার কলকাতায় উত্তরপূর্ব বাণিজ্য ও বিনিয়োগের পথযাত্রা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ মার্চ : উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক আয়োজন শুক্রবার কলকাতায় উত্তরপূর্ব বাণিজ্য ও বিনিয়োগের পথযাত্রার আয়োজন করেছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্য সরকার, ফিকি এবং ইনভেস্ট ইন্ডিয়া-র সহযোগিতায় এই রোড শো-এর আয়োজন করা হচ্ছে। ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো এখবর জানিয়ে লিখেছে, হোটেল জে ডব্লু ম্যারিটম সকাল ১০.৩০ মিনিটে এই পথযাত্রা শুরু হবে। উপস্থিত থাকবেন ভারত সরকারের উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক এবং শিক্ষা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। এছাড়া উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের পরিসংখ্যা উপদেষ্টা ধর্মবীর ঝা ও উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলির পদস্থ কিছু প্রতিনিধি এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। কলকাতা রোড শো হল উত্তরপূর্ব বিনিয়োগকারী শীর্ষ সম্মেলনের প্রাক সম্মেলন কর্মসূচির অংশ হিসেবে নবম প্রধান পথযাত্রা। এতে উত্তরপূর্বের ৮টি রাজ্য যথা- অরুণাচলপ্রদেশ, আসাম, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, সিকিম ও ত্রিপুরার প্রতিনিধিরা যোগ দেবেন। রাজ্যগুলি পরিকাঠামো সহ কৃষি সহযোগী শিল্প, তথ্যপ্রযুক্তি, বস্ত্র, তাঁত বস্ত্রশিল্প, পর্যটন ও আতিথেয়তা, শিক্ষা ও দক্ষতা, স্বাস্থ্য সেবা, বিনোদন ও ক্রীড়া সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সম্ভাবনা তুলে ধরবে। রোড শো-তে বিহজি (ব্যবসা থেকে সরকার) সভাও থাকবে। বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে সরাসরি রাজ্যের প্রতিনিধিদের যোগাযোগের সুযোগ তৈরি হবে। উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক আয়োজিত উত্তরপূর্ব বিনিয়োগকারী শীর্ষ সম্মেলনের মূল লক্ষ্য বিনিয়োগ আকর্ষণ করা ও অর্থনৈতিক উন্নয়কে উজ্জীবিত করা। মুম্বাই, হায়দ্রাবাদ, কলকাতা, বেঙ্গালুরু, আহমেদাবাদ এবং চেন্নাইতে এর আগের পথযাত্রাগুলিতে ব্যাপক অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা গেছে। কলকাতার এই পথযাত্রা হবে শহরে এ ধরনের দ্বিতীয় রোড শো। বিনিয়োগকারীদের রাজ্যের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের মঞ্চ তৈরি করে দেওয়ার এর লক্ষ্য। উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলির সঙ্গে কলকাতার যে কৌশলগত নেকটা রয়েছে তা বিনিয়োগের জন্য একে আদর্শ প্রবেশদ্বার হিসেবে গড়ে তোলো। পূর্ববর্তী পথযাত্রাগুলির সাফল্য এই অঞ্চলে বিনিয়োগকারীদের আস্থাকে আরও মজবুত করেছে। এর ফলে প্রধানমন্ত্রীর বিকশিত ভারত, বিকশিত উত্তরপূর্ব দৃষ্টিভঙ্গী বাস্তবায়নে আরও কিছুটা গতি এসেছে। কলকাতার এই পথযাত্রা উত্তরপূর্ব ভারতের উন্নয়ন যাত্রায় অংশ নিতে আগ্রহী অনেক সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীকে আকৃষ্ট করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

যাত্রীদের অনলাইনে স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করার সুবিধা প্রদান এবং ইউপিআই পেমেন্ট সিস্টেমের প্রচারের জন্য ক্যাম্প



আগ্রহী। তারা দৃশ্যত খুশি ছিলেন কারণ এই ডিজিটাল পদ্ধতি তাদের মূল্যবান সময় বাঁচাতে সাহায্য করছে কারণ তাদের রিচার্জ করতে, স্মার্ট কার্ড কিনতে বা টিকিট কিনতে বুকিং কাউন্টারের সামনে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে না। রু লাইন, গ্রিন লাইন-১ এবং গ্রিন লাইন-২ মেট্রো স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম দেখানো হচ্ছে। মেট্রো রেলওয়ের অফিসিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলগুলিও এই অ্যাপটিকে জনপ্রিয় করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে।উল্লেখ্য কলকাতা মতো যে মেট্রো রেলওয়ের ডিজিটাল লেনদেন ইতিমধ্যেই তার মোট লেনদেনের ৬০ শতাংশ অতিক্রম করেছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ৯৫ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ২১ ফাল্গুন ১৪৩১

মোহনবাগানী শৈলেন মান্না

সালাটা ছিল ১৯৪২। দেশের স্বাধীনতা লাভ করতে তখনও বছর পাঁচেক বাকি। বছর ১৮-র এক তরুণ ছিপছিপে ছেলে সবুজ-মেরুন তাবুতে পা রেখেছিলেন। চোখে ছিল গনগনে আঁচ। বিপক্ষের যে কোনও স্ট্রাইকারের আক্রমণ যেন অবলীলায় বুপ দিয়ে আগের রাখার ক্ষমতা ছিল তাঁর। সেই শুরু। তারপর কেটে গেছে ১৯ বসন্ত। আজও মোহনবাগানের সর্বকালের সেরাদের মধ্যে অন্যতম তিনি। ১৯৫০-১৯৫৫, টানা পাঁচ বছর মোহনবাগানের অধিনায়ক ছিলেন তিনি। অধিনায়ক থাকাকালীন মোহনবাগান ক্লাব স্বর্ণযুগের সাক্ষাৎ করে। এইসময় ছ'বার আই.এফ.এ শিল্ড জয় করা ছাড়াও পাঁচবার ড্রাড্রান্ড কাপ জেতে মোহনবাগান। এমনকি ১৯৫৫ সালে প্রথমবার রোডার্স কাপ জয়ও আসে তাঁর নেতৃত্বেই। জানা যায়, কখনোই এই ক্লাবে খেলার জন্য কোনো পারিশ্রমিক নেননি। তাঁর পায়ের শটে এতোটাই জোর ছিল যে, বিপক্ষের গোলরক্ষক রীতিমতো শঙ্কিত থাকতেন। শোনা যায়, একবার তাঁর মারা বল ধরতে গিয়ে বিপক্ষ গোলরক্ষকের হাত পর্যন্ত ভেঙে গিয়েছিল। আসল নাম শৈলেন্দ্রনাথ থামা। ময়াদানের মাঝান্ন। গোষ্ঠ পাল-কে যদি ভারতীয় ফুটবলের সম্রাট ধরা হয়, তাহলে তার পরবর্তী স্থানে উঠে আসতেই পারে ভারতীয় ফুটবলের প্রবল পরাক্রমী ডিফেন্ডার শৈলেন মান্নার নাম। তাঁর কথা অনুযায়ী তাঁর জীবনের আক্ষেপ মাত্র দুটিই, এক ১৯৪৮ সালে খালি পায়ে লড়াই করেও লন্ডন অলিম্পিকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রথম পেনাল্টি মিস। ভারতের ফুটবল ইতিহাসে লন্ডন অলিম্পিক-ই ছিল প্রথম আন্তর্জাতিক সফর। দুই, তাঁর নেতৃত্বে ১৯৫০ সালে ভারতীয় ফুটবল দলের ১৯৫০ বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করতে না পারা। সেবার লন্ডন অলিম্পিকে ফ্রান্সের কাছে ২-১ গোলে হারলেও খালি পায়ে খেলা ভারতীয় দলের একাগ্রতা সারা পৃথিবীর নজর কাড়ে। বাকিমহাম্ম প্যালাসে স্বয়ং রাজকুমারী মার্গারেটে শৈলেন মান্নাকে প্রশ্ন করেন, খালি পায়ে খেলে-ও তিনি কিভাবে এত অপ্রতিরোধ্য? জবাবে তিনি বলেছিলেন, খেলার আসল শক্তিরূপ থাকে মাথায়। মাথার সঙ্গে পায়ের যে অকৃত্রিম যোগাযোগ তিনি ময়াদনে আজীবন স্থাপন করেছিলেন তা আজও স্মরণ করে বাঙালি। ১৯৪৮ সালে তিনি লন্ডন অলিম্পিক্সে জাতীয় ফুটবল দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন। এছাড়া ১৯৫৪ সালে এশিয়ান গেমস এবং ১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কি অলিম্পিক্সে শৈলেন মান্না। ভারতীয় ফুটবল দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৫১ সালের এশিয়ান গেমসে ভারত সোনার পদক জয় করেছিল। এছাড়া ১৯৫২ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত পরপর তিন বছর ভারতীয় ফুটবল দল চতুর্দশীয় ফুটবল টুর্নামেন্টে জয়লাভ করেছিল উ গোষ্ঠ পালের পর তিনিই দ্বিতীয় ভারতীয় ফুটবলার হিসেবে ১৯৭১ সালে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হন। সাল ২০০০, ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন তাঁকে ‘ফুটবল অফ দ্য মিলেনিয়াম’ নামে আখ্যায়িত করে। শোনা যায়, কিছু তাবড়-তাবড় ফুটবলাররা যেমন কিছু কুসংস্কারে বিশ্বাস করতেন শৈলেন মান্না তার ব্যতিক্রম ছিলেন না।

ফুটবল পাগল ভূতনাথ বিশ্বাস

১৯৭১ সালে ‘খিদিরপুর ক্লাব’ বোম্বে মেলে। রোভার্স কাপ খেলতে মুম্বই যাচ্ছে। ট্রেনের ১৫ টা বার্থে কিভাবে ২২ জন যাবেন। সিনিয়ররা চিন্তা করছেন। তখন খিদিরপুরের হয়ে ফুটবল খেলেন উদীয়মান ফুটবলার পরবর্তী সময়ে ভারত বিখ্যাত ফুটবলার সুরজিৎ সেনগুপ্ত। দলের সঙ্গে যাচ্ছেন ক্লাবের বিশিষ্ট কর্মকর্তা ভূতনাথ বিশ্বাস। যিনি ফুটবল,ফুটবলারদের ও ক্লাবকে পাগলের মত ভালবাসতেন। সেই ভূতনাথ হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়ার পরে দুটো সিটের মাঝখানে নিজেস বিছানা পেতে চেঁচিয়ে বললেন, জুনিয়র ছেলেদের বার্তাগুলো ছেড়ে দিয়ে ধেড়েগুলো সব মাটিতে বিছানা পেতে ফ্যাল। কি সুন্দর সমাধান, কি অনায়াস আত্মত্যাগ। কলকাতা ফুটবলে এমন আন্তরিক প্রশাসক আর কতজন ছিলেন হাতে হাতে গুনে বলা যাবে! সুরজিৎ সেনগুপ্ত নিজে বলেছেন, ভূতোদার মত আন্তরিক প্রশাসক কলকাতা ফুটবলে আর তাঁর চোখে পড়েনি। খিদিরপুর ‘ক্লাবে সুরজিৎকে খেলানোর জন্য প্রথম কথা বলেছিলেন ভূতনাথ বিশ্বাস। তাঁর কাছে সুরজিৎকে নিয়ে গিয়েছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার নীল ঘোষ। ভূতোদা সরাসরি জানতে চাইলেন, আমার ক্লাবে খেলবি? কোকো (অচ্যুৎ ব্যানার্জি বলেছে তোকে নিতে।) সুরজিৎ বলেছিলেন তিনি খেলবেন। এরপর ভূতোদা বললেন শোন নীল তোদের ক্লাব থেকে সুরজিভের নামটা জুনিয়র বেঙ্গল ট্রায়ালের জন্য পাঠিয়ে দি। সত্যি বলতে সেদিন চার-পাঁচটি বাক্যে ভূতোদা তরুণ সুরজিৎ সেনগুপ্তের হৃদয় জিতে নিয়েছিলেন। যেদিন জুনিয়র বেঙ্গল টিম নির্বাচন সেদিন ভূতোদা সুরজিৎকে বললেন সম্ভ্রের পরে তুই একটা ফোন করিস জানিয়ে দেব দলে সুযোগ পেয়েছিস কিনা। নীলে ঘোষ অবশ্য আগে বলে গেছেছিলেন ভূতোদার আই এফ এঁতে বেশ ভাল প্রভাব আছে। সন্ধ্যাবেলায় সুখবর এল জুনিয়র বেঙ্গল দলে সুরজিৎ সেনগুপ্ত সুযোগ পেয়েছেন। অবশ্য কিছুটা কৌতূহলবশত ভূতোদার কাছে যখন সুরজিৎ জানতে চেয়েছিলেন তাঁকে দলে ঢোকাতে ভূতোদাকে কী আই এফ এঁতে প্রভাব খাটাতে হয়েছে।। কড়া শাসনের সূরে ভূতোদা জানিয়ে দিলেন, দলে সুযোগ পেতে হলে প্রতিভাবান যেমন হতে হয় তেমন পারফরমেন্স করতে হয়। কারও প্রভাবে দলে সুযোগ হয়েছে মানে রাখতে পারবে না বড় ফুটবলার হওয়ার সুযোগ ত্যাগ করতে হবে। একজন উদীয়মান ফুটবলারদের জীবনে এমন শিক্ষা কতজন প্রশাসক দিতে পারেন। ভূতোদা সম্পর্কে যারা ওয়াকিবহাল তারা জানেন তিনি আই এফ এ ও এ আই এফ এ’র সাথে সুসম্পর্ক রাখার চেষ্টা করতেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর



কাজ করতে হবে। কাজের মধ্যে দিয়েই ভগবানের সাধনা করতে হবে। কাজকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। নিজের শরীরটাকে

সাধক রামপ্রসাদ



রামপ্রসাদ সব সময়ে জানতেন, নারী জাতিতে সম্মানে রাখলে একটি সমাজ সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকে। স্ত্রী জাতি কাউকে দোষরোপ করে না। স্ত্রীজাতি কাউকে ঘৃনা করতে শেখায় না। শ্যামা মায়ের স্নেহ, ভালোবাসা এবং প্রীতি হচ্ছে অলঙ্কার। এই অলঙ্কার আছে বলে স্ত্রীজাতি সবার উপরে স্থান গ্রহণ করে থাকেন। শ্যামা মা হচ্ছেন চক্ষু

ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। নিজের পিতামাতাকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। নিজের পরিবারকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে মাতার সন্মান দিতে হবে। দেশ মাতৃকার জগদান গাইত হবে। তবেই দেশ উন্নতির পথ ধরে এগোতে থাকবে। না হলে কিন্তু দেশ একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। দেশের সেবা করো। দেশের মানুষ্যদের ভালোবাসা দেওয়ার চেষ্টা করো।

দানকারিনী। তিনি চোখ দিয়ে জগতকে চেনাতে শেখান। তিনি আছেন বলেই তার সন্তানরা শক্তিশালী ও বরবান হয়ে হয়। মা তার সন্তানদের জ্ঞান চক্ষু দান করে থাকেন। তিনি আছেন বলে জগত শক্তিশালী। শ্যামা মা হচ্ছেন সর্বশক্তির অধিকারিণী। তিনি শক্তি দিয়ে থাকেন। তিনি শক্তি দেন বলেই তাঁর সন্তানরা মাথা উঁচু করে চলাফেরা করতে পারে। তিনি আছেন বলেই শত্রুকে বিনাশ করা সম্ভব হয়। তিনি আছেন বলেই শুভ শক্তির উদয় ঘটে। তিনি হচ্ছেন ভারত এত শক্তিশালী। তিনি সব কিছু, সব করতে পারেন জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞান থাকলেই তবেই অপরকে জানা সম্ভব। ঈশ্বর লাভ করা সম্ভব। বিদ্যাকে গ্রহণ করতে হবে।

বাঙাল নামার লেখক ইতিহাসবিদ ডক্টর তপন রায়চৌধুরী বাংলাদেশ সফর করার সময়ে গ্রামের মানুষেরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল তাঁকে দেখার জন্য

বিশেষ প্রতিবেদক

তপনদা বরিশালকে কোনোদিন ভোলেননি। তার ‘বাঙালনামা’ লিখতে গিয়ে লেখাটা দুনিয়ানামা বা বিশ্বনামা হয়ে গিয়েছিল। কারণ, গোটা পৃথিবীই একসময় তাঁর কাছে বরিশাল হয়ে উঠেছিল। ২০০০ সালে কলকাতা এসে একদিন ফোনে বললেন, ‘তোমাদের হাসিদির এত দিনেও স্বপ্নবর্ণবাড়ির ভিটে দেখা হয়ে ওঠেনি। কোনো ব্যবস্থা করতে পারো?’ বললাম, আমি তো প্রতিবছরই একবার দুবার যাই। এবার চালুন না ফেফুয়ারি মাসে যাই বরিশালে। আমি সঙ্গে থাকলে আপনাদের অসুবিধে হবে না আশা করি।’ তাই ভাবছিলাম। তবে ভিসা টিসার ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে। আমাদের কিন্তু আবার



ব্রিটিশ পাসপোর্ট।’ বললাম, ‘দালাল ধরে করিয়ে নেব। তবে খরচ একটু বেশি।’ ঠিক হলো, আমি কয়েকদিন আগেই তাঁদের একদার নিজ মৌজাদ কীর্তিপাশা যাব। কাছেই আমার কুটুম্ববাড়ি। সেখানে উঠে তপনদার পৈতৃক প্রাসাদ দর্শন করানোর ব্যবস্থা করব। প্রাসাদের সামনের অংশের দোতলার হলঘরে এখন একটা মেয়েদের স্কুল। নিজেস অংশে স্কুলের অফিস, শিক্ষকদের বসার ঘর, এইসব। এছাড়া বাড়ির সামনের দিকে তপনদার ঠাকুরদার পিতৃনামে প্রতিষ্ঠিত প্রসন্নকুমার উচ্চ বিদ্যালয়। স্কুলের সামনে প্রকাণ্ড ফুটবল মাঠ এবং একদিকে একটি বেশ বড় দিঘি। মাস্টারমশাই এবং স্কুল কর্তৃপক্ষের সবার সঙ্গে যোগাযোগ করে সেই মাঠে এবং প্রাসাদের হলঘরের দুটি আলাদা সভার বন্দোবস্ত করা হলো। মধ্যাহ্নভোজন আমার স্বপ্নুরালায়ে। তপনদার বাবার নাম কৈলিকভাবে আমি সেন। ডাকনাম স্থানীয় পরম্পরায় চাঁদবাবু। রায়চৌধুরী উপাধি নাকি নবাবি আমলের। কেউ বাত্বার করেন, দৃষ্টি করেন না। তাঁদের জমিদারির কেউ ফাগ; বড়ো হিস্যা এবং ছোটো হিস্যা। একদা

ভারত - বাংলাদেশ সম্পর্ক ভালো না রাখলে বিপদ আরও ভয়ঙ্কর রূপে বৃদ্ধি পেতে পারে

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা
প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনুস বলেছেন, ‘বাংলাদেশ-ভারতের সম্পর্ক ভালো ন থেকে উপায় নেই। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনুস বলেছেন, ‘বাংলাদেশ-ভারতের সম্পর্ক ভালো না থেকে উপায় নেই। আমাদের পরম্পরের ওপর নির্ভরশীলতা এত বেশি এবং



ঐতিহাসিকভাবে, রাজনৈতিক ভাবে, অর্থনৈতিক ভাবে আমাদের এর জোঁক সম্পর্ক, সেটা থেকে আমরা বিচ্যুত হতে পারব না।’ বিবিসি বাংলার সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি একথা বলেন। সর্বশক্তির অধিকারিণী। তিনি শক্তি দিয়ে থাকেন। তিনি শক্তি দেন বলেই তাঁর সন্তানরা মাথা উঁচু করে চলাফেরা করতে পারে। তিনি আছেন বলেই শত্রুকে বিনাশ করা সম্ভব হয়। তিনি আছেন বলেই শুভ শক্তির উদয় ঘটে। তিনি হচ্ছেন ভারত এত শক্তিশালী। তিনি সব কিছু, সব করতে পারেন জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞান থাকলেই তবেই অপরকে জানা সম্ভব। ঈশ্বর লাভ করা সম্ভব। বিদ্যাকে গ্রহণ করতে হবে।

করতে পারিনি। তিন-তিনটা নির্বাচন হয়ে গেল, ভোটটারে কোনো দেখা নেই। এই যে অসংখ্য রকমের দুর্নীতি, ব্যর্থতা,মিসরুল ইত্যাদি,সেখান থেকে আমরা কীভাবে টেনে বের করে আনব। টেনে বের করে আনতে গলে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারগুলো করতে হবে।

সম্প্রতি সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়ারকার-উজ-জামান তার বক্তব্যে দেশের সবাইকে একবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, ‘নিজেদের মধ্যে হানাহানি বন্ধ না করলে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হবে।’ এ বক্তব্যের ব্যাপারে জানতে চাইলে প্রধান উপদেষ্টা বলেন,এটা তো সবসময় থাকে।

পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। তা তো দেখছি কাউকেই ছাড়ে না। তবু ভাগ্য ভালো যে তপনদা জ্যোতিঠাকুরের মিনিমাত্রা ইস্টিমারে চাপার বায়না ধরেননি। বললাম, ‘স্টিমার সার্ভিসের চল এখন খুব একটা নেই। একটা স্টিমার অনিয়মিত ভাবে চলে। তবে সেটা স্লেমিসের নয়। ব্যবস্থা একটা করেছি। কাল সন্ধ্যায় একটা আমি সঙ্গে থাকব না। গ্রামে আর কয়েকটা দিন কাটিয়ে বাসে ফিরব।’

‘কীভাবে ঠিক করলে?’

‘পুষ্প,মানে আমার এক বন্ধুর বোন বরিশালে থাকে। ওর বর খুব বড় উকিল এখানে। ওই পুষ্পর ঘাড়ে দায়িত্ব চাপিয়েছি। কোনো অসুবিধে হবে না। সে একেবারে ‘থাক্‌বিয়ার, খাইবার, শুইবার সুবন্দোবস্ত, সুন্দরী স্ত্রীর সহিত একত্র বন্দোবস্ত।’ তবে শর্ত আছে। কাল, আমাদের সবার পুষ্পর বাসায় মধ্যাহ্নভোজ খেতে হবে। তবে আমার অভিজ্ঞতা, ব্যাপারটা ভয়াবহ। ওর বর যেমন খায়, তেমন খাওয়ায়। ‘সামান্য দশ পদ মাছ’ ছাড়া তার আয়োজন মোটামুটিও হয় না।’ তপনদা বললেন, ‘খাইছে।’ সূদীর্ঘ পরবাসেও বিশুদ্ধ ‘চান্দ্রদ্বীপ’ তাঁর সঙ্গ ছাড়েনি। পথবাড়ি তাঁর স্মৃতির ছবির অনুসারী ছিল না। তা থাকার কথাও এত দিনের পর থাকে না। বছর পঞ্চাশেক আগে নাকি একবার এসেছিলেন। তবে কীর্তিপাশার বাড়িতে যাননি। বরিশাল স্টিমার ঘাটের কাছে ‘নাবালক লজ’টা তখনও দেখতে পেয়েছিলেন। কাল ফেরার পথে দুটো জায়গায় যাওয়ার ইচ্ছে। নাবালক লজ এবং জিলা স্কুলটা, তপনদার প্রপিতামহের শিশু বয়সে এক প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে তাঁর (অর্থাৎ প্রপিতামহের) পিতা রাজকুমার বিশ্বপ্তিকে নিহত হন। তাঁর স্ত্রী ‘সতী’ হয়েছিলেন। পরিবারে তখন মাংস্যান্যায়ী অনাচার। তৎকালীন ব্রিটিশ জেলা শাসক নাবালক প্রসন্নকুমারের দায়দায়িত্ব এবং বিষয় সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ স্বহস্তে গ্রহণ করে তাঁকে সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলেন। জমিদারি এস্টেটটি তদবধি ‘নাবালক বাবুর এস্টেট’ এবং তাঁর বড় হয়ে ওঠার পরের বরিশালস্থ বাসস্থানটির নাম হয় ‘নাবালকবাবুর হাট’। বরিশাল-ঝালকাঠি রোড ধরে যাবার সময় তপনদা সেদিন এইসব গল্প শোনোছিলেন। অবশ্য এসব গল্প তাঁর চট্টোপুরদা রাহাইবী কুমারের ‘বান্ধা’ থচ্ছে আমি আগেই পড়েছিলাম। গল্পের মধ্যে, মাঝে মাঝে তিনি এবং আমি ‘ফুট’ কেটে চলেছিলাম। হাসিদি হাসু ছিলেন। মজা করে বলেছিলাম, ‘হাসিদি, আপনি ওই পরিবারে আসার পরেই কি তপনদারা সাবালক হলেন?’ হাসিদি বললেন, ‘কি জানি? পুরোটা বোধ হয় এখনও হননি।

দেখো না, কথাবার্তার শ্রী। যেমন কথায়, তেমন লেখায়।’ তপনদা বললেন, ‘অনেক পুরংষের অভ্যেস তো, তা ছাড়া এস্টেটের অন্ন কিছুটা হলেও তো খেয়েছি, এস্টেটটা গেছে, কিন্তু নাবালকহুতা রয়েই গেছে। ওটা সামস্ত-আভিজাত্য। ডুমি ঠিক বুঝবে না।’ হাসিদি বলেছিলেন, ‘ভাগ্যিস্! বুঝলে তোমারই মুশকিল হতো।’ গাড়ি আস্তে চলছিল। মাঝে মাঝে দাঁড় করিয়ে তপনদা হাসিদিকে নদী, পথঘাটের বিশেষ বিশেষ জায়গার স্মৃতি-ইতিহাস বলছিলেন। কোনটা কালিজিরা নদী, সেটাই প্রাচীন সুগন্ধার অবশেষ কি না, বর্তমান ঝালকাঠি নদীটাই শেষতক সুগন্ধার স্মৃতিবাহী নদী কি না; এইসব। স্কুল জীবনে, নাবালক লজ থেকে বাড়ি যেতেন সাইকেলে। সঙ্গে থাকতেন একজন ইংরেজ সাহেব; পারিবারিক ভাবে পরিচিত, কী যেন নাম; ভুলে গেছি। বরিশালি ভাষায় দক্ষতা ছিল। তপনদা বললেন, ‘এইসব জায়গায় হঠাৎ সাইকেল খামিয়ে নেমে পড়ে সাহেব একপাক নেচে, গেয়ে নিত - ‘আইজ ঠাকুমার রান্নান খামু।’ ঠাকুমা নাকি রন্ধনে ওঁত পদী, তপনদা বলেছিলেন। হাসিদি জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘বাকিটা?’ হাসিদি ঠাকুমার পতির সংখ্যাটা দ্রৌপদী প্রসঙ্গে পত্তিত করেছিলেন। আমি বলেছিলাম, ‘পরিবারে কিন্তু প্রসন্নবাবুর মা এবং ঠাকুমা দুজন ‘সতী’ হয়েছিলেন, সামলে কথা বলবেন।’ গেলে, ড-দুখানা সতীস্থান দেখতে পানেন।’

আমাদের রাষ্টা গিয়ে তার আসফরুস্ত হাওয়া কীর্তিপাশা বাজারের বিপরীত পারে এক ব্রিজের গোড়ায়। ব্রিজটা কংক্রিটের না হলেও তার ওপর দিয়ে গাড়ি যায়। ওপার থেকে বাজারের শুরু। তার মাঝখান দিয়েই রাস্তা। কিন্তু এখন সংকীর্ণ। গাড়ি আস্তে আস্তে চলল। এই বাজার, রাস্তা এবং এলাকা তপনদাদের ‘নিজমোজা’, একেবারে নিজস্ব ভূমি। কম করে আশ পাশ দশধামের মানুষ হাজির হাজারে ভিড় করে রাস্তা প্রায় অবরুদ্ধ করে ফেলেছে। হাসিদির হট্টতে আর্থারাইটিক। হেঁটে যেতে পারেন না। পুষ্পকে বললাম, ‘তুই হাসিদির নীয়িড়ে থাক। আমি তপনদাকে নিয়ে হেঁটে যাচ্ছি।’ সঙ্গে অবশ্য হালকাটি থেকে আমার বড় শ্যালিকাও ছিলেন। ওঁরা গাড়িতেই স্কুলের মাঠ অবধি যাবেন। তপনদা বললেন, ‘এ বেশ হলো। পথিদি নারী অর্জনা।’ অবশ্য নারীরা কথাটা শোনেননি। তাহলে আবর্জিতা হবে

বিবর্জিতা টের পাইয়ে দিতেন। বললাম, ‘পুষ্প কিন্তু বরিশালের মহিলা সমিতির নেত্রী।’ তপনদা বললেন, ‘বাবারে!’ কিন্তু হট্টার উপায় নেই। কীর্তিপাশা এখনও হিন্দুপ্রধান গ্রাম। উত্তরের বিস্তীর্ণ বিল অঞ্চলের গ্রামগুলো নান্দঃশূদ্র সমাজ অধ্যুষিত। অন্যন্য গ্রাম সবই মুসলমান প্রধান। বাজার সংলগ্ন বসতির অধিকাংশ; সবই মুসলমান প্রধান। বাজার সংলগ্ন বসতির অধিকাংশ মানুষ কর্মকার সমাজের। এরা শিক্ষা সংস্কৃতিতে খুবই উন্নত, যদিও এখন আর আগের ব্যাপকতা নেই। তথাকথিত শিক্ষিত হিন্দু উচ্চবর্ণীয় ভদ্রলোক প্রায় নেই এবং গাভি়স্! মানুষগুলো সব বঙ্গীয় ধর্ম নির্বিশেষে রাস্তায় পড়ে সান্ত্বস্ত প্রণিপাত করছে তাদের একদার রাজপুত্রকে। তপনদার দুচোখে আঝোর ধারা। মানুষটিকে কোনো দিন আদৌ আবেগপ্রবণ দেখিনি। একজন একজন করে বুকে জড়িয়ে ধরে এখন কাঁদছেন। এই কান্নার অর্থ বা মাহাত্ম্য সবই বুঝবেন না। এটা তিনি নিশ্চয় বোঝেন নিজে, কারণ তিনি ‘রোমন্থনের কবি’, আর বৃষ্টি আমি, কারণ ওই সময়টায় আমি ‘বিবাদবৃক্ষ’ রচনার দুর্মর প্রহরগুলো কাটাছিলাম। এটা ২০০০ সাল, ২০০৩ এ ‘বিবাদবৃক্ষ’ তার পুস্তকশরীর পাবে। আমি

বিবাদবৃক্ষের কবি হব। হঠাৎ একজন কাঁচা-পাকা দাড়িওলা প্রোত্ৰুকে দেখে তপনদা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, ‘আরে ভুড়ি, ভুটি তো দেখি এক রকমই আছ।’ বুঝলাম, তপনদার ভুল হয়েছে। ‘ভুড়ি’ অর্থাৎ ভুড়ি গাজিকে আমিও চিনতাম। তিনি সেই সময়ের প্রায় পঁয়তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে মারা গেছেন এবং বৃদ্ধ বয়সেই। যাকে তপনদা ভুড়ি বলে জড়িয়ে ধরেছেন, সে ওই ভুড়ি গাজিরই কনিষ্ঠপুত্র, সিদ্দিক গাজি। ও আমার চাইতে বয়সে কিছু বড় হলেও, আমাদের সঙ্গে ইশকুলে পড়ত। কথাটা একটু ফাঁকায় এসে তপনদাকে বলতে, বললেন, ‘তাই তো, কিন্তু ও যে একদম ওর বাপের চেহারা-অবিকল।’ বললাম, ‘সবার’ নিকটব্রীতে বলুন, ‘একদম’ নয়; ‘একছেহ’, এখানে আমি কইলকাইয়া কথা কই না।’

সেবারে, বঞ্চকাল বাদে, কীর্তিপাশার বড় হিস্যার প্রসারের সামনে একটা বড়রকমের খুশির উৎসব যেন ভেঙে পড়েছিল। ওই রকম গ্রামে এত জনসমাগম রাজনৈতিক সভা সমাবেশেও হয় না। স্কুলের সামনের মাঠে মঞ্চ বাধা হয়েছিল প্রকাণ্ড। রাস্তায় পর পর অস্ত্র তিনটি তোরণ সজ্জিত করা হয়েছিল। স্কুলের ছেলেমেয়েরা, শিক্ষকেরা একের পর এক এসে প্রণাম করছিল বর্ণবর্ণ নির্বিশেষে। একটি কিশোরী গান গেয়ে বরষ কলন, ‘ঝরাফুলদলে গন্ধ অতিথি, এলে সাঁঝের বেলায় কানন

ঃ পাঠকদের দরবার ঃ দুশো টাকার চিকিৎসা

বিশেষ প্রতিবেদক

এক ডাক্তার তার ক্লিনিকের সামনে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে লিল ঃ মাত্র দুইশো টাকায় চিকিৎসা করান, রোগ না সারলে পাঁচশো টাকা কাশ খ্যাক! বিজ্ঞাপন দেখে একজন ভালব, পাঁচশো টাকা কামানোর এই এক সুবর্ণ সুযোগ! সে সটান ডাক্তারের সামনে হাজির হয়ে বলল, আমি কোনো জিনিসের স্নায় পাই না। ডাক্তার সাহেব লোকটিকে পরীক্ষা করে নার্সের উদ্দেশ্যে বললেন, বাজ্ঞ থেকে ২ ২ নম্বর ওষুধ বের করো আর ৩ ফোঁটা খাইয়ে দাও। নার্স তাই করলো। গালে দিয়েই লোকটি চেঁচিয়ে উঠল, কি ওষুধ দিলেন আপনি, এটা তো কেরাশিনি! সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার বললেন, আপনি স্বাদ অনুভব করছেন! তার মানে আপনি সুস্থ হয়ে গেছেন! বের করুন দুইশো টাকা। লোকটির রাগ হলো। পরদিন সে আমার গেল ওই চেষ্টারের আগের থেকে। এ অপপ্রচারের ফলে আমাদের সঙ্গে একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে। সেই ভুল বোঝাবুঝি থেকে আমরা উত্তরণের চেষ্টা করছি।’ আওয়ামী লীগকে আগামী নির্বাচনে অংশ নিতে না দেওয়া বা দলটির রাজনীতি নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে বিভিন্ন মহলের দাবির ব্যাপারে সরকারের ভাবনা জানতে চাইলে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আমি অত ডিটেইলসে যাচ্ছি না। আমার বরাবরই পরিজন হলো যে আমরা সবাই এ দেশের নাগরিক। আমাদের এ দেশের ওপরে সমান আধিকার। আমরা সব ভাই হোক আমাদেরকে এ দেশেই বাঁচতে হবে। কাজেই যে মত-দল করবে, তার মতে করে সবকিছু করবে। এ দেশে থেকে কারো অধিকার কেড়ে নেওয়ার কোনো উপায় নাই।

বীথি।’ তপনদা বক্তৃতায় বললেন, ‘আমার অনুজপ্রতিম মিহিরের কল্যাণে এই তীর্থ দর্শন আমাদের সম্ভব হয়েছে। আপনাদের সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং প্রণাম। মিহিকে আশীর্বাদ।’ আমার নামটার অহেতুক উল্লেখে আমি গৌরবান্বিত বোধ করেছিলাম। অস্বস্তিও।

তপনদাকে স্কুলের শিক্ষকেরা এবং পরিচালকমণ্ডলী, অফিস ঘরে আপ্যায়ন করলেন। এই স্কুল বাড়ি তাঁর পূর্বজদের কৃত নয়। ১৯৬১ সালের ঝড়ে সেই টিনের চালা, কাঠের খুঁটির তিনটি স্কুলসহ ধূলিসাৎ হবার অনেক দিন পরে, সরকারের বদান্যতায় এই বিল্ডিং তৈরি। সুন্দর ছিমছাম বাড়ি। হাসিদি এবং তপনদা খুবই আগ্নুত বোধ করছিলেন স্মৃতিবিজড়িত এই বিদ্যালয়টির ব্যবস্থাপনা দেখে। স্কুলের সেক্রেটারি ভদ্রলোক, নাম রস্তুম মোল্লা, বয়সে যুবক, বললেন, ‘এই স্কুলের জমি, জায়গা সবই এখনও আপনাদের সম্পত্তি। বাড়িটাতে তো পরবর্তীকালে ‘বালিকা বিদ্যালয়’ স্থাপিত হয়েছে। বাড়ি এবং সংলগ্ন সম্পত্তি এই দুইটা স্কুলের সম্পদ-এখনও। আমরা মুসলমান ওই বাড়ির একখানা ইটও বনোহা হতে দিইনি। কিছু স্থানীয় হিন্দু স্বার্থান্বেষী কিছু অনৈতিক কাজ করেছে। তবে তার জন্য আমরা হিন্দু-মুসলমান, শুভবুদ্ধির মানুষেরা তাদের জেল জরিমানাও করিয়েছি।’ তপনদারা ভীষণ তৃপ্তিবোধ করেছিলেন। আনন্দে তপনদার চোখ অশ্রুসজল হয়েছিল। এই সন্দের পর, প্রাসাদের দরবার হল, যেটি এখনও অতৃপ্ত, সেখানে যেতে হলো। এটি সেই বালিকা বিদ্যালয়। নাম নবীনচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়। আমার মাস্টারমশাই অশ্বিনী কুমারের মৃত্যুর পর, তাঁর সম্পত্তির আয়, তার শেষ ইচ্ছে অনুযায়ী একাজেই ব্যরিত হয়ে আসছে। স্কুলের নামটি নিয়ে তপনদা আমার কাছে জিজ্ঞাসু হলেন। নবীনচন্দ্র অশ্বিনীবাবুর বাবার নাম।

রস্তুম এবং আমি তপনদাকে বললাম, ‘মাস্টারমশাইয়ের ইচ্ছে ছিল, তাঁর বাড়িতে নবীনচন্দ্রের নামে মেয়েদের একটি হোস্টেল হোক। কিন্তু তখন বাংলাদেশ সন্য স্ত্রীরা। সর্বত্র বিশৃঙ্খলা। মাস্টারমশাইয়ের গ্রামে জনবসতি, প্রায় নেই তখন। সেই সময় সমাজকর্তারা তাঁর সম্পত্তির জন্য একটা ট্রাস্ট তৈরির, বড় হিস্যার বাড়িতে একটি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ স্থাপন করেছিলেন। বেশ কিছুকাল স্কুলের এক্সটেনশান হিসাবে সেটি চলেও ছিল। কিন্তু স্থানীয় কূটকচালি চলে।

লোকটি ব্রু কুক্কালো, কিন্তু এখানে তো একশো টাকা আছে। ডাক্তার সাথে সাথে বলে উঠলেন, এই তো আপনার দুষ্টিশক্তি আবার ফিরে এসেছে। বের করুন দুইশো টাকা।

নটী বিনোদনী

তিনি বরাবরপিতার পরিস্কে থেকে একেবারে ছোট বয়সে বাংলা মঞ্চে অভিনেত্রী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। তার প্রথম অভিনয় ছিল ১২ বছর বয়সে মাত্র মাসিক দশ টাকা বেতনে ট্রে নাশান্যাল থিয়েটারে শত্রুসংহার নাটকে দ্রৌপদীর সখীর ছোট ভূমিকায়। বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম অভিনেত্রী গ্রহণ করা হয় ১৮৭৩ সালে। এর একবছরের মধ্যেই বিনোদিনী সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগ দেন। নাচ গানে পারদর্শী বিনোদিনী খুব তাড়াতাড়ি অভিনয়ে দক্ষ হয়ে ওঠেন এবং একজন প্রথম শ্রেনীর অভিনেত্রী হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। ১৮৭৪ থেকে একটানা ১২ বছর তিনি অভিনয় করেছিলেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর তিনি শেষবার অভিনয় করেন। এর আগে পর্যন্ত ৫০টি নাটকে তিনি ৬০টিরও বেশি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। তার প্রশংসকদের তালিকায় ছিলেন রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, ফারদা লোঁষো, এডুইন আরনল্ড, কর্ণেল অলকট প্রমুখ। রামকৃষ্ণদেব তার চৈতন্যলীলার অভিনয়ে দেখে তাকে গ্রীমরুমে গিয়ে ‘চৈতন্য হোক’ বলে আশীর্বাদ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তার উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে বিনোদিনীর মধ্যে দিয়ে সফলভাবে গড়ে তোলেন।

সাইবার অপরাধ ও নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা শিবির

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৫ মার্চ : যতদিন যাচ্ছে বিজ্ঞান প্রযুক্তির অগ্রগতি হচ্ছে। এই অগ্রগতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাইবার ক্রাইম এর ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত তিন বছরে সাইবার ক্রাইম এর শিকার হচ্ছে বেশি সংখ্যক হয়েছে বৃহৎ, মাঝারি, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা। সাইবার শব্দের অর্থ অনলহিন জগৎ। অনলাইন জগ এ যা কিছু হয় বা এর সম্পর্কিত যা কিছু ঘটে থাকে তাকে সাইবার বলে । যেমন সাইবার ক্রাইম, সাইবার সিকিউরিটি, সাইবার ক্যাকে ইত্যাদি। সাইবার শব্দটি গ্রিক ‘সাইবারনেটিক ’ শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ অনলাইন দক্ষতা বা অনলাইনে পরিচালনায় দক্ষ। সাইবার ক্রাইম এর মধ্যে পড়ে কম্পিউটার, নেটওয়ার্ক বা ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করে করা অপরাধকে সাইবার ক্রাইম বলে। এই অপরাধের মধ্যে রয়েছে

প্রতারণা, পরিচয় চুরি, ডেটা লঙ্ঘন, কম্পিউটার হারাসা,স্ক্যাম এবং অন্যান্য দৃষিত কাজে প্রযুক্তির ব্যবহার জড়িত। এই অপরাধের প্রকারভেদে গুলি হল, জালিয়াতি এবং আর্থিক অপরাধ, সাইবার স্বস্তাস, সাইবার চাঁদাবাজি, সাইবার যুদ্ধ, মাদক পাচার। সাইবার অপরাধ বা কম্পিউটার অপরাধ এমন একটি অপরাধ যা কম্পিউটার এবং কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সাথে সম্পর্কিত। কম্পিউটার একটি অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে বা এটা নিজেই লক্ষ্য হতে পারে। সাইবার ক্রাইম বিশেষগু্ত দেবারতি হালদার ও কে জয় শংকর সাইবার অপরাধীকে সংজ্ঞায়িত করেছেন আধুনিক টেলিযোগাযোগ টেওয়ার্ক, যেমন ইন্টারনেট (চ্যাট রুম, ইমেইল, নোটিশ বোর্ড বা ফ্রপ) এবং মোবাইল ফোন (এস এম এসএম এম এস) ব্যবহার করে অপরাধমূলক অভিপ্রায়ে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত ভাবে সম্মান হানি, কিংবা সসারি বা পরোক্ষ ভাবে শারীরিক বা মানসিক ক্ষতি বা ক্ষতির কারণ হওয়া। এই ধরনের অপরাধ একটি জাতির

নিরাপত্তা ও আর্থিক স্বাস্থ্য হুমকি ধামকি হতে পারে। আইনগত বা আইন বহির্ভূত ভেবে বিশেষ তথ্য সমূহ বাধাপ্রাপ্ত বা প্রকাশিত হলে গোপনীয়তার লঙ্ঘন ঘটে। হ্যাকিং, কম্পিউটার লঙ্ঘন, শিশু পর্নোগ্রাফির মতো অপরাধ গুলো বর্তমানে উচ্চমাত্রা ধারণ করেছে। লিঙ্গের ভিত্তিতে দেবারতি হালদার ও কে জয় শংকর নারীর প্রতি সাইবার অপরাধকে সংজ্ঞায়িত করেছেন ‘ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোনের আধুনিক টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে ইচ্ছাকৃত ভাবে মানসিক, এবং শারীরিক ক্ষতির উদ্দেশ্যে নারীর প্রতি অপরাধ’ । আন্তর্জাতিক ভাবে, রাষ্ট্রীয় বা রাষ্ট্রীয় সনাক্তকৃত গুপ্তচর বৃত্তি, আর্থিক প্রতারণা, আন্তঃসীমান্ত অপরাধ, কিংবা অন্তত একটি রাজ্যের স্বার্থ জড়িত রকুপ বিষয়ে হস্তক্ষেপ জনিত সাইবার অপরাধকে সাইবার যুদ্ধ হিসেবে অভিহিত করা হয়। সাইবার অপরাধ গুলি হল, জালিয়াতি এবং পরিচয় প্রতারণা, তথ্যযুদ্ধ, ফিশিং স্ক্যাম, স্ক্যামিং, স্ক্যাম, অবৈধ, অস্ত্রীল বা আপত্তিকর সামগ্রীর প্রসার, হয়রানি ও হুমকি ধামকি, রান সমওয়ারি বা সাইবার চাঁদাবাজি। ভারতে এম এস এম ই – এসদের জন্য সাইবার নিরাপত্তা সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মসূচি প্রকল্প দ্যা এশিয়া ফাউন্ডেশন এ পি এ সি সাইবার সিকিউরিটি ফান্ড ‘ফোর কাউন্স’ ইন্টারন্যাশনাল সংস্থার উন্মোগে গ্রামীণ হাওড়া জেলার রসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কলিকাতা গ্রামের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘অগ্রগতি ’ - র সহযোগিতায় ‘সাইবার সিকিউরিটি’, সাইবার অপরাধ ও নিরাপত্তা - র উপর একটি সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হল আমতার ‘আনন্দনিকেতন ভবন ’ এ। এই সচেতনতা শিবির সাইবার সচেতনতা, সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা, ফিশিং এবং ম্যালওয়্যার, কি ধরনের সাইবার আক্রমণ, ডেটা ব্যাক আপ এবং সাইবার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার পদ্ধতি, আই টি ইনভেন্টরির সফটওয়্যার, প্যাসওয়ার্ড, কেন এম এস এম ই-র দের জন্য সাইবার নিরাপত্তা গুরুত্বপূর্ণ, ভারতের

সোসিওফেয়ার- এর শবরী হেল্লেজ এমন একটি প্ল্যাটফর্ম যা অনের সেবায় নিবেদিত অজানা নায়কদের সম্মান জানায়

কলকাতা, ৫ মার্চ : এমন একটি পৃথিবীতে যেখানে পুরস্কার এবং স্বীকৃতি প্রায়ই শক্তি, ধন এবং খ্যাতি উদযাপন করে, সোসিওফেয়ার একটি সাধারণ



কিন্তু গভীর উপলব্ধির সাথে জন্মেছে, সমাজের সত্যিকারের নায়ক তারাই! হুন যারা কোনো পুরস্কারের আশা না করে পর্যায় আত্মলে কাজ করেন। এমন শিক্ষক আছেন যারা কোনো স্বীকৃতির আকাঙ্ক্ষা ছাড়াই তরুণদের মন তৈরি করেন, এমন ডাক্তার আছেন যারা খ্যাতির আশা ছাড়াই গ্রামে সেবা করেন এবং সমাজকর্মীরা যারা হাততালি ছাড়া সম্প্রদায়কে উৎসাহিত করেন। ২০২৩ সালের ১৮ মার্চ প্রতিষ্ঠিত সোসিওফেয়ার এমন একটি আন্দোলন যা সেই নিষ্কল্লব ব্যক্তিদের স্বীকৃতি ও সম্মান জানাতে নিবেদিত যারা অন্যের সেবায় তাদের জীবন উসর্গ করে। এই উদ্যোগটি আরতি বি আর গি় শুরু করেছিলেন, তিনি সাবরি হেল্লেজের প্রতিষ্ঠাতা, একজন সামাজিক উদ্যোক্তা, সমাজসেবী এবং মানসিক স্বাস্থ্য ও সম্প্রদায় উন্নয়নের সমর্থক, যার লক্ষ্য ছিল দয়া, তাগ এবং মানবিক সেবার কাজগুলি উপেক্ষা না হয় তা নিশ্চিত করা। পূর্ববর্তী সোসিওফেয়ার পুরস্কারগুলো সত্যের একটি মুহূর্ত ছিল। মধ্যে কোনও সেলিব্রিটি বা ব্যবসায়ী লিডার ছিলেন না, বরং সেখানে উপস্থিত ছিলেন এমন ব্যক্তিরা, যাদের জীবন দ্বা এবং সহনশীলতার দ্বারা চিহ্নিত ছিল। তাদের মধ্যে ছিলেন একজন বৃদ্ধ যিনি দশকের পর দশক ধরে গৃহহীনদের খাওয়াতেন, একজন তরুণী যিনি তার সারা জীবনের সঞ্চয় দিয়ে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষিত করে তুলেছেন এবং একজন চিকিৎসক যিনি বছরের পর বছর ধরে বন্টি এলাকায় বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে এসেছেন। এটি ট্রফি বা বড় অনুষ্ঠানের বিঘনে নয়, বরং যারা সেবার জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন, তারা সেই সম্মান ও অর্থে প্রাপ্য স্বীকৃতি পায় তা নিশ্চিত করার বিষয়ে। কারণ আসল নায়করা হলেন তারা, যারা স্পটলাইটে না থেকেও অন্যদের জন্য পথ আলোকিত করেন।

মাটি চুরিকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার

দূরন্ত বার্তা,আসানসোল, ৫ মার্চ : মাটি চুরিকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি জন্মায়। বিধানসভার পাশায়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কুলডাঙা গ্রামে। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হল এলাকায়া। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। অভিযোগ উঠছে স্থানীয় প্রাক্তন ব্লক তৃণমূল সভাপতি কল্যাণ কুমার শেখার বিরুদ্ধে। জানা গিয়েছে, কল্যাণ ঘোষ রেশন ডিলার ও একজন চিকাদার। অবৈধভাবে মাটি কাটা ও পাচারের অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে। আর এই অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় উজ্জ্বল ঘোষ ও মানস ঘোষ। এই মানস ঘোষ আবারস্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান অনিতা ঘোষের স্বামী ও তৃণমূল নেতা। কিন্তু বৃথার দেখা পেলে একে অপরের সঙ্গে রীতিমতো প্রকাশ্যে গালাগালাজ করতে ও মারপিট করতে। উজ্জ্বল ও মনস ঘোষের অভিযোগে, তাদের জমি থেকে মাটি কেটে পাচার করে কল্যাণ। আর তাই হতানোতে ধরছে আজকে। এলাকার আরেক জমি মালিক উজ্জ্বল ঘোষের অভিযোগে, এলাকার বাসিঙা কল্যাণ ঘোষ তাদের প্রায় দশটি ভিন ভিন ঘাড়া জমির উপরে থাকা গাছপালা কেটে বিক্রি করেছে। এখন দাম ফুট গভীর করে মাটি কেটে বিক্রি করে দিচ্ছে। খবর পেয়ে এখানে এসে একটি ট্রাক্টর আটক করে পুলিশে খবর দিলে,পুলিশ এসে খালি ট্রাক্টরটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। অন্যদিকে, কল্যাণ ঘোষ বলেন, মাটি চুরি,গাছ চুরির অভিযোগে ভিত্তিহীন। আমি ট্রাক্টর ত্যাগে চলেছি চালাই। আমার খালি একটা ট্রাক্টর আটক করে। আমি খোঁজ নিতে গেলে আমাকেও গালাগালি করে এবং মারধর করে। আমি কোনও মাটি চুরি করিনি।



সাইবার ক্রাইম বিষয়টি যারা স্মার্টফোন ব্যবহার করেন এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান করেন তাদের সকলেরই অবগত হওয়ার দরকার। তিনি সাইবার সিকিউরিটি বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি কাটস্ ইন্টারন্যাশনাল সংস্থার উপস্থিত আয়োসিয়েটদের উদ্দেশ্যে বলেন, এই কর্মশালা যাতে আমরা বৃহৎ আকারে উল্লেবেড়িয়া শহরে করা যায় সেই বিষয়ে চিন্তা - ভাবনা রাখুন। এর উত্তরে শুভম ঘোষ বলেন, ‘উল্লেবেড়িয়া শহরে বৃহৎ আকারে আগামী এপ্রিল মাসে এই ধরনের কর্মশালা করার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে ’ । আজকের এই কর্মশালায় আমতা থানা সাইবার ক্রাইম এর সহযোগিতায় হাওড়া জেলার সাইবার ক্রাইম ব্রাঞ্চের দু ’ জন প্রতিনিধি সুস্মিতা ঘোষ, অয়ন দত্ত ‘সাইবার ক্রাইম কিভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিভাবে সাইবার ক্রাইম হচ্ছে, আমরা কিভাবে প্রচারিত হচ্ছে এবং তা থেকে আমরা নিজেরা কিভাবে সচেতন হব, অনলাইন লোন জালিয়াতি, অনলাইন প্রোডাক্ট কেনা ও বিক্রির ক্ষেত্রে জালিয়াতি, অনলাইন ইনস্ট্রুমেন্ট জালিয়াতি, অনলাইনে বাড়ি ক্রয়, ডিজিটাল এ্যারেস্ট জালিয়াতি, সেক্সটরশন জালিয়াতি থেকে কিভাবে নিজেরা সচেতন হব এবং প্রচারিত হলে কোথায় যোগাযোগ করতে হবে এই বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করেন। এই সচেতনতা শিবিরে আমতার একশত দশজন বৃহৎ, মাঝারি, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী তারা কিভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রচারিত হয়েছেন তা শেয়ার করেন। অগ্রগতি সংগঠনের পক্ষ থেকে এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন অতনু মন্ডল, মুস্তাক আলি মন্ডল, সামসের আলি খান। উপস্থিত একশত দশজন বৃহৎ, মাঝারি, ক্ষুদ্র, ব্যবসায়ীদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেন উপস্থিত অতিথিবৃন্দ ও প্রশিক্ষকবৃন্দ। সমগ্র সচেতনতা শিবিরটি সঞ্চালনা করেন ‘অগ্রগতি ’ সংগঠনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মী মুস্তাক আলি মন্ডল।

সুন্দরবনে বাঘে আক্রান্ত পরিবারদের বিকল্প কর্মসংস্থানে এগিয়ে এলো সরকার কুলতলিতে

দূরন্তবার্তা, কুলতলি, ৫ মার্চ : সুন্দরবনের মানুষ প্রাণ হাতে নিয়ে বাস করে। পেটের টানে জঙ্গলে মাছ, কাকড়া, মধু সংগ্রহে গিয়ে বাঘের আক্রমনের শিকার হয়। আর এ বার বাঘের আক্রমণে গুরুতর জখম ও নিহত পরিবারের সদস্যদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়ে চলেছে সুন্দরবনের কুলতলি ও মৈপাঠে। মূলত গাঙ্গেয় সুন্দরবন লাগোয়া কুলতলি ব্লকের যে সমস্ত পরিবারের সদস্যরা নদীতে মাছ কাকড়া ও গভীর জঙ্গল থেকে মধু সংগ্রহ করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করেন,তাদেরকে নিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে বিকল্প কর্মসংস্থানের দিশা দেখাতে এগিয়ে এলো কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে রাজ্য বন দফতর ও এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। সুন্দরবনের জঙ্গলে মাছ কাকড়া ও মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে আধিক্যবর সংহতযীবী দের বাঘের আক্রমণের শিকার হওয়া ছাড়াই গ্রামে সেই সমস্ত মৎস্যজীবীদের কথা চিন্তা করে ভারত সরকারের সহযোগিতায় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন বিভাগের উন্মোগে এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে সমবায়ের মাধ্যমে মৌমাছি পালনের মধ্যে দিয়ে মধু



সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ ও বিকল্প কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হলো কুলতলি ব্লকের মৈপাঠ উপকূল থানার গুড়গুড়িয়া ভুবনেশ্বরী অঞ্চলে। এ বিষয়ে মৎস্যজীবী পরিবারের এক গৃহবধূ বলেন, অনেক বাধা বিপত্তি পেরিয়ে জঙ্গলে গিয়ে মাছ কাকড়া ধরে মধু সংগ্রহ করেও টিক ভাবে সংসার চালিয়ে নিতে পারছি না আমরা। তাঁর ওপর এই কাজে প্রতিক্ষনে বিপদ। জীবনের ঝুঁকি থাকছে। নদীতে আগের মত আর সভাভো মাছ হয় না ধীরে ধীরে মাছ ও কমে গিয়েছে, তাঁর ওপর জঙ্গলে আগের মতো মধু পাওয়া যাচ্ছে না। গোলপাতা গরান কাটা বন্ধ।এছাড়া

যাের বার বাঘের আক্রমণে আক্রান্ত থেকে মৃত্যু হয়েছে। তাই এই বিকল্প কর্মসংস্থান হলে আমাদের অনেকটাই সুবিধা হবে। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফে জানানো হয় মধু উৎপাদন থেকে সেই মধু সংগ্রহ করে তা প্রক্রিয়াকরনের মাধ্যমে বাজার জাত করা হবে এবং বিপুল আয় হবে। এইসব মৎস্যজীবীদের পরিবাররা নিজের বাড়িতেই মৌমাছি পালন করে মধু সংগ্রহের মাধ্যমে বিকল্প কর্মসংস্থান তৈরি হবে। যার ফলে আগামী দিনে এদের জঙ্গলে গিয়ে উপার্জনের কথা মাথায় থাকবে না এবং বাঘের আক্রমণে হাত থেকে এরা বেঁচে যাবে।

গত দু’বছরে মালদার ইংরেজবাজারে জনবিস্ফোরণ, সেনসাস রিপোর্ট দেখলে অবাক হবেন

দূরন্ত বার্তা, মালদা, ৫ মার্চ : ইংরেজবাজার পুরসভা এলাকায় গত দুই বছরের মধ্যে জন বিস্ফোরণ! বদলে গেছে জন বিন্যাস। দু’বছরের মধ্যে আমূল বদলে গেছে মালদা শহরের ছবি। বলছেন বিরোধীরা। উদ্বিগ্ন তৃণমূল পুরবোর্ডও। বাংলাদেশি হওয়ার সম্ভাবনা উায়ে দিচ্ছে না ভূগমূলও। গোটা বিষয়টি মুখামন্ত্রীরা দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে বলেও জানা গিয়েছে। এছাড়াও হঠা করে বহিরাগতদের ট্রেড লাইসেন্স পেয়ে যাত্রাতর দোকানের সারি। এবং তাঁরা সবই প্রায় সংখ্যালঘু বলে অভিযোগে বিরোধীরাে। একই সূর মার্চেট স্টোর অফ কামার্স সহ সাধারণ মানুষেরো। ২০২৫ এর পুরসভার সার্ভে অনুযায়ী, ২ লক্ষ ৯৯ হাজার জনসংখ্যা। মানে প্রায় তিন লক্ষ। যদিও ২০১১ এর পরে সেনসাস হয়নি। কিন্তু পরিস্থিতির বিচারে পুরএলাকায় অন্তত চার লক্ষের বেশি বসবাস করছে বলে জানা। এই এক লক্ষ বা তার বেশি মানুষ নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। একটি সার্ভের ভিত্তিতে পুর এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি রিপোর্ট তৈরি হয়। যেখানে ২০৩১ সাল পর্যন্ত জন সংখ্যা কত হবে তার একটি হিসাব করা হয়। প্রতি বছর কত হচ্ছে জন

চলন্ত ট্রেন থেকে বেরচ্ছে খোঁয়া, নেমে গেলেন যাত্রীরা

দূরন্ত বার্তা, পুর্কলিয়া, ৫ মার্চ : ফের ট্রেনে আগুন। আপ লাইনের চলন্ত ট্রেনটি তখন যাত্রী-বোঝাই। আচমকা হু হু করে খোঁয়া বেরতে দেখা যায়। আগুণিত হ্রাস পেয়ে যাত্রীরা। ক্রুত খবর যায় রেল কর্তৃপক্ষের কাছে। পুর্কলিয়ার হররা স্টেশনের ওপর দিয়ে যাত্রীদের সময় সেকেন্ড হ্রাসে কম্পার্টমেন্টে আগুন ঢোকে পড়ে। বন্ধার থেকে টটার দিকে যাচ্ছিল আপ লাইনের গুও ট্রেন। ১৮১৮৪ আপ চলন্ত ট্রেনে আগুন দেখতে পায় যাত্রীরা। সেকেন্ড ক্লাস জেনারেল কম্পার্টমেন্টে১৬৮৪৪১ নম্বর কামরায় আগুন লাগে। কামরার ভিতর থেকে যাত্রীরা চিমির চোমেটি শুরু করলে, কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেন ছররা স্টেশনের ঢোকার আগেই দাঁচ করিয়ে দেওয়া হয়। হাতহাতের কোলও খবর নেই। ক্রত ট্রেন দাঁচ করিয়ে দেওয়ার বড় দুর্ঘটনা এখানে সম্ভব হয়েছে। ট্রেনের পেছনের কামরা গুলিকে আলদা করে দেওয়া হয়, যাতে আগুন আর ছড়িয়ে পড়তে না পারে। পুরো ট্রেন ফাঁকা করে দেওয়া হয়। রেল পুলিশ সহ রেলের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। খবর দেওয়া হয় দমকলের। দমকলের একটি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নেভাতে সক্ষম হয়। কী কারণে আগুন, তা পরিষ্কার করে না জানা গেলেও মনে করা হচ্ছে শর্ট সার্কিট থেকেই এই আগুন লাগে। যাত্রীরা জানা, আগুন দেখতে পেয়ে তাঁরা রীতিমতো ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। লস্টি বহরের শুরুর দিকে ট্রেনে অগ্নিকাণ্ডের জ্বলনের জেরে আঘাত ঘটনা ঘটে। পূর্ণপূর্ণ খোঁয়া দেখতে পেয়েই মাঝপথে লাফ দেন যাত্রীরা। মহারাষ্ট্রের জলগাঁওয়ের কাছে লাইনে ঝাঁপ দিতে গিয়ে উল্টেদিক থেকে আসা ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হয় ১২ জন যাত্রীরা। পরে জানা যায়, পুরোটাই গুজব ছিল।

৫ টি কয়লা বোঝাই মোমের গাড়ি আটক খয়রাশোলে

দূরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৫ মার্চ : বীরভূম জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে কাটা নির্দেশের পরও কিছু অসাধু ব্যক্তি পুলিশের নজর এড়িয়ে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে কয়লা পাচার করছে। আর এবার কয়লা পাচারের আগেই ৫টি কয়লা বোঝাই মোমের গাড়ি আটক করল খয়রাশোলে থানার পুলিশ। জানা যায়, খয়রাশোলে থানার পুলিশ আজ ভোরে বনপাতরা গ্রাম এলাকা থেকে ৫টি অবৈধ কয়লা বোঝা মোমের গাড়ি আটক করে। বাজেয়াপ্ত করা হয় ২০ টন কয়লা। পুলিশকে দেখে কয়লা পাচারকারীরা চম্পট দিলে তাঁদের মধ্যে একজন পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায়। ফলে তাঁকে গ্রেপ্তার করে খয়রাশোলে থানার পুলিশ। থৃত একজন কয়লা পাচারকারীকে আজ দুবাজারপুর আদালতে তোলা হবে। পুলিশ জানা যায়, কয়লা পাচারকারীরা খয়রাশোলে থানার বনপাতরা গ্রামের মেঠো পথ ধরে কয়লা পাচারের ছক কষেছিল। কিন্তু কয়লা পাচারের আগেই তাদের ছক বানচাল করে খয়রাশোলে থানার পুলিশ।

জামালপুরে পোস্ট অফিসে লক্ষাধিক টাকা লোপাটের ঘটনার তদন্তে সিআইডি

দূরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৫ মার্চ : পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর পোস্ট অফিস থেকে ১২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা লোপাটের ঘটনায় হাইকোর্টের নির্দেশে বৃথবার জামালপুরে তদন্তে এলেন সিআইডি'র ৪ সদস্যের প্রতিনিধি দল। এদিন সিআইডি'র প্রতিনিধি দলটি জামালপুর পোস্ট অফিসে এসে দীর্ঘক্ষণ পোস্টমাস্টারের সঙ্গে কথা বলেন। এরপর তারা অভিযোগকারী সুরজি পালের পরিবারের সঙ্গেও কথা বলেন। আলোচনা সহ তদন্ত প্রক্রিয়াটির সম্পন্ন ভিডিওগ্রাফিও করা হয় সিআইডি'র পক্ষ থেকে। উল্লেখ্য, পরিশ্রমের রোজগার করা ১২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ২০২১ সালে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর সাব পোস্ট অফিসে এক বছরের জন্য গচ্ছিত রেখেছিলেন জামালপুর হাটতলার বাসিন্দা পাল পরিবার। গচ্ছিত টাকা পাল পরিবারের বিভিন্ন সদস্য সদস্যার নামে একাধিক একাউন্টে জমা করা হয়েছিল। তদানিন্তন জামালপুর সাব পোস্ট অফিসের পোস্ট মাস্টার বিদ্যুৎ সুর ওই টাকা গ্রহণ করে নিয়ে সিল-স্ট্যাম্প দিয়ে তাদের সবার অ্যাকাউন্টে দুই হুয়া করে দেন। কিন্তু ফিল্ডত ডিপোজিটের মেয়াদ ১ বছর উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পালে গৃহকর্তা রণজিত পালের স্ত্রী রাধাণী দেবী। তার চিকিৎসার জন্য তাকে কলকাতা সহ ভিরাবজোর হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্য ওই গচ্ছিত টাকা মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পূর্বেই পোস্ট অফিস থেকে তুলতে গেলে তাদের বলা হয় তারা নাকি কোন টকাই জমা করেন নি। তারা প্রতীবাদ করলে তাদের সাথে দুর্বৃত্তাবর করেন ওই পোস্ট মাস্টার। তাদের টাকা প্রচারিত হয়েছে বৃহত্তর পেরে তারা জামালপুর থানার দারস্থ হতে বান, কিন্তু থানা তাদের অভিযোগ গ্রহন করে নি। শেষমেষ কোন উপায়ন্তর না দেখে তারা প্রথমে বর্ধমান কোর্টে এসে পরে হাইকোর্টে পোস্টে মাস্টারের বিরুদ্ধে মালদা দায়ের করেন। হাইকোর্টের বিচারপতি বিহারি তদন্তভার সিআইডি'র হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেন। হাইকোর্টের নির্দেশমুতাই বৃথবার জামালপুর পোস্ট অফিসে আসে সিআইডি'র তদন্তকারী দলটি। সিআইডি'র তদন্তে এই ঘটনার সঠিক সত্য উন্মখাতিত হবে এবং তারা তাদের হারানো ১২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ফেরত পাবেন বলেই আশাবাদি পাল পরিবার।

E-Tender Notice
e-Tenders are invited for Building Repairing works, under MA&ME fund in N.I.e.T. No.-07, Documents and other details is available in the website tenders.gov.in. The last date of submission for all the tenders are up to 14.00 hours on dated 11/03/2025 respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quaries in the office hours. Sd/- Block Development Officer Hariharpara Dev. Block.

ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পুরী ফেরত টুরিস্ট বাস, ২৫ যাত্রী

দূরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৫ মার্চ : পুরী থেকে ফেরার পথে নারায়ণগঞ্জে বাঁধগোড়া এলাকায় ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ল যাত্রী বোঝাই টুরিস্ট বাস। ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে ২৫ জন যাত্রী। জানা গিয়েছে, পুরী থেকে প্রায় ৭০ জন পর্যটক-যাত্রীকে নিয়ে দুর্গাপুরের দিকে যাচ্ছিল বাসটি। তখনই পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ের বাঁধগোড়া এলাকায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বাসটি। সোজা লরির পিছনে ধাক্কা মারে যাত্রী বোঝাই টুরিস্ট বাস। বৃথবার ভোর রাতে জাতীয় সড়কের উপরই লরির পিছনে ধাক্কা মারে বাসটি। দুর্ঘটনার জেরে প্রায় ২০ থেকে ২৫ জন যাত্রী আহত হন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ও নারায়ণগড় থানার পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে মকরামপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং বেলদা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থার অবনতি হওয়ায় পরে তাদের আবার মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বাসের যাত্রী অধিকাংশ টুরিস্টের বাড়ি পাণ্ডবেশ্বর থানা এলাকার বলে জানা গেছে। দুর্ঘটনাগ্রস্থ বাসটিকে থেকে উদ্ধার করেছে নারায়ণগড় থানার পুলিশ।

কোলাঘাট ফুলবাজারটিকে আধুনিক ফুলবাজার হিসাবে গড়তে স্মারকলিপি পেশ

দূরন্ত বার্তা, কোলাঘাট, ৫ মার্চ : পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তম কোলাঘাট ফুলবাজারে ফুলের সংরক্ষণাগার, মেঝে, শেড,পানীয় জল,পর্যাপ্ত আলো, সৌচাগার সহ সামগ্রিক পরিবেশযুক্ত ‘আধুনিক ফুলবাজার’ নির্মাণের দাবীতে এদিন স্মারকলিপি পেশ করল-সারা বাংলা ফুলচাষী ও ফুলব্যবসায়ী সমিতি। সমিতির সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নাথক জানান, ওই স্মারকলিপির কপি রেল বোর্ডের যোয়ারমাকেও দেওয়া হয়েছে। নারায়নবাবুর অভিযোগ, দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের কোলাঘাট রেল স্টেশনের ডাউন এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের নিচে খাদের একাংশে রাজ্যের এই দ্বিতীয় বৃহত্তম ফুলবাজার বসে। প্রতিদিন ভোর ৩টো থেকে সকাল ১০টা পর্যন্ত পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া জেলার প্রায় তিন থেকে চার হাজার ফুলচাষী ফুল বিক্রি করার জন্য আসেন ফুলবাজার। বাজারে নেই মাথার উপরে আচ্ছাদন,নেই মেঝে, নেই পানীয় জল ও আলোর বন্দোবস্ত, নেই সৌচাগার। অথচ রেল দপ্তর প্রতিদিন প্রতি ফুলচাষীর কাছ থেকে

বিজ্ঞপ্তি
আমার মজেল শ্রুতভর মালী ০৫০৪০০০৪২ / ২০২০, ০৫০৪০০০৪৩/ ২০২০ ডোমহুডু রেজিষ্ট্রকৃত আমোক্তার হইতে ৪.৮৬ শতক জমি ক্রয় করনে দাতা -তপন কুমার আড্ডি, মুখতিা চ্যাটাজী, সুস্মিতা আড্ডি, জয়দেব দত্ত, সৌদ্রাঙ্গ দত্ত, শিখা দে, আমোক্তার অষ্ট মালী সৌভা-বিনায়াপাল (২৭) ২০৬৪ হাল খতিয়ানে ১৮৫৬ হাল দাগে সম্পত্তি খরাদ করিয়া উক্ত জমির নিউটেশনের করানোর জন্য Domjur B & LRO অফিসে আবেদন করিয়াছেন। সংবন্ধিত বিষয়ে কাগের কোনো খাপতি থাকিলে ১ মাসের মধ্যে উক্ত অফিসে যোগাযোগ করবেন।
Jaidip Chatterjee
ADVOCATE HOWRAH
JUDGES COURT

বিজ্ঞপ্তি
মুক্তির ভিত্তিতে কর আদায়কারী শূন্য পদের জন্য নিমুক্তি।
আইশমালী গ্রাম পঞ্চায়েত কর আদায়কারী নিয়োগের উদ্দেশ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় স্থায়ীভাবে সবাসসহকারী মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের কাছে থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। (মোট মুক্ত পদের সংখ্যা-২)
বিস্তারিত বিবরণ গ্রাম পঞ্চায়েত নোটিশ বোর্ডে পাওয়া যাবে ১৯।০৩।২০২৫ তারিখ রিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত নিম্ন স্বাক্ষরকারী অফিসে জমা নেওয়া হবে।
প্রধান
আইশমালী গ্রাম পঞ্চায়েত
কালিয়াডাঙ্গী, এরুলী, নদীয়া

RDB RASAYANS LIMITED GIN: L36999WB1995PLC074860 Regd. Office: Bikaner Building, 3rd Floor, Room No-09, Kolkata-700001 Ph No: (033) 4450 0500. Fax: 033-22420588 Email id: info@rdbindia.com; website - www.rdbgroup.in
অতিরিক্ত সাধারণ স্টা এবং ই-টোন্ডি এর বিজ্ঞপ্তি তথ্য
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সোসার্স আর্বাভিট রাসায়ন লিমিটেডের সদস্যদের একত্রিওর্থাডনারি জেনারেল মিটিং (ইউইএন) ২৭শে মার্চ, ২০২৫, বৃহস্পতিবার দুপুর ১.০০ টা (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্স (ভিডি) অন্যান্য অডিও-ভিডিয়াল মাধ্যম (ওএডিএম) এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যাতে ইউইএমের নোটিশে উল্লেখিত বিবরণীক লেনদেন করা যাবে। কর্পোরেট ফিলিং নম্বরের কাছে ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখের ব্যালি কারা সাধারণ সার্কুলার (বা এপ্রিল, ২০২০, ১৫ এপ্রিল, ২০২০, ৫ মে, ২০২০, ১৬ জানুয়ারী, ২০২১, ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১ এবং ৫ মে, ২০২২ তারিখের সাথে পশ্চি) এবং অন্যান্য সমস্ত প্রযোজ্য সার্কুলার (যাকে সার্কুলারভাবে ‘সেবি সার্কুলার’ বলা হয়) এবং ভারতের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড কর্তৃক জারি করা ১২, ২০২০, ১২ জানুয়ারী, ২০২১ এবং ১৬ মে, ২০২২ তারিখের সার্কুলার (যাকে সার্কুলারভাবে ‘সেবি সার্কুলার’ বলা হয়) অনুসারে, কোম্পানিটির (SS-২) এর নিয়ম ২০ শব্দ পশ্চি আটাইনে ধারা ১০৮ এবং সেবি তালিকাভুক্তির রেগুলেশন ৪৪-এর নিয়ম অনুসারে, সদস্যদের ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম (রিমোট ই-ভোটিং) ব্যবহার করে ইউইএন-এর নোটিশে উল্লিখিত সমস্ত সিদ্ধান্তে তাদের ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। কোম্পানিটি দ্রুততী ই-ভোটিং, ডিসিওডিএম-এর মাধ্যমে ইউইএন-এ অংশগ্রহণ এবং ইউইএন-এ টোটি দেওয়ার সুবিধা প্রদানের জন্য এনএকটিভেশন এর পরিষেবা নিমুক্ত করবে। সদস্যদের ভোটিংকারী বৃহস্পতিবার, ২০ মার্চ, ২০২৫ তারিখে কোম্পানির পরিষেবাটি ইকুইটিট শেয়ার-মূল্যে তাদের ধারকত্বকে ইকুইটি শেয়ারের অনুপাতে হবে (কোট-এক ডেট)। ইউইএন ‘উডমোরেলালিছজুড মোডে’, ‘বিল্ডকোল মোডে’ শেয়ারহোল্ডারদের এবং যারা তাদের ইশেলে টিকানা নিবন্ধন করেনি তাদের জন্য রিমোট ই-ভোটিং এবং ভোটপানের পদ্ধতি এডিএমের নোটিশে দেওয়া আছে। রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেমের, ২৪শে মার্চ, ২০২৫ সকাল ৯.০০ টা (আইএসটি)তে শুরু হবে এবং শেষ হবে বৃথবার, ২৪শে মার্চ, ২০২৫ বিকাল ৫.০০ টা (আইএসটি)। এই সময়ের মধ্যে সদস্যরা ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দেবে পারবেন। একপর একএকটিভেল ধারা রিমোট ই-ভোটিং এর পরেও দেওয়া হবে। সেসব সন্ধ্যা ডিসিওডিএম সূচনার মাধ্যমে ইউইএন-এ ইলেক্ট খাবেনদের হক রয়েছে। রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে সিদ্ধান্তগুলিতে ভোট নেননি এবং অনন্যথা, তা করতে বাধ্যগত্ নয়, তারা ইউইএন-এ ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। সদস্য কর্তৃক ভোটও প্রদানের উপর ভোট দেওয়ার পথে,সদস্য পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করতে পারবেন না। ইউইএন-এর আবেদন যারা রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দিচ্ছেন, তারা ডিসিওডিএম-এর মাধ্যমে ইউইএন-এ যোগদান অন্তরঙ্গত্ব করতে পারবেন কিন্তু পুরাতন ভোটে ভোটের পরিবর্তী হবেন না। ইউইএন-এর নোটিশ পাঠানোর পর এবং ২০শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে শেয়ার ধারদের পর, যে কোনও ব্যক্তি কোম্পানিটির সদস্য হন, তিনি evoting@nsdl.co.in অবধা nicherpetech@nicherpetech.com চিঠিদায় অনুসারে পাঠিয়ে ব্যাবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারবেন। তবু, ব্যাপসাধন ইউই-ভোটিংয়ের জন্য এনএকটিভেশন-এর সাথে বন্ধকিত থাকেনা, তাহলে তিনি ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন। যে কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে আপনি www.evoting.nsdl.com এর ডাউনলোড করা ইলেক্ট সফটওয়্যার জন্য প্রাথমিক জিজ্ঞাসিত প্রশাবলী(একএকটিওএস) এবংসেপারেত বিভা দুরবর্তী ই-ভোটিং ব্যবহারকারী মালিকালি থেকেত অবধা টোল ফ্রি নম্বরঃ ১৮০০-২২২-৯৯০ এবং ১৮০০ ২২ ৮৪ ৬০-এ কল করতে পারেন অবধা evoting@nsdl.co.in চিঠিদায় ব্যবহারক মিসেস পঞ্জীকৃত কর্তা-কে একটি অনুরোধ পাঠাতে পারেন। কোম্পানিটি ইউইএন চাকালারি ভোটোন এবং দুরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট ও স্বচ্ছভাবে যাচাই-বাচাই করার জন্য মিসেস মোসীনা সেনগুপ্ত, অধীক্ষানারী কোম্পানির সচিব (এসিএএনঃ ২৮৮৬২১, সিপি নং, ২৪৫০৫১) কে যাচাই-বাছাইকারী হিসেবে নিমুক্ত করেছে।
 স্থানঃ কলকাতা তারিখঃ ০৫.০৩.২০২৫ বোর্ডের আদেশসহকারী সাক্ষর-শ্রদ্ধা জালান
কোম্পানি সচিব এবং একপ্রায়সেল অফিসার

চলুন বেড়িয়ে আসি

লাচেন বেড়ানোর পরিকল্পনা করছে?

গুরুদংমারে পর্যটকদের ভিড় বাড়ছে

ফিদাং বেইলি ব্রিজ মেরামতের পর আজ বুধবার থেকে উত্তর সিকিম ভ্রমণের পারমিট ইস্যু করা শুরু হল। এদিন প্রায় দেড়শো গাড়ি পর্যটকদের নিয়ে উত্তর সিকিমের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছয়। সম্প্রতি বৃষ্টি, ভারী তুষারপাত এবং যানবাহনের চাপে ফিদাং বেইলি ব্রিজ ভেঙে পড়ে। মঙ্গল থেকে বিচ্ছিন্ন হয় জঙ্গু ও লাচেন। সিকিম প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ডিকচু রোডের ফিদাংয়ে ৬০ মিটার দীর্ঘ বেইলি ব্রিজ পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। জংগু এবং মঙ্গন জেলা সদরে যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ সেতুটি সম্প্রতি বিধ্বস্ত হওয়ায় পর্যটকদের ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। স্থানীয় সাধারণ মানুষদেরও যাতায়াতে সমস্যা হচ্ছিল। বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন (বিআরও) এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের যৌথ প্রচেষ্টায় সেতুটি দ্রুত মেরামত করা সম্ভব হয়। এবারই বুধবার থেকে ফের যান চলাচল শুরু হয়। এদিন ওই রুটে প্রচুর পর্যটক জঙ্গু ও লাচেনে বেড়াতে যান।

তবে নতুনভাবে বৃষ্টি ও তুষারপাতের খবর মেলেনি। যদিও

আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার থেকে ফের সিকিম ও দার্জিলিং পাহাড়ে হালকা



বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। হতে পারে তুষারপাত। স্বভাবতই উত্তর সিকিমের লাচুং, লাচেন, গুরুদংমারে পর্যটকদের ভিড় বাড়ছে। নিজস্ব ছন্দে এগিয়ে গিয়েছে নদী। চারপাশ থেকে তাকে আগলে রেখেছে উঁচু পাহাড়। শান্ত প্রকৃতি যেন সবুজ চাদরের আবরণে নিজেকে ঢেকে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে রয়েছে। কালিম্পংয়ের দোবান উপত্যকাই নীরবতাই যেন সকলের আকর্ষণের কারণ। তাই শীতের শেষবেলায় পর্যটকের ভিড়ে ঠাসা

একবার যখন নরম ঘাসের উপর পা রাখবেন, শরীর সম্পূর্ণ শীতল হয়ে যাবো।পাথরের বুক চিরে বয়ে গিয়েছে স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো জল। চাইলে তাতেই পা ডুবিয়ে নিতে পারেন। নিজেকেই দেখতে পাবেন প্রকৃতির এই আয়নায়। দিন গড়িয়ে রাত নামলেই মাথার উপরে শোভা পাবে চাঁদ। জোয়া মেখে আরও মোহময়ী হয়ে ওঠে পাহাড়ের এই নিস্কন্ধতা। জোনাকির মতো শোভা পায় তারাগুলি। একাকিত্বের এই সাম্রাজ্যে পৌঁছতে গেলে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে প্রায় ৮৫ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে যেতে হবে। তিন থেকে চার ঘণ্টা সময় লাগতে পারে তাতে। গাড়ি বুক করে নিতে পারেন কিংবা শেরারেও যেতে পারেন। রংপোতে পৌঁছানোর পর সেখান থেকে সার্ভিস জিপে রেনক যাওয়ার পথে রোরোথাং ব্রিজ নেমে পড়তে হবে। তারপর প্রায় ২ কিলোমিটার নদীর চর ধরে হাটতে হবে। একটি কাঠের সাঁকো পেরিয়ে দোবানে পৌঁছতে পারবেন। হাটতে না চাইলে রংপো থেকেও সরাসরি গাড়ি বুক করে যাওয়া যায় নদীর কালে।

একখানে অবস্থিত এই উপত্যকা। কালিম্পং মহকুমায় অন্তর্গত দোবান। তবে পূর্ব সিকিম হয়েই এখানে যেতে হয়। শহরের কোলাহল থেকে দূরে শান্তির আশ্রয়ে যারা থাকতে চান, তাদের জন্য আদর্শ এই অফবিট ডেস্টিনেশন। দোবানে গেলে দেখার ঢেয়েও বেশি অনুভব করবেন। নিস্কন্ধতার শান্তি কান পাতলেই শুনতে পাবেন অজানা কোনও পাখির ডাকা। যেন আপনাকেই বড় ভালোবেসে কাছে ডাকছে। পায়ের জুতোটা খুলে

অ্যাডভেঞ্চারের অভাব হবে না দেশের এই ৫ রুটে

সারা বছরের কাজের চাপ থাকে। তাই এক সময় কিছু লোক বেরিয়ে পড়েন ট্রেকিংয়ে। কিছুটা সময় প্রকৃতির কালে নো নেটওয়ার্ক জেনে একা-একা কাটানোই তাদের নেশা। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে। সঙ্গে থাকে অ্যাডভেঞ্চার। তাই ট্রেকিংয়ের নেশায় মজেছে নতুন জেনারেশন। সেই জন্যই রইল দেশের ৫ মনকাতা ট্রেকিং ট্র্যাকের হিদিশ কেমদারকণ্ডঃ একদিকে হিমালয়ের ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য। অন্যদিকে ট্রেকিংয়ের চ্যালেঞ্জ। দুইয়ে মিলে অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমীদের পছন্দে শীর্ষে থাকে উত্তরাখণ্ডের এই কেমদারকণ্ড। সাক্ষি থেকে ট্রেক শুরু হয়। পথে জুড়া কা তালাবের সৌন্দর্যের সাক্ষী হওয়া যায়। শীতকালে বরফের সাদা চাদরে ঢেকে যায় গোট। এলাকা। যা আরও বেশি মোহনীয় করে তোলে ট্রেক-কো। তবে মনে রাখতে হবে, সক্রির পরে বাকি পথ একটি নো-নেটওয়ার্ক এলাকা। বেস ক্যাম্প ঃ সাক্ষি। সেরা সময়ঃ জানুয়ারি থেকে এপ্রিল, নভেম্বর-ডিসেম্বর। উচ্চতাঃ সাড়ে ১২ হাজার ফুট। ট্রেইল টাইপঃ সার্কেল ট্রেইল। অবস্থানঃ উত্তরাখণ্ড, নিকটবর্তী

বিমানবংদরঃ জলি গ্রান্ট। ব্রহ্মতালঃ শীতকালীন ট্রেকিংয়ের জন্য প্রিয় এলাকা ব্রহ্মতাল।



ট্রেইলগুলি বরফে ঢাকা থাকে। এই পথে দুটি আদিম আল্পাইন হ্রদ রয়েছে, ব্রহ্মতাল এবং বেকাতাল। পুরো ট্রেকজুড়ে মাউন্ট ত্রিশূল, মাইউন্দ নন্দা ঘৃষ্টি এবং মুগথুনির দেখা মেলে। সুন্দর গুক এবং রডোডেনড্রনে মধ্যে যায় এই ট্রেকিংয়ের রাস্তা। দিন ঃ ৬। বেস ক্যাম্পঃ লৌহজং। সেরা সময়ঃ জানুয়ারি থেকে এপ্রিল, নভেম্বর-ডিসেম্বর।

উচ্চতাঃ ১২ হাজার ২৫০ ফুট। অবস্থানঃ উত্তরাখণ্ড। ট্রেইল টাইপঃ সার্কেল।



বিমানবন্দরঃ জলি গ্রান্ট। সাম্দাকফু ঃ এটি ‘ট্রেকার ওয়ান্ডারল্যান্ড’ নামেও পরিচিত। যাত্রা শুরু হবে মানেভঙ্গ থেকে। রাস্তাটি সিঙ্গালিা রেঞ্জের পাশ দিয়ে। যায়। পথে থ্রি সিস্টার, মাউন্ট এভারেস্ট, কাঞ্চনজঙ্ঘার দেখা মিলবে। দেখা মিলবে লাল পান্ডার। রাস্তার পাশে জঙ্গলগুলি ম্যাগনোলিয়া এবং রডোডেনড্রনে পূর্ণ।

দিনঃ ৬ বেস ক্যাম্পঃ মানেভঙ্গ। সেরা সময়ঃ মার্চ থেকে মে এবং সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর। উচ্চতা ঃ ১১ হাজার ৯২৯ ফুট। অবস্থান ঃ বাংলা। নিকটতম বিমানবন্দর ঃ বাগডোগরা। দায়রা বৃগিয়াল ট্রেকঃ ট্রাকটি দায়রা বৃগিয়ালের ঢালের থাকা তুগভুন্দি। জানুয়ারি থেকে মার্চ মাসে স্কি করার জন্য আদর্শ। বছরের বাকি সময় ট্রেকটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চোখ টানো। গঙ্গোত্রী রেঞ্জের দৃশ্য স্পষ্ট। দিনঃ ৬-৪ দিন। বেস ক্যাম্পঃ নাতিন। সেরা সময়ঃ সারা বছর। উচ্চতাঃ ১২ হাজার ১০০ ফুট। অবস্থানঃ উত্তরাখণ্ড। নিকটতম বিমানবন্দরঃ জলি গ্রান্ট। হর কি দুনঃ দেশের সবচেয়ে পুরনো ট্রেকিং রুটের মধ্যে এটি অন্যতম। শব্দের অর্থ ‘ঈশ্বরের উপত্যকা’। সারা পথজুড়ে রয়েছে পাইনের জঙ্গলের নিস্কন্ধতা। পথের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যতাই মুগ্ধ করে ট্রেকারদের। দিনঃ ৯ দিন। বেস ক্যাম্প ঃ সানাকি। সেরা সময়ঃ এপ্রিল থেকে জুন, সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর। উচ্চতা ঃ ১১ হাজার ৬০০ ফুট। অবস্থানঃ উত্তরাখণ্ড। নিকটতম বিমানবন্দর ঃ জলি গ্রান্ট

শার্প বিজনেস সিস্টেমস পিক্কেল

এজ চালু করার ঘোষণা করেছে

৪ মার্চ ঃ শার্প বিজনেস সিস্টেমস (ইন্ডিয়া) পিক্কেল এজ চালু করার ঘোষণা করেছে- এটি একটি ইন্টারেক্টিভ স্মার্ট বোর্ড যা গরুর সাথে ভারতে তৈরি এবং বিশেষভাবে বিবই গ্রাহকদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই অত্যাধুনিক স্মার্টবোর্ডের লক্ষ্য আধুনিক কর্মক্ষেত্র এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ এবং সহযোগিতার ক্ষেত্রে বিত্বের আনা। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাথে ব্যবহারকারী-কেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির সমন্বয়ে, পিক্কেল এজ কীভাবে দলগুলি সংযোগ স্থাপন করে, চিন্তাভাবনা করে এবং উদ্ভাবন করে তা পুনরায় সংজ্ঞায়িত করে। হায়দ্রাবাদে শার্প কান্টেন্ট জেন গ্রাহক রোডশোতে উপস্থাপিত এই ইভেন্টে এসএমই , বৃহৎ কর্পোরেট এবং শার্প অংশীদার সহ ৩০০ এরও বেশি অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন। এতে একটি ডেভিলস্‌কেটড কাস্টমার এক্সপেরিয়েন্স জোন ছিল যেখানে শার্পের বিস্তৃত প্রোডাক্ট রেঞ্জ প্রদর্শিত হয়েছিল, যার মধ্যে রয়েছে মাল্টিফাংশনাল প্রিন্টার, ইন্টারেক্টিভ এবং নন-ইন্টারেক্টিভ লার্জ ফরম্যাট ডিসপ্লে, ডিহানবুক ল্যাপটপ এবং এয়ার পিউরিফায়ার। এই যুগান্তকারী সমাধানটি ভিজুয়াল যোগাযোগের জন্য একটি নতুন মানদণ্ড স্থাপন করে, যা ব্যবসা এবং ক্লাসরুম উভয়ের জন্যই অতুলনীয় বহুমুখীতা, স্বচ্ছতা এবং ইন্টারঅ্যাক্টিভিটি প্রদান করে। পিক্কেল এজ ইন্টারেক্টিভ স্মার্ট বোর্ড হল একটি যুগান্তকারী বৃহৎ ফরম্যাট ডিসপ্লে যা কনফারেন্স রুম, ক্লাসরুম এবং সৃজনশীল স্থানগুলিতে সহযোগিতা বৃদ্ধি করে। ৬৫-ইঞ্চি, ৭৫-ইঞ্চি এবং ৮৬-ইঞ্চি আকারে পাওয়া যায়, এতে ১.০৭ বিলিয়ন পর্যন্ত রঙ এবং ৬৫-ইঞ্চি মডেলের জন্য ৩৫০ সিডিবিগমিটার এবং বৃহত্তর বিকল্পের জন্য ৪০০ সিডিবিগমিটার উজ্জ্বলতার মাত্রা সহ একটি অত্যধিক গুণে এলসিডি ডিসপ্লে রয়েছে, যা প্রাপ্তবয়স্ক ভিজুয়াল এবং আকর্ষণীয় উপস্থাপনার জন্য ১২০০ঃ১ এর প্রেসেটশেন অনুপাত নিশ্চিত করে। ইউএসবি টাইপ সি ইন্টারফেসের মাধ্যমে, অডিও, ভিডিও, টাচ, ক্যামেরা এবং মাইক্রোফোন ফাংশনগুলিকে একটি কেন্দ্রে একত্রিত করে সংযোগ সহজ করা হয়, যেখানে উন্নত আইআর টাচ প্রযুক্তি নিরবচ্ছিন্ন সহযোগিতার জন্য ৪০টি পর্যন্ত একযোগে টাচ পয়েন্ট সমর্থন করে। বিল্ট-ইন অ্যান্ড্রয়েড ওএস কন্ট্রোলারটি স্বতন্ত্র ডিভাইসে অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে সহজ অ্যাক্সেস প্রদান করে এবং একটি এট্র্যাক্টিভ ওপিএস স্ট্রিট পিসি ইন্টিগ্রেসনের জন্য অনুমতি দেয়, যা পিক্কেল এজ কে বিভিন্ন চাহিদা অনুসারে একটি বহুমুখী সমাধান করে তোলে। আধুনিক সহযোগিতার জন্য তৈরি, পিক্কেল এজ উন্নত অডিও-ভিজুয়াল সমাধান দিয়ে সজ্জিত, যার মধ্যে রয়েছে হাই পারফরমেন্স ৮ঃ৬ ক্যামেরা এবং ক্রিস্টাল ক্লিয়ার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের জন্য ৮-মাইক্রোফোন অ্যারে। এর স্বচ্ছতা অন্তর্নির্মিত পেন সফটওয়্যার স্পিল্‌চ-স্ক্রিন এবং অন-স্ক্রিন অ্যানোটেসনের মতো ফাংশনগুলিতে সহজ অ্যাক্সেসের সুবিধা প্রদান করে, উৎপাদনশীল আলোনা এবং তথ্যবহুল সিদ্ধান্ত গ্রহণকে উন্নত করে। কে-শেয়ার প্রজেকশন সফটওয়্যার আইপ্যাড, স্মার্টফোন এবং পিসির মতো ডিভাইসগুলিতে অনায়াসে স্ক্রিন কাপিং এবং কন্টেন্ট নিয়ন্ত্রণের অনুমতি দেয়, যা সত্যিকার অর্থে একটি ইন্টারেক্টিভ পরিবেশ তৈরি করে। অটোমেটিক ওভার-দ্য-এয়ার আপডেটের মাধ্যমে, পিক্কেল এজ ডাউনটাইম ছাড়াই সর্বোত্তম পারফরমেন্স এবং স্টেবিলিটি নিশ্চিত করে। স্থায়িত্বের জন্য তৈরি, এর মজবুত, ডাস্টপ্রুফ ডিসাইন কঠিন পরিবেশে নিরবচ্ছিন্ন অপারেশন নিশ্চিত করে, যা এটিকে বৃহৎ উদ্যোগ, সরকারি প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা, এসএমই, হসপিটালটি, স্বাস্থ্যসেবা এবং আরও অনেক কিছু সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্য আদর্শ সমাধান করে তোলে।

অরুণাচলে জাতীয় সড়কে ৬ মার্চ পর্যন্ত যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা

ইটানগর, ৫ মার্চঃ অরুণাচল প্রদেশের দিবাংভ্যালি জেলার অন্তর্গত ানিনি-রোয়িং এলাকার ৩১৩ নম্বর জাতীয় সড়কে ধস পড়ায় ওই রুটে আগামী ৬ মার্চ পর্যন্ত সব ধরনের যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে জেলা প্রশাসন। আজ বুধবার দিবাং উপত্যকার ডেপুটি কমিশনার (এডিসি) পাগলি সোরা (এপিসিএস) জানান, গতকাল মঙ্গলবার বিকালের দিকে ৩১৩ নম্বর জাতীয় সড়কের এটালিন থেকে পাঁচ কিলো পর্যন্ত বড়সড় ধস নেমেছে। পাহাড় থেকে বিশাল বিশাল পাথর খসে এসে জাতীয় সড়কে পড়ছে। কিছু জায়গায় নিকিহু হয়ে গেছে রাস্তা। ফলে আনিনি এবং রোয়িংগেও মধ্যে যান চলাচল মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। তাই সর্বকর্তামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বুস্কিপূর্ণ ওই রুটে যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে প্রশাসন। এডিসি সোরা জানান, ধস সারাইয়ের কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। কিন্তু খারাপ আবহাওয়ায় দরুন সারাইয়ের কাজ ব্যাহত হচ্ছে। সব ধস পরিস্কার করতে কর্মক্ষেত্র আরও দুদিন সময় লাগতে পারে, বলেন এডিসি।



দিল্লিতে জাতীয় সম্মেলনে সূচনা হয় আদর্শ মহিলা-

বান্ধব গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মসূচির



নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ ঃ বুধবার দিল্লিতে জাতীয় সম্মেলনে সূচনা হবে আদর্শ মহিলা-বান্ধব গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মসূচির। ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পাইনি) জানিয়েছে এই বিষয়ে।পিআইবি-র তরফে জানানো হয়েছে, প্রশাসনের তৃণমূল স্তরে লিঙ্গ সাম্যের নীতি যথাযথভাবে কার্যকর করে তুলতে নতুন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে ৫ মার্চ জাতীয় সম্মেলন আদর্শ মহিলা-বান্ধব গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মসূচি (এমডব্লুএফজিপি)-র সূচনা করতে চলেছে পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রক। আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৫ উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে এই উদ্যোগ। উপস্থিত থাকবেন পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক এস পি সিং বাঘেল এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক এছাড়াও কেন্দ্রের বিভিন্ন মন্ত্রকের শীর্ষ পাদিকারীদের পাশাপাশি ইউনাইটেড নেশনস পপুলেশন ফান্ডের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিত্বও থাকবে ওই অনুষ্ঠানে। গ্রামপঞ্চায়েতগুলির নির্বাচিত প্রতিনিধি সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ৩৫০জন প্রতিনিধি সশরীরে কিংবা ভার্চুয়ালি ওই অনুষ্ঠানে যোগ দেনো।প্রতিটি জেলায় অন্তত একটি আদর্শ মহিলা-বান্ধব গ্রাম পঞ্চায়েত গড়ে তোলার উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার। গ্রামীণ ক্ষেত্রকে আরও উন্নত

Name Change

I, Subir Das (Old Name) son of Late Sushil Kumar Das, residing at 219, Shakti Tower, FL.No.1A, Subhash Nagar Bye Lane, Barrackpore, 700065, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Subir Kumar Das (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 05/03/2025. Subir Kumar Das (New Name) and Subir Das (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Amit Roy (Old Name) son of Ratan Kumar Roy, residing at Near Palpara Rail Station, Sahapara, Palpara, P.O.- Chakdhak, Ranaghat, 741222, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Amit Kumar Roy (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 05/03/2025. Amit Kumar Roy (New Name) and Amit Roy (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Subodh Hazra S/O- Krishna Das Hazra resident of Vill- Bhandardih, P.O.- Bhandardih, P.S.-Dewandighi, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713426, have changed my name and shall henceforth be known as 'SUBODH KUMAR HAZRA vide an affidavit before The LD, Executive Magistrate, Purba Bardhaman on 03/03/2025. That Subodh Hazra and Subodh Kumar Hazra both are same and one identical person.

Name Change

I, Siddheshwar Bhuniya (Old Name) S/O Late MURARI BHUNIYA Residing Vill-Pal Kanpur, P.O.-Kanpur, P.S.-Amta, District - Howrah, Pin- 711410, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SIDDHESHWAR BHUNIYA (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 04-03-2025. SIDDHESHWAR BHUNIYA (Old Name) and SIDDHESWAR BHUNIYA (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Anjana Bit (পুরাতন নাম) স্বামী De-bashis Bit পিতা Bimal Krishna Das ঠিকানা Vill - Matikuma, Po.- Gobardanga Ichapur, P.s - Gaighata, District- 24 Pgs(N), Pin- 743252, West Bengal India Lt. Additional Chief Judicial Magistrate (First Class) at Bongaon, North 24 Parganas Dated 28-02-2025 এর Affidavit no 2598 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Anjana Bit Das (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Anjana Bit Das (নতুন নাম) ও Anjana Bit (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, SIDDHESHWAR BHUNIYA (Old Name) S/O Late MURARI BHUNIYA Residing Vill-Pal Kanpur, P.O.-Kanpur, P.S.-Amta, District - Howrah, Pin- 711410, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SIDDHESHWAR BHUNIYA (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 04-03-2025. SIDDHESHWAR BHUNIYA (Old Name) and SIDDHESWAR BHUNIYA (New Name) both are same and one identical person.

দুরন্ত বার্তা

করে তুলে বিকশিত পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিকশিত ভারতের স্বপ্ন পূরণ এখানে অন্যতম লক্ষ্য।এই অনুষ্ঠানে আদর্শ মহিলা-বান্ধব গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য চিহ্নিত পঞ্চায়েতগুলির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ভার্চুয়াল উদ্বোধন হবে। কাজের ক্ষেত্রে নজরদারির জন্য একটি ডাশবোর্ডও চালু করা হবে। মহিলা-বান্ধব গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির প্রতাপশিত কর্মকাণ্ড সম্পর্কে দিশা নির্দেশ দেওয়া হবে এই সম্মেলনে। দেখানো হবে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পঞ্চায়েত স্তরে মহিলাদের উন্নয়ন সংক্রান্ত উদ্যোগের গুণর ভিডিও। এই জাতীয় সম্মেলনের পর পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রক আগামী ৮ মার্চ ২০২৫ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে সারা দেশে মহিলা প্রাদসভার আয়োজন করবে।

Name Change

I, Aseraful Mondal (Old Name) son of Abdul Hal Mondal, residing at Dakshin Para, Dhantala, Nadia, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Aseraful Mondal (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 05/03/2025. Aseraful Mondal (New Name) and Aseraful Mondal (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Amit Roy (Old Name) son of Ratan Kumar Roy, residing at Near Palpara Rail Station, Sahapara, Palpara, P.O.- Chakdhak, Ranaghat, 741222, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Amit Kumar Roy (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 05/03/2025. Amit Kumar Roy (New Name) and Amit Roy (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Sk Liakat, Sk Liyakat and Sekh Liakat (Old Names) son of Late SA Alauddin, residing at Vill.- Suberia, P.O.-Kalindi, P.S.- Mandermoni Costal, EastMedinipur- 721455, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Liyakhat Ali (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 05/03/2025. Sk Liyakhat Ali (New Name) and Sk Liakat, Sk Liyakat and Sekh Liakat (Old Names) all are same and identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Rita Saha Dutta alias Rita Saha (Dutta) (পুরাতন নাম) স্বামী Apurba Saha পিতা Late Gopal Dutta ঠিকানা VillPo - Bag-dah, Ps - Bagdah, District- 24 Pgs(N), Pin- 743232, West Bengal India Lt. Additional Chief Judicial Magistrate (First Class) at Bongaon, North 24 Parganas Dated 20-02-2025 এর Affidavit no 2307 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Rita Saha (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Rita Saha (নতুন নাম) ও Rita Saha Dutta, Rita Saha (Dutta) (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Aditi Chakrabartty (Old Name) D/o Somnath Ajaykumar Chakrabartty Residing at Flat No-7D, Block No-1, Sugam Sudhir Pre No-444, Southkum-rakhali, Mahamayatala, District - Kolkata, Pin - 700103 West Bengal India shall henceforth be known as Aditi Somnath Chakrabartty (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 45/2025 Date 05-03-2025. Aditi Chakrabartty (Old Name) and Aditi Somnath Chakrabartty (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Sukdeb Barai (পুরাতন নাম) পিতা Tulsih Barai ঠিকানা Shimulpur, Thakuma-gar, District - North 24 Parganas, Pin - 743287 West Bengal India কলকাতায় নেটোরি পাবলিক ডেড 05-03-2025 এর Af-fidavit no 46/2025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sukhdeb Barai (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sukhdeb Barai (নতুন নাম) ও Sukdeb Barai (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, SUBRATA GUHA ROY S/o Late Nani Gopal Guha Roy resident of 94/N, Karunamoyee Lane, P.O.- Haridevpur, P.S.- Haridevpur, Kolkata- 700082, W.B., declare that in my ap-pointment Letter issued by UCO Bank, Kolkata Region office on 4th July, 2005 has been recorded as SUBRATA KUMAR GUHA ROY instead of my ac-tual and correct name SUBRATA GUHA ROY as mentioned in my Aad-har Card and All other Documents. That SUBRATA KUMAR GUHA ROY and SUBRATA GUHA ROY all are same and one identical person i.e., myself vide affidavit no. 6630 dated 24.01.2025 before The LD, 1st Class Judicial Magistrate at Alipore.

যুদ্ধ চাই না, ট্রাম্পের নেতৃত্বে কাজ করতে রাজি’, জেলেনস্কি

৫ মার্চ ঃ আমেরিকা রুষ্ট হলে সমুহ বিপদ। সাদা বাড়িতে ঘাড়ধাক্কা খাওয়ার পরও অসামান হজম করে মাথানত করনেনে ভোলোদিমির জেলেনস্কি। সামরিক সাহায্য বন্ধ হতেই ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে চিঠি লিখে জানালেন, ট্রাম্পের নেতৃত্বে কাজ করতে প্রস্তুত তিনি। শান্তির লক্ষ্যে আলোচনার টেবিলে আসতেও প্রস্তুত। জেলেনস্কির সূমতি ফেরায় প্রসন্ন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। মার্কিন কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে জেলেনস্কির বার্তা পড়ে শোনান ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেখানেই তিনি বলেন, মঙ্গলবার জেলেনস্কির থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চিঠি পেয়েছি আমরা। যেখানে উনি বলেছেন, শান্তির লক্ষ্যে কাজ করতে আলোচনার টেবিলে আসতে প্রস্তুত উনি। এবং আমেরিকার নেতৃত্বে কাজ করতে প্রস্তুত। নিঃসন্দেহে ওনার এই সিদ্ধান্ত প্রশংসনীয়। মার্কিন প্রেসিডেন্টকে চিঠি লেখার পাশাপাশি সোশাল মিডিয়াতেও এই বিষয়ে বার্তা দিতে দেখা গিয়েছে জেলেনস্কিকে। ইউক্রেনে এই চিঠি প্রকাশ্যে আসার পর বিশেষজ্ঞদের আশা, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ পেরিয়ে এবার হয়ত শান্তি ফিরতে

চলেছে। এক্স হ্যান্ডলে জেলেনস্কি লেখেন, ‘হোয়াইট হাউসে আমাদের বৈঠক যেভাবে হওয়ার কথা ছিল সেভাবে হয়নি। যা ঘটেছে তা দুঃখজনক। তবে সময় এসেছে পরিস্থিতি ঠিক



করার। শান্তির লক্ষ্যে কাজ করতে আগ্রহী আমরা। এই মুহূর্তে ইউক্রেনবাসীর চেয়ে বেশি শান্তি আর কেউ চায় না। আমার দল এবং আমি স্বাধী শান্তি অর্জনের জন্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দৃঢ় নেতৃত্বে কাজ করতে প্রস্তুত।’ পাশাপাশি তিনি লেখেন, ‘যুদ্ধ থামানোর প্রথম পদক্ষেপ হতে পারে বন্দিমুক্তি ও যুদ্ধবিরতি। রাশিয়া যদি

এই পথে হাঁটে তবে আমরাও প্রস্তুত। পরবর্তীতে ধাপে ধাপে শক্তিশালী চুক্তি সম্পন্ন করতে আমেরিকার সঙ্গে কাজ করতে তৈরি আমরা।’ এমনকি আমেরিকা ও ইউক্রেনের মধ্যে খনিজ চুক্তি করতেও ইউক্রেন সম্মত বলে জানিয়েছেন জেলেনস্কি। চিঠি হাতে পাওয়ার পর জেলেনস্কির সূমতিতে প্রসন্ন ট্রাম্প। মার্কিন কংগ্রেসে এই চিঠি পুরোটা পড়ে শোনান তিনি। এবং জানান, শান্তির লক্ষ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই চিঠি। তবে ইউক্রেনের এই পদক্ষেপ প্রসঙ্গে রাজনৈতিক মহলের দাবি, যুদ্ধের বর্তমান পরিস্থিতিতে আমেরিকার সঙ্গে শত্রুতা অত্যন্ত বিপদের হতে পারে ইউক্রেনের জন্য। এমনটিতে দেশের অনেকখানি অংশ চলে গিয়েছে রাশিয়ার দখলে। অস্ত্র সাহায্য বাদে ৫০০ বিলিয়ন ডলারের ঋণ আমেরিকার কাছে। এই অবস্থায় অস্ত্র সাহায্য বন্ধ করে আমেরিকা যদি রাশিয়ার পক্ষ নেয় তবে এ কূল ও কূল দুই কূলই যাবে ইউক্রেনের। ফলে জাপান থেকেও দেশের স্বার্থে আমেরিকার কাছে মাথা নোয়ালেন জেলেনস্কি।

আমাদের শান্তি দিচ্ছে! বেজিং সাফ জানিয়েছে, তাদের ভয় দেখিয়ে বা হুমকি দিয়ে কোনও লাভ হবে না। বরং যে দেশ চিনের উপরে অভিরিক্ত চাপ দেবে, তারা আশঙ্কিত হিসেবে গোলামকির ফলেও বলেও খোঁচা দিচ্ছে জিনপিং প্রশাসন। মার্কিন কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দেওয়ার সময় ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন আগামী ২ এপ্রিল থেকে ভারত, চিন-সহ বহু দেশের উপরই পারস্পরিক শুল্ক চাপাবে আমেরিকা। তার কথায়, অন্যান্য দেশে আমাদের উপরে যে শুল্ক আরোপ করবে, আমরাও তাদের উপরে সেই শুল্ক আরোপ করব। আর এই মন্তব্যের পরই তাকে আক্রমণ করল চিন।



চিনা পণ্যের উপর অতিরিক্ত শুল্ক বসানোর ঘোষণা করেছিল আমেরিকা। পাশ্া মার্কিন পণ্যের উপর শুল্ক চাপায় বেজিংও। এহেন পরিস্থিতিতে এবার কড়া বার্তা দিল চিন। জানিয়ে দিল, শুল্ক যুদ্ধ বলেই নয়, যে কোনও ধরনের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত তারা। আমেরিকার অবস্থিত চিনা দূতাবাসের তরফে এক্স হ্যান্ডলে দাবি করা হয়েছে, ‘যদি আমেরিকা যুদ্ধ চায়,

‘হারিয়ে যাওয়া’ রিভার্স সুইং ফেরাতে আইসিসির কাছে বলে খুতু লাগানোর আর্জি সামির

দুবাই, ৫ মার্চঃ দীর্ঘ চ্যেট বিরতি কাটানোর পর মহম্মদ সামি বাহিশ গজে ফিরে দুটি ছড়াচ্ছেন। বর্তমানে তিনি ব্যাট চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে। এই টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্বে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম ম্যাচে ফাইকার নিয়েছিলেন সামি। পাক ম্যাচে এবং কিউবিরের বিরুদ্ধে তিনি উইকেট পাননি। তবে আবার তিনি সেমিফাইনালে জলে উঠেছিলেন। স্টিভ শিমন্দের বিরুদ্ধে শেষ চারের লড়াইয়ে সামি তুলে নেন ৩টি উইকেট। অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে চলতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে উঠেছে টিম ইন্ডিয়া। তবে একটা জিনিস মিস করছেন মহম্মদ সামি। আর তা হল রিভার্স সুইং। যে কোনও ম্যাচে বোলাররা যাতে রিভার্স সুইং করতে পারেন, তার জন্য সামি মনে করছেন আইসিসির এক নিয়মে বদল প্রয়োজন। কী সেই নিয়ম? আসলে মহম্মদ সামি আইসিসির কাছে এক আবেদন করেছেন যে, বলের উজ্জ্বলতা বাড়ানোর জন্য যেন



লালা ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। ২০২২ সালে বলে লالا লাগানোর উপর নিষেধাজ্ঞা

জারি করে আইসিসি। পুরনো বলের এক পাশ উজ্জ্বল করার জন্য লالا ব্যবহার করলে পোসাররা রিভার্স সুইং করতে পারেন। ওডিআই ক্রিকেট ম্যাচের শেষের দিকে যা কার্যকরী ভূমিকা পালন করত। এখন আর কোনও ম্যাচ খেলার জন্য খুতু ব্যবহার করতে পারেন না ক্রিকেটাররা। পড়েন সমস্যা। তা নিয়েই বলেছেন সামি। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনালে ৩টি উইকেট নেওয়ার পর সাংবাদিকদের মহম্মদ সামি বলেন, “আমরা রিভার্স সুইং করার চেষ্টা করছি। কিন্তু সেটা পারছি না। কারণ আমরা তো এখন খেলার সময় বলে লالا ব্যবহার করতে পারি না।” সেখানেই থেমে থাকেননি সামি। তিনি আরও বলেন, “আমরা নিয়মিত লالا ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়ার জন্য আবেদন করছি। তা হলে রিভার্স সুইং আরও আকর্ষণীয় হবে।”

ট্রফি থেকে এক কদম দূরে ভারত গম্ভীর বললেন, ‘আমরা পারফেক্ট গেম খেলব’

দুবাই, ৫ মার্চঃ অপরাজিত থেকে মিনি বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছে টিম ইন্ডিয়া। এরপরও ‘পারফেক্ট গেম’ এর সন্ধানে রয়েছেন ভারতীয় কোচ গৌতম গম্ভীর। আর সেই ‘পারফেক্ট গেম’ খুব তাড়াতাড়ি আসছে। আসলে গৌতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে ভারতীয় টিম ‘পারফেক্ট গেম’ দেখাবে, সেটাই বলতে চেয়েছেন। দুবাইতে অস্ট্রেলিয়াকে ৪ উইকেটে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট পেয়েছে রোহিত শ্রিগোড। ম্যাচ জেতানো ৮৪ রানের ইনিংস উপহার দেন বিরাটা। এ বার একটা ম্যাচ জিতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ভারতীয় শিরে আনার পালা। তার আগে গৌতম কী বললেন? ভারতের হেড কোচ জানান, দলের সবার মধ্যে ভারতের হয়ে কিছু করার খিদেটা রয়েছে। এই মুহূর্তে



আমরা ভালো খেলতে পেরেছি। তবে এখনও একটা ম্যাচ বাকি রয়েছে। আমরা জানি যে ওডিআই ফর্ম্যাটে আমরা বেশ ভালো। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল এই টুর্নামেন্ট

ওডিআইতে ভারতীয় দলটা ভালো। এ কথাও বলতে চেয়েছেন গম্ভীর। তিনি বলেন, “আমার মনে হয় জুড়ে আমরা ভালো পারফর্ম করেছি। ড্রেসিংরুমেও বার বার দেশের হয়ে ভালো কিছু করার

রান তাড়া নিয়ে গৌতম বলেন, “রান তাড়ার দিক থেকে আমরা খুবই পেশাদারিত্ব দেখিয়েছি। আর এটা বলছি কারণ, আমাদের হাতে উইকেট ছিল। আমাদের পরিকল্পনাই সেটা ছিল। কারণ আমরা জানতাম দ্বিতীয়ার্ধে উইকেট খানিক স্লো হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।” ৯ মার্চ ফাইনালে ভালো পারফর্ম করার প্রত্যাশা করছেন গম্ভীর। তিনি মনে করছেন টিম ইন্ডিয়া ওই ম্যাচে ভালো পারফর্ম করবে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “আমাদের আর একটা মাত্র ম্যাচ বাকি রয়েছে। আশা করছি আমরা পারফেক্ট খেলব। আমরা বরাবর উন্নতি করার দিকে লক্ষ্য রাখি। আমরা ক্রিকেট মাঠে অপ্রতিরোধ্য থাকার চেষ্টা করি। আর মাঠের বাইরে বিনয়ী থাকার চেষ্টা করি।”

৬ এপ্রিল ইডেনে কেঁকেআর ম্যাচ ঘিরে অনিশ্চয়তা!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ মার্চঃ ইডেনে কলকাতা নাইট রিভার্স বনাম লখনউ সুপারজায়ান্ট ম্যাচ নিয়ে আচমকাই জটিলতা! আগামী ৬ এপ্রিল ওই ম্যাচ আদৌ কলকাতায় হবে কিনা, সেটা নিয়ে বড়সড় প্রশ্নিচ্ছ উঠে গেল নিরাপত্তা নিয়ে কলকাতা পুলিশের দেওয়া চিঠিতে। যদিও ত্র্যাম্বাইজি এখনও আশাবাদী, নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ই নাইটদের ম্যাচ আয়োজন করা যাবে। ৬ এপ্রিল ইডেনে লখনউ বনাম কলকাতা ম্যাচ নিয়ে। আসলে ওই দিন রামনবমী। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে বেশ কিছু মিছিল বেরোতে চলেছে রামনবমী উপলক্ষে। তাছাড়া সাম্প্রতিক অতীতে রামনবমীকে কেন্দ্র করে রাজ্যে আশ্বিনী ছবিও দেখা গিয়েছে। তাই কলকাতা পুলিশ সতর্ক। রামনবমীর দিন ইডেনে ম্যাচে নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব নয় বলে ইতিমধ্যেই সিএবিকে চিঠি দিয়েছে পুলিশ। আর তাতেই জাতিলাতা। যদিও কেঁকেআর এমনও আশা। ছাড়াতে নারাজ। ত্র্যাম্বাইজি সূত্রের ববর, ৬ এপ্রিল লখনউ ম্যাচ ইডেনেই করার ব্যাপারে আশাবাদী তারা। ত্র্যাম্বাইজির তরফে বলা হচ্ছে, ৬ এপ্রিলের ম্যাচ দুপুর ৩টো থেকে শুরু হয়ে সন্দের মধ্যে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। ফলে বেশি রাত পর্যন্ত আমেলা থাকবে না।

চূড়ান্ত ভেনুতে এই দিন সূচি প্রকাশ সুপার কাপের!

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চঃ ২০২৫ সুপার কাপ অনুষ্ঠিত হবে ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে। কিন্তু এই প্রতিযোগিতার নির্ধারিত তারিখ এবং ফরম্যাট এখনও চূড়ান্ত হয়নি। সর্ব ভারতীয় ফুটবল সংস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে তারিখ এবং ফরম্যাট ঘোষণা না করলেও, টুর্নামেন্টটি আগামী ১৮ থেকে ২৭ এপ্রিলের মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে পারে, এমনটাই ধারণা করা হচ্ছে। ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অশ্বিনীকুমার প্রভাকরণ স্পোর্টস্টারকে জানিয়েছেন, হ্যাঁ, টুর্নামেন্ট ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত হবে, তবে অন্যান্য বিস্তারিত বিষয়গুলি যেমন তারিখ এবং ফরম্যাট এখনও চূড়ান্ত হয়নি। এগুলি আগামী কয়েক দিনের মধ্যে নিশ্চিত করা হবে। সুপার কাপ ভারতীয় ফুটবলের এক গুরুত্বপূর্ণ কাপ প্রতিযোগিতা, যেখানে অংশগ্রহণ করে দেশের শীর্ষ দুই ফুটবল লিগ- ইন্ডিয়ান সুপার লিগ এবং আই-লিগের দলগুলি। এই প্রতিযোগিতায় গত কয়েকটি বছর ধরে আইএসএলের দলগুলি নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে।

২০২৫ সালের সুপার কাপের মাধ্যমে চ্যাম্পিয়ন দল এশিয়ান ফুটবলে নিজেদের স্থান শক্তিশালী করবে। পূর্বে, সুপার কাপ বিজয়ী দলটি এএফসি কাপের জন্য যোগ্যতা অর্জন করত, কিন্তু বর্তমানে তারা এফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইন্টার-জোনাল প্লে-অফে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে, যা এশিয়ার দ্বিতীয় স্তরের ফুটবল প্রতিযোগিতা। সুপার কাপের পূর্ববর্তী ইতিহাসের দিকে নজর দিলে, ২০১৮ সালে এটি ফেডারেশন

কাপের জায়গায় চালু হয়। এরপর, টুর্নামেন্টটি দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং বেশিরভাগ সময়ই ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে আয়োজন করা হয়েছে। গত বছর, ২০২৪ সালে টুর্নামেন্টের নাম পরিবর্তন করে কলিঙ্গ সুপার কাপ রাখা হয়, যেখানে ইন্টবেঙ্গল এফসি অতিরিক্ত সময়ের ৩-২ গোলে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ওডিশাকে হারিয়ে জাতীয় স্তরে নিজেদের ট্রফি লাভ করে ১২ বছর পর। গত বছর সুপার কাপের ফরম্যাট ছিল গ্রুপ

স্টেজের পর নকআউট রাউন্ড, কিন্তু ২০২৫ সালে ফরম্যাটের পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা চলছে। এআইএফএফ এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করেনি যে, এই বছরও একই ফরম্যাট অনুসরণ করা হবে, নাকি নতুন কিছু আনা হবে। ভুবনেশ্বরে সুপার কাপের সফল আয়োজনের পর, টুর্নামেন্টের ব্যাপারে অনেক আগ্রহ তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে, আইএসএল এবং আই-লিগের বড় দলগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা ফুটবলপ্রেমীদের কাছে আকর্ষণের বিষয় হয়ে উঠেছে। এমনকি, ২০২৪ সালে ইস্টবেঙ্গল সুপার কাপ জয়ের মাধ্যমে এই প্রতিযোগিতার গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। এছাড়া, এই টুর্নামেন্টের মাধ্যমে ভারতীয় ফুটবলের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উপস্থিতি আরও শক্তিশালী হতে পারে, যা দেশের ফুটবল প্রেমীদের জন্য আরও আনন্দদায়ক একটি মুহূর্ত হতে চলেছে। তবে, চূড়ান্ত তারিখ ও ফরম্যাটের জন্য অপেক্ষা করতে হবে, যার ঘোষণা খুব শিগগিরই হতে পারে।

৪ মাস বেতন পাননি, রোহিতের থেকে ধনী ক্রিকেটারের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ!



অভিজ্ঞ প্রেম্যারকে বেতন দেয়নি। আবার বেতন না দেওয়ার পেছনে চমকপ্রদ কারণও জানিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। বাংলাদেশের অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান বর্তমানে ক্রিকেট থেকে দূরে। গত বছর স্যেটস্বরে ভারতের বিরুদ্ধে কানপুর টেস্টের সময় টেস্ট এবং টি-টোয়েন্টি ফর্ম্যাট থেকে অবসরের কথা ঘোষণা করেছিলেন সাকিব। ওডিআই ছাড়াই ছিলেন। কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে তাঁকে নেয়নি বিসিবি। এছাড়াও, তাঁর বোলিং অ্যাকশনের উপর আইসিসির নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। যার ফলে তিনি এখন বোলিং করতে পারছে না। এইই মাঝে জানা গিয়েছে যে, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ২০২৪ সালের শেষ ৪ মাসের বেতন সাকিবকে দেয়নি। যা প্রায় ৪৮ লক্ষ বাংলাদেশি টাকা অর্থাৎ ৩৪ লক্ষ ভারতীয় টাকা। সাকিবকে বাংলাদেশের সবচেয়ে ধনী খেলোয়াড় বলা হয়। রিপোর্ট অনুযায়ী তাঁর মোট সম্পদ ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা থেকেও বেশি। বিসিবির একজন কর্তা ক্রিকেট ওয়েবসাইট ক্রিকব্যাঙ্কে বলেন, “এটা সত্যি যে সাকিব এখনও স্যেটস্বর, স্ট্রোকের, নভেলের এবং ডিসেম্বরের বেতন পাননি। এর মূল কারণ তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ রয়েছে।” অন্যদিকে, বিসিবি ক্রিকেট অপারেশন্স চেয়ারম্যান নাজমুল আবেদীন বলেন, “চুক্তি অনুযায়ী সাকিব বেতন পাবেন। কারণ কোনও প্রেম্যার পেগুন বা না থেলুন, যদি চুক্তিতে থাকে, বেতন পাবেন। তাই আমরা অবশ্যই চুক্তি অনুযায়ী প্রতিশ্রুতি পূরণ করার চেষ্টা করছি।” গত বছর বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর থেকে সাকিব আল হাসানকে নিয়ে সে দেশে চাপানউতোর চলছিল। সাকিব একসময় হাসিনার আগ্রহময় লিগ দল থেকে সাংসদ হন। এরপর বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার সময় সাকিব আল হাসানের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনা হয়েছিল। সেখানে এক আবেদনের পর ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছিল। এরপর গত বছরের নভেম্বরে তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়।

ঢাকা, ৫ মার্চঃ পাকিস্তান এবং দুবাইতে হওয়া চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বাংলাদেশের পারফরম্যান্স এ বার মোটেও ভালো ছিল না। টুর্নামেন্টে একটিও ম্যাচ জিততে পারেনি টাইগার্সরা। এরই মাঝে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড দেশের প্রেম্যারদের জন্য একটি বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিসিবি খেলোয়াড়দের বেতনের পাশাপাশি ম্যাচ ফি-ও বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে এরই মাঝে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড গত বছরের শেষ চার মাস ধরে তাদের একজন এবং আই-লিগের বড় দলগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা ফুটবলপ্রেমীদের কাছে আকর্ষণের বিষয় হয়ে উঠেছে। এমনকি, ২০২৪ সালে ইস্টবেঙ্গল সুপার কাপ জয়ের মাধ্যমে এই প্রতিযোগিতার গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। এছাড়া, এই টুর্নামেন্টের মাধ্যমে ভারতীয় ফুটবলের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উপস্থিতি আরও শক্তিশালী হতে পারে, যা দেশের ফুটবল প্রেমীদের জন্য আরও আনন্দদায়ক একটি মুহূর্ত হতে চলেছে। তবে, চূড়ান্ত তারিখ ও ফরম্যাটের জন্য অপেক্ষা করতে হবে, যার ঘোষণা খুব শিগগিরই হতে পারে।

ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচে বিজ্ঞাপন বিতর্কে জরিমানার মুখে ক্লাব

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ মার্চঃ বুধবার এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতিপক্ষ তুর্কমেনিস্তানের আর্কাদাগ। এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে যুবভারতী স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে ঘটে এক বিতর্কিত ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে। যা ক্লাবের জন্য বড় বিপদে পরিণত হয়েছে। একদিকে, ইন্ডিয়ান সুপার লিগে স্পে-অফের দৌড় শেষে চ্যালেঞ্জ লিগের ভালো ফলাফল করতে মরিয়া মশাল ব্রিগেড। অন্যদিকে আইএসএল সম্পর্কিত অনাদিকের আইনগত সনাইবার্ড নিয়ে সমস্যা পড়তে হচ্ছে তাদের। বেশ কিছু সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী জানা গিয়েছে, এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের ম্যাচের আগে যুবভারতী স্টেডিয়ামের গ্যালারি থেকে আইএসএলের বিজ্ঞাপনের সনাইবার্ড খুলে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু,



সনাইবার্ড খোলার পরিবর্তে সেটি কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এখানেই ঘটে বিপত্তি। একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী জানা গিয়েছে কালো কাপড়টি বাতাসে উড়ে যায় এবং ম্যাচ কমিশনারের চোখে পড়ে। এই ঘটনাটি দ্রুত ক্লাবের জন্য বড় সমস্যার সৃষ্টি করেছে। ম্যাচ কমিশনারের রিপোর্টের ভিত্তিতে, আইএসএল সম্পর্কিত সনাইবার্ড ঢেকে দেওয়া সত্ত্বেও তা যথাযথভাবে বোলেনি এবং নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়েছে বলে মনে করা হয়। ফলে, ইস্টবেঙ্গলকে জরিমানা এবং ক্লাবের বিরুদ্ধে কয়েক লক্ষ টাকার জরিমানা করা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে, ইস্টবেঙ্গল কর্তৃপক্ষের জন্য এটি একটি বড় শিক্ষণীয় বিষয় হতে পারে। আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ছোটখাটো নিয়মভঙ্গিও বড় ধরনের শাস্তির কারণ হতে পারে, যা ক্লাবের জন্য আর্থিক ক্ষতির কারণ হতে পারে। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে এই ধরনের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে ইস্টবেঙ্গল আরও শক্তিশালী এবং সচেতনভাবে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে।

রদ্রিগো ও আলভারেজের গোল রবিনের তির, নাকি ভিঞ্চি-অ্যাঞ্জেলোর তুলি

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

জর্জে ভাসারি লেওনার্দো দা ভিঞ্চি ও মাইকেলঅ্যাঞ্জেলোর সমসাময়িক চিত্রকর। ভিঞ্চি ও অ্যাঞ্জেলের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ‘অপছন্দ’র ব্যাপার ছিল, সেটা তিনিই বলে গেছেন। এক বেনামী পাণ্ডুলিপি থেকে জানা যায়, রাস্তাঘাটেও তাঁকে জড়িয়েছেন দুজন। ভিঞ্চির বিশ্বাস ছিল, সৌন্দর্য বিজ্ঞান থেকে উসারিত। অ্যাঞ্জেলা মনে করতেন, সৃষ্টিকর্তাই সব সৌন্দর্যের উৎস। রদ্রিগো ও হলিয়ান আলভারেজ ভিঞ্চিও নন, অ্যাঞ্জেলাও নন। ফুটবল খেলার সৌন্দর্য তাদের পায়ের আঁচে বটে, তবে চারুকলায় ভিঞ্চি ও অ্যাঞ্জেলা যে মাপের, ফুটবলের সৌন্দর্যে তাঁরা এখনো সেখানে আসতে পারেননি। কিন্তু মানুষ চাইলে কী না হয়! চেষ্টা এবং খুব করে চাইলে বোধ হয় কখনো কখনো কোনো কোনো রাতে নিজের মধ্যে ভিঞ্চি কিংবা অ্যাঞ্জেলাও নামিয়ে ফেলা যায়! রদ্রিগো ও আলভারেজ বোধহয় তা টের পাননি-সান্তিয়াগো বার্নাবুতে তাদের পা টা চিক যে মুহূর্তে তুলি হয়ে উঠেছিল, তখন কারও কারও চোখে দৃশ্য দুটি ফুটেছে এভাবে, ওটা যেন ভিঞ্চির তুলির টান, অন্যটি অ্যাঞ্জেলা! কিংবা অন্য ভাবনাও আসতে পারে। রদ্রিগো ও আলভারেজের গোল দুটি দেখে মনে হতে পারে, এ তো রবিনের গোড়া তির! রবিনকে চিনলেন না, সেই যে শেরউড জঙ্গলের রবিনছড়া দুটি গোলই একদম তিরের ফলার মতো লক্ষ্য ভেদ করেছে। কিন্তু রদ্রিগো-আলভারেজের জন্ম যে দুই দেশে, তাতে ভিঞ্চি ও অ্যাঞ্জেলার প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রসঙ্গই আগে আসে। দুই চিত্রকরের জন্ম ইতালিতে, কিন্তু তাঁদের মধ্যে রোমেরিয়া বাঁজ ছিল অনেকটাই ফুটবলে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার মতো। তেমনি রদ্রিগোর দেশও ব্রাজিল, আলভারেজের আর্জেন্টিনা। তাঁদের ক্লাবও একই নগরের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী। আর গোল দুটি হয়েছিলও দুটি বিপরীত জায়গা থেকে বিপরীত দিকে। ৪ মিনিটে রদ্রিগোর গোলাট মাঠের ডান প্রান্ত থেকে বয়ে ঢোকার পথে আতলেতিকোর এক



ডিফেন্ডারকে পেছনে ফেলে, আরেক ডিফেন্ডারকে ডজ দিয়ে বাঁ পায়ের চোখখানায় হালকা বাকানো শটে। দৌড়ের ওপর অমন ফিনিশিংকে রোলস রয়েসের তীর গতিতে ফিনিশিং লাইন ছোঁয়া মনে হতে পারে। বলটা জাল ছুঁয়েছে ডান প্রান্ত থেকে বাঁ প্রান্তের পোস্ট চিকিত। ঠিক যেমন রিয়াল-আতলেতিকো, ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা কিংবা ভিঞ্চি-অ্যাঞ্জেলার সম্পর্ক। তবে এসব বিবাদে না গিয়ে রোমান্টিক

আতলেতিকোর বিপক্ষে যেকোনো প্রতিযোগিতার নকআউট ম্যাচে রিয়ালের দ্রুততম গোল। রদ্রিগোর গোলাট উস ছিল ফেদে ভালভের্দের ডিফেন্ডারের লক্ষ্য পান। তা নিয়ে স্প্যানিশ টিভিকে ম্যাচ শেষে রিয়াল উইঙ্গার বলেছেন, “হেদের সঙ্গে খেলাটা সুন্দর ছিল। সে আমার মুভমেন্ট বুঝতে পেরেছে, কটা করে ভেতরে ঢুকে বাঁ পায়ের শট নিয়েছি। অনুশীলনে যা চর্চা করি সেটা ম্যাচেও করি।” আলভারেজের ৩২ মিনিটে করা গোলে অর্জন আছে আরও একটি। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নকআউট পর্বে রিয়ালের ঘরে ঢুকে গোল করে এসেছেন মাত্র দুজন আর্জেন্টাইন। একজনকে তো কাল রাতেই দেখলেন। অপরজন? লিওনেল মেসি, ২০১১ সালে। অবশ্য ঘটনা উল্টোও হতে পারত। আলভারেজ খেলতে পারতেন রিয়ালের হয়েও। মার্চিদের ক্লাবটির এক স্ট্রাইট ১১ বছর বয়সী আলভারেজকে নিয়ে গিয়েছিলেন স্পেনে। প্রায় মাসখানেক ছিলেন রিয়ালের ডেরায়। কিছু ম্যাচ খেলে গোলও করেছিলেন। কিন্তু আলভারেজের পরিবার তখন স্পেনে থাকতে পারেনি, আর রিয়ালের পলিসি ছিল ১৬ বছরের নিচে কাউকে সই করানো হবে না। বাস, ঘুরে গেল ভাগ্যের চাকা। সেই আলভারেজ ২০২৬ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সেমিফাইনাল ফিরতি লেগে রিয়ালের জলে গোল করেন, গোল করলেন এবার শেষ মোলো প্রথম লেগেও। যদিও এই ম্যাচের ফল নির্ধারণ করেছে অন্য কারও দারুণ ছবি কিংবা ভাঙ্ক্যের পাশে অন্য কারও দারুণ সৃষ্টিকর্মও লোকে কর্মই মনে রাখে, ব্যাপারটা নির্দিষ্ট হলেও বাস্তব। রবিনের সচরার লিটন জনের তির ছোঁড়ার হাতও ঋণীয় ছিল, তবু লোকে কিন্তু রবিনকেই বেশি মনে রেখেছে! কারণটা শুধুই সৌন্দর্য কিংবা নির্ভূত হওয়ার জন্য না, আসলে কখনো কখনো কোনো কোনো মুহূর্তে ঐশ্বরিক কিছু একটা ভর করে খেলোয়াড়দের মধ্যে, আর তখনই ভিঞ্চি-মাইকেল অ্যাঞ্জেলারা নেমে আসেন রদ্রিগো-আলভারেজ হয়ে!

প্রকাশিত

সুচিকিৎসা

২৭ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা ১ মার্চ ২০২৫

কিডনির সুরক্ষায়

- পর্জীবন ও কিডনি রোগ — এক গভীর সম্পর্ক
- ক্রমিক কিডনি ডিজিজের ডায়ালিসিসের ভূমিকা
- কিডনি রোগীর বাদ্য তালিকা
- মূত্রের রঙ পরিবর্তনে সাক্ষ্য
- কমায়বয়সীদের মধ্যে হৃদযান্ত্রিক
- হিপ জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্টে রোবোটিক সার্জারি
- জলেই সুস্থ কিডনি
- কিডনিতে পাথর
- কিডনি ও ইউরিক অ্যাসিড
- কিডনি সুস্থ রাখার উপায়

সূচিকিৎসা এখন অনলাইনে পড়তে পাশের কোডটি স্ক্যান করুন